হৃদয় গলে
সিরিজ-১৫

নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী

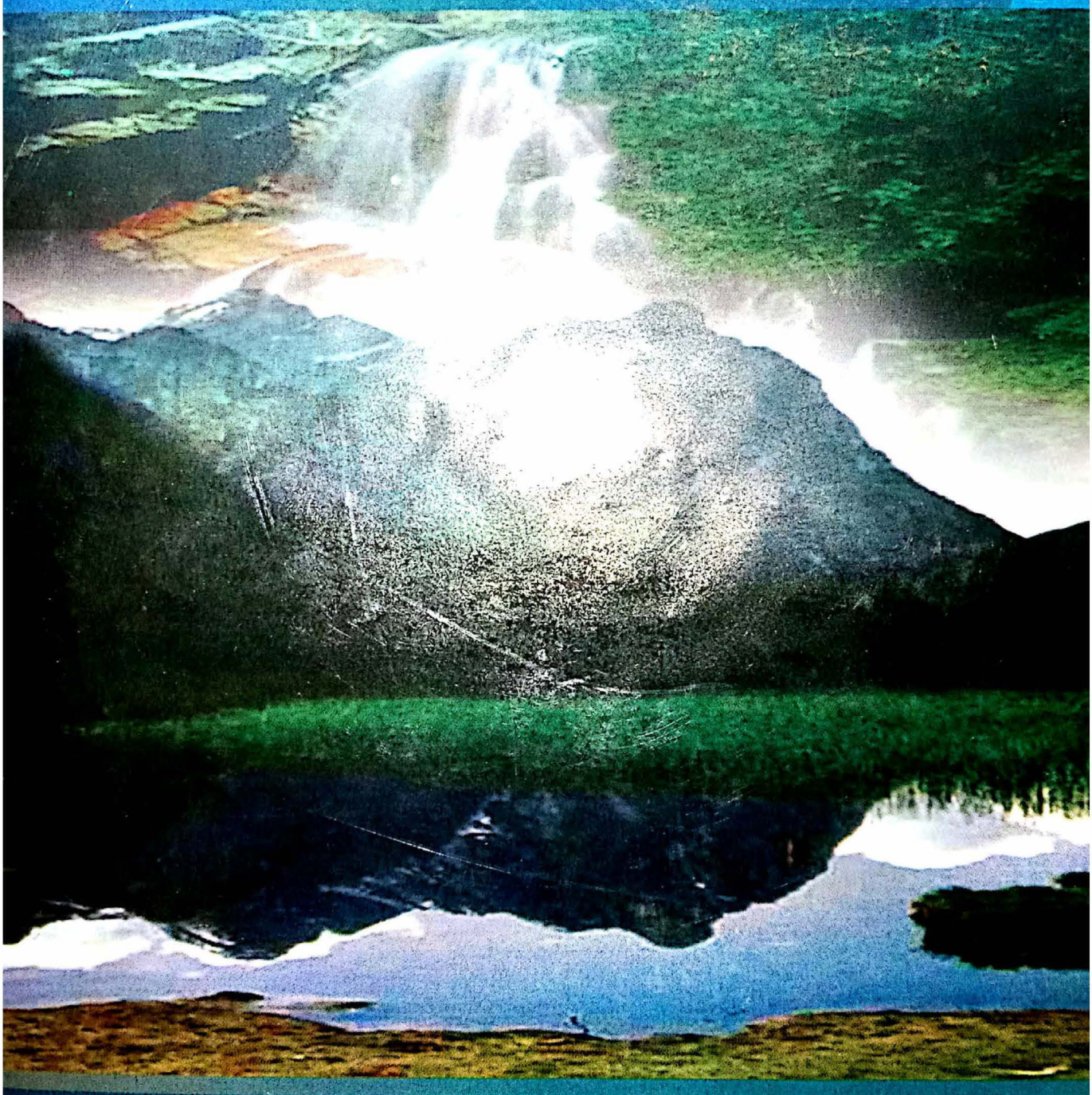

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

সিরিজ-১৫

নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম.এ. (ফার্স্ট ক্লাস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
দাওরায়ে হাদীস (ফার্স্ট ক্লাস, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)
মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদ্‌রাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।

সম্পাদনায়

মাওলানা আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

সিরিজ-১৫

নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মোবাইল ঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩, ০১৯২-৪৭২৮৯৯

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১২৫৪৬২, ০১৭২-১৭১৩৬২

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারী- ২০০৬ইং
মহররম- ১৪২৬ হিঃ

মুদ্রণে

ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন
সিটি গ্রাফিক্স
ফোন ঃ ৯৫৬১১০৬, ০১৭৬১০৩৯০৭

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ

মাওঃ হুসাইন আহমাদ সাইফুল্লাহ
শিক্ষক, মাদ্‌রাসায়ে মাক্কিয়া মুহাম্মদিয়া, লালবাগ, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৯১-৩৮০৬২৩, ০১৮৮০৩৭১৬৭

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

যাঁর হস্ত মোবারকে.....

যাঁর কাছে আমার লেখালেখির জন্ম
যাঁর সযত্ন তারবিয়ত ও অনুপ্রেরনায়
এর বিকাশ ও বর্ধন
সেই আশ্চর্য প্রতিভা পরম শ্রদ্ধাভাজন
উস্তাদ ও প্রানপ্রিয় মুরব্বী
শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা
হাবীবুর রহমান সাহেবের
দস্ত্র মোবারকে।

—লেখক

লেখকের সাথে যোগাযোগ

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা
দত্তপাড়া, নরসিংদী।
মোবাঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩, ০১৯২-৪৭২৮৯৯

www.smfoundationbd.com

লেখকের কথা

মহান আল্লাহর অশেষ করুণায় হৃদয় গলে সিরিজের ১৫তম খণ্ডটি যথাসময়ে বের করতে পেরে খুবই আনন্দবোধ করছি। এ খণ্ডের সবগুলো ঘটনাই নারীদের সম্পর্কে লেখা। এজন্যেই এর নামকরণ করা হয়েছে **"নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী"**। আল্লাহ্ চাহে তো পরবর্তী খণ্ডটি **যে গল্পে হৃদয় কাঁপে** নামে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করবে।

ইদানিং কয়েকজন পাঠক ফোনে, চিঠিতে এমনকি কেউ কেউ সরাসরি সাক্ষাত করে দুটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। প্রথম প্রস্তাবটি হলো, হৃদয় গলে সিরিজের পাঠকদের নিয়ে পাঠক সংঘ বা পাঠক ফোরাম গঠন করা। তাদের এ প্রস্তাব সম্পর্কিত বিস্তারিত রূপরেখা মতামত বিভাগে ছাপানো হয়েছে। আমি আশা করবো, এ ব্যাপারে আপনাদের মতামতও অতিসত্বর আমাকে জানাবেন। যাতে ১৬তম খণ্ডে 'পাঠক সংঘ' গঠনের একটি চূড়ান্ত রূপরেখা তুলে ধরা যায়। আর দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হলো, শুধুমাত্র হৃদয় গলে সিরিজকে নিয়ে মাঝে মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। আমি বড়দের সাথে পরামর্শ করে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছি এবং ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কুইজ প্রতিযোগিতা পরিষদ গঠন করতঃ সেই পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ খণ্ডের শেষভাগেই কুইজের প্রশ্নাবলি ও নিয়মকানুন উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া ব্যাপক জানাজানির উদ্দেশ্যে তা আদর্শ নারী এপ্রিল/০৬ সংখ্যায়ও দেওয়া হয়েছে। অনেক পাঠকের কাছে চিঠির মাধ্যমে কুইজ সীট পাঠানো হয়েছে। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা স্বতস্ফুর্তভাবে এতে অংশ গ্রহণ করে এ সিরিজের প্রচার প্রসারকে ত্বরান্বিত করবেন।

আমি ১৪তম খণ্ডে বলেছিলাম ১৭তম খণ্ডের মতামত বিভাগটি শুধু হৃদয় গলে সিরিজ সংক্রান্ত কবিতা দ্বারা সাজানো হবে এবং প্রত্যেককে দুটি করে বই উপহার দেওয়া হবে। এ সংবাদ জানতে পেরে অনেকেই কবিতা পাঠিয়েছেন। আরো পাঠাবেন বলে আশা রাখছি। কবিতার লাইন সংখ্যা ৬ থেকে ১২ এর মধ্যে হলেই ভালো হয়।

মতামত বিভাগে যাদের চিঠি ছাপানো হয়েছে তাদের নিকট ডাকযোগে প্রেরিত বেশ কয়েকটি উপহার ফিরে এসেছে। এজন্য বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যে, উপহার বিজয়ী পাঠক পাঠিকারা একটু কষ্ট করে ফোন কিংবা চিঠির মাধ্যমে তাদের বিস্তারিত ঠিকানা লেখককে অবহিত করবেন। অন্যথায় উপহার পাঠানো সম্ভব হবে না।

সিরিজের অন্যান্য বইয়ের ন্যায় এ বইটিকেও সবদিকে থেকে সুন্দর, সুখপাঠ্য ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরেও কারো নজরে কোনো ভুল ধরা পড়লে এবং অনুগ্রহ করে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জাতির কল্যাণে নিবেদিত আমার এ সামান্য মেহনতটুকু কবুল করে নিন। আমীন।

বিনীত

তারিখ ঃ ১৫/০২/০৬ইং

মুফীজুল ইসলাম ভাদুঘরী

www.smfoundationbd.com

হযরত উলামায়ে কেরাম এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি-

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

মুহতারাম,

বাদ সালাম, আশা করি মহান আল্লাহর রহমতে কুশলে আছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মুসলিম জাতির চরিত্র গঠন, ঈমানের মজবুতী, আমলে উদ্বুদ্ধকরণ সর্বোপরি সবাইকে আখেরাতমুখী করার এক মহান পরিকল্পনা নিয়ে ২০০২ সালের অক্টোবর মাস থেকে দুই/তিন মাস অন্তর অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে হৃদয় গলে সিরিজের বইসমূহ। আমার কথা নয়, শত শত পাঠকের বক্তব্য হলো, এ সিরিজ নারী-পুরুষ, ছাত্র-শিক্ষক, ছোট-বড়, ব্যবসায়ী-চাকরিজীবি এক কথায় সর্বস্তরের মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ ও জাতি গঠনে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি বর্তমান বাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজারো অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকের মোকাবেলায় এটি একটি মজবুত হাতিয়ার। পাঠক-পাঠিকাদের এ অভিব্যক্তিটুকু আরো উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রতিটি বইয়ের শেষ ভাগে সংযোজিত **"পাঠকের মতামত বিভাগ"** ও প্রচ্ছদের উপর (সিরিজ-১১ থেকে) ছাপানো **"হৃদয় গলে সিরিজ ঃ বড়দের মূল্যায়ন "** পাঠ করা যেতে পারে।

এ সিরিজ কিভাবে ছাত্র-শিক্ষক ও সকল শ্রেণীর লোকদের হাতে পৌঁছানো যায় জাতির কল্যাণের স্বার্থে সে ব্যাপারে যথাসম্ভব ফিকির করার জন্য আমি আপনাদের নিকট সবিনয় অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে এও কামনা করছি, যদি কোনো উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য নয়, লেখক ও মুসলিম মিল্লাতের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে নিজ উদ্যোগে সামনের বইগুলোর প্রচ্ছদের পিছনভাগে ছাপানোর নিয়তে দু'কলম লিখে লেখকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন তবে আজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবো। দু'হাত তুলে তাঁর জন্য দোয়াও করে যাবো মৃত্যু অবধি। উপরন্তু ভাবতে পারবো, নিরহংকার ও নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকার করার মতো লোক এখনো অনেক বাকি আছে। আমার এ আকুল আবেদনে সংশ্লিষ্ট মহোদয়গণ সাড়া দিবেন- এ ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি। -লেখক

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আকাবিরে উম্মতের দীপ্ত প্রদীপ
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ উস্তাযুল আসাতিযা
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ)-এর মূল্যবান

অভিমত ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুজুর্গানে দীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলি এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প-কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলিতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলি।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম **"যে গল্পে হৃদয় গলে"** (চলমান অংশের নাম 'নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী') নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষণীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মতো সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের অসিলা বানাও। আমিন॥

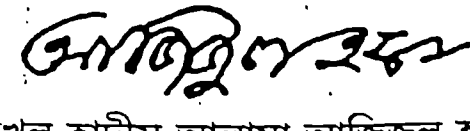

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

যেখানে যা আছে

প্রথম অধ্যায় ঃ ১১ - ৮০

মজলুম নারীর মর্মস্পর্শী কাহিনী ——→ ১১

দুনিয়ার বেহেশত ঃ লাভ হবে যেভাবে ——→ ১৮

বুদ্ধিমতি মেয়ে ——→ ৩০

এক অকুতোভয় মুসলিম তরুণীর সাহসিকতা ——→ ৩২

পাপের ভয় ——→ ৩৬

অপূর্ব রাসূল প্রেম ——→ ৩৯

নারী জাতির এক অনুপম আদর্শ ——→ ৪২

এক সাহসী বীরঙ্গনা ——→ ৪৬

নিষ্ঠুরতার নির্মম দৃষ্টান্ত ——→ ৪৯

এক নির্যাতিতা বোনের করুণ ফরিয়াদ ——→ ৬৭

সাহসী মায়ের অমর কাহিনী ——→ ৭১

স্বামীর দোয়ার অপূর্ব বরকত ——→ ৭৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন? ৮১ - ৯৩

ধর্মীয় ব্যাপারে অবিচলতা ——→ ৮১

এরই নাম নির্লোভ হৃদয় ——→ ৮৩

যা জুটে তা খেয়েই খোদার শোকর ——→ ৮৫

বান্দার অধিকারের ব্যাপারে সতর্কতা ——→ ৮৭

বিনয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ——→ ৮৯

মানবরূপী ফেরেশতা ——→ ৯০

সৃষ্টি জীবের প্রতি দরদ ——→ ৯১

যেমন শিক্ষক তেমন ছাত্র ——→ ৯১

কঠোরতা কেবল দীনের খাতিরেই ——→ ৯২

তাকওয়া আর কাকে বলে? ——→ ৯৩

পাঠকের মতামত ——→ ৯৪

লেখকের জবাব ——→ ১০৯

হৃদয় গলে সিরিজ ঃ কুইজ প্রতিযোগিতা-১ ——→ ১১০

www.smfoundationbd.com

নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী/০৯

হৃদয় গলে সিরিজ ঃ যেভাবে পাঠ করা প্রয়োজন

☞ প্রথমে এ নিয়ত করুন যে, আমি সিরিজের প্রতিটি বই আল্লাহ তা'আলাকে রাজি খুশি করার জন্যে আমলের নিয়তে পাঠ করব।

☞ সিরিজের যে কোন বই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (ভূমিকা, পাঠকের মতামত ও লেখকের জবাবসহ) সম্পূর্ণ ধারাবাহিকভাবে ধীরে ধীরে মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। যদিও তাতে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।

☞ সিরিজের যে কোন বই পড়ার উদ্দেশ্যে হাতে নেয়ার সময় অনুগ্রহ পূর্বক একটি কলম ও ছোট্ট একখানা খাতা কাছে রাখুন। তারপর "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বলে পড়তে শুরু করুন। একটি ঘটনা পড়া শেষ হয়ে গেলে উক্ত ঘটনার মাধ্যমে লেখক আপনার নিকট যা আশা করছেন (অর্থাৎ কোন ভাল গুণ অর্জন বা মন্দ গুণ বর্জন) তা যদি আপনার মধ্যে পূর্ব থেকেই থেকে থাকে তবে আলহামদুল্লিাহ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে পরবর্তী ঘটনা পাঠ শুরু করে দিন। অন্যথায় উক্ত গুণটি এই নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে খাতায় উঠিয়ে নিন যে, ইনশাআল্লাহ এই গুণটি অবশ্যই আমি অর্জন করব। সম্ভব হলে সাথে সাথে আমল শুরু করে দিন। আর যদি বিষয়টি এমন হয়, যা এখনই আমল করা সম্ভব নয়, (যেমন স্বামীর খেদমত কিংবা স্ত্রীর হক আদায় অথচ আপনার এখনো বিয়েই হয়নি) তবে সময় মতো তা আমল করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হউন।

☞ প্রতিটি ঘটনা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে উপরে বর্ণিত নিয়মগুলো আন্তরিকভাবে পালন করতে সচেষ্ট হলে, আমি জোর দিয়েই বলতে পারি, আল্লাহ চাহে তো, সফলতা আপনার পদচুম্বন করবে। দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি কামিয়াব হবেন। উপরন্ত আপনার হৃদয় জগতে সর্বদা বইতে থাকবে শান্তির সুবাতাস। যারা নিয়ম অনুসরণ না করে সিরিজের এক বা একাধিক বই পড়ে নিয়েছেন, তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ হলো, আপনারা কষ্ট করে বইগুলো নিয়মানুযায়ী আবার পড়ে নিন। এতে কেবল আপনারই নয়, গোটা জাতির উপকার হবে, ইনশাআল্লাহ।-লেখক

বিঃ দ্রঃ সিরিজের বইগুলো পাঠ করে যদি ভাল লাগে এবং আপনি মনে করেন যে, এসব বই অন্যদেরও পাঠ করা প্রয়োজন, তবে দ্বীন প্রচারের একটি অংশ হিসেবে মা-বাবা ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীদেরকে তা পড়তে উৎসাহিত করুন। সম্ভব হলে হাদিয়া দিন। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

যেখানে যা আছে

নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

১

২০৫

[প্রথম অধ্যায়]

মজলুম নারীর মর্মস্পর্শী কাহিনী

মিশরের অধিবাসী এক যুবক। বয়স ত্রিশের কোঠায়। উজ্জ্বল ফর্সা গায়ের রং। এক হারা শরীরের গড়ন। শক্ত গাথুনী শরীরের। গাঢ় কালো চোখের তারায় হাসির ঝিলিক। প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ তার চেহারায়। যে কোনো যুবতী এ যুবককে দেখলে প্রথম দেখাতেই আকৃষ্ট হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিছুদিন পর যুবকের বিয়ে হলো। স্ত্রীর নাম মায়মুনা। বয়স বাইশ বছর। দেখতে বেশ সুন্দরী, রূপবতী। যে কোনো যুবকের পক্ষে মায়মুনার রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য এড়িয়ে যাওয়ার মতো ছিলো না। তাছাড়া মায়মুনার তীক্ষ্ণ ধী, প্রখর দৃষ্টি ও বাচনভঙ্গি যে কোনো সুপুরুষকেই মায়ার বাধনে জড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিলো।

মায়মুনার স্বামীর নাম সালমান। সে দীর্ঘকাল যাবত হৃদয়ের মনিকোঠায় সযত্নে লালন করে আসছে একটি স্বপ্ন। বিবাহ ব্যতীত সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন মোটেও সম্ভব ছিলো না। তার স্বপ্ন হলো, তার ঔরসে একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে জন্ম নিবে। আর সে ছেলের নাম রাখবে আহমদ। লোকজন তাকে ডাকবে আহমদের পিতা বলে।

দিন যায়। মাস যায়। অতিবাহিত হয় দাম্পত্য জীবনের মধুময় মুহূর্তগুলো। একদিন মায়মুনা হাসে। সেই হাসিতে কিসের যেন ইঙ্গিত। সালমান কারণ জানতে চায়। মায়মুনা বলে বোধ হয় আপনার স্বপ্ন গর্ভে ধারণ করেছি আমি।

www.smfoundationbd.com

এরূপ একটি সংবাদের জন্যই প্রতীক্ষা করছিলো সালমান। স্ত্রীর কথায় তার হৃদয়ে এক অনাবিল শান্তির প্রলেপ ছোঁয়া দিয়ে যায়। দু চোখে খুশির উচ্ছ্বাস। হাস্য উচ্ছলতায় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত।

স্ত্রী গর্ভবর্তী। সালমানের জন্য এর চেয়ে বড় কোনো সুসংবাদ যেন হতে পারে না। গর্ভের সন্তান ছেলে বা মেয়ে, যে কোনোটি হতে পারে- আনন্দের আতিশয্যে সে কথা চিন্তা করারও অবসর পেলো না সালমান। উপরন্তু ঘরে বাইরে, বন্ধু মহলে সর্বত্রই নিজেকে আবু আহমদ বা আহমদের পিতা বলে প্রচার করতে লাগলো। ফলে অল্প দিনের মধ্যে সব খানে সে আবু আহমদ নামেই পরিচিতি লাভ করলো।

কয়েক মাস পর মায়মুনা একটি ফুটফুটে বাচ্চা জন্ম দিলো। তবে বাচ্চাটি ছেলে নয়, মেয়ে। এতে সালমান আশাহত হলেও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট রইলো। আর পরবর্তী সন্তানটি ছেলে হবে এ আশায় আবু আহমদ নামটি জারি রাখলো।

দ্বিতীয় বছরের শেষ ভাগে আরেকটি সন্তান প্রসবের সময় হলো। সালমান ছেলে সন্তান লাভের প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে রইলো। কিন্তু এবারও তার আশা পূর্ণ হলো না। সন্তান জন্ম হওয়ার পর দেখা গেলো এটি কন্যা সন্তান, ছেলে সন্তান নয়।

পরপর দুটি কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় সালমান স্ত্রীর প্রতি বেশ অসন্তুষ্ট হলো। বললো, তুমি আমার সব আশা আকাঙ্খাকে মাটিতে মিশিয়ে দিলে। ধুলিসাৎ করে দিলে আমার স্বপ্ন সাধ। এভাবে আরো বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বলে স্ত্রীকে তিরস্কার করতে লাগলো।

মায়মুনা ছিলো ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়ে। সে ভালো করেই জানতো যে, সন্তান ছেলে বা মেয়ে হওয়ার পিছনে স্ত্রীর কোনো হাত নেই। যেমন হাত নেই স্বামীরও। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে মহান কুদরতওয়ালা আল্লাহপাকের ইচ্ছা ও ইরাদার উপর।

মায়মুনা শুধু ইসলামি জ্ঞানেরই অধিকারী ছিলো না, ছিলো বুদ্ধিমতিও। তাই স্বামী যখন রাগের মাথায় বিভিন্ন ভাষায় তাকে তিরস্কার করছিলো, তখন সে একটি কথারও জবাব দেয় নি। নীরবে সবকিছু সহ্য করে নিয়েছে। পরে যখন স্বামীর রাগ চলে গেলো তখন এক সময় সুযোগ বুঝে

বললো, দেখুন, ছেলে সন্তান জন্ম নেওয়া আল্লাহর হিকমত ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এখানে স্বামী-স্ত্রীর সামান্যতম ভূমিকাও নেই। তাছাড়া পুত্র যেমন পিতা-মাতার সন্তান তেমনি কন্যাও পিতা মাতারই সন্তান। উপরন্তু পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পুত্র সন্তানের তুলনায় কন্যা সন্তানের অধিক ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনঃ-(১) এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নারী ভাগ্যবতী হওয়ার প্রমাণ এই যে, তার প্রথম সন্তান মেয়ে হয়। এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।" অত্র আয়াতে আল্লাহপাক কন্যাকে পুত্র সন্তানের আগে উল্লেখ করে তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। -(কানযুল উম্মাল ১৬ঃ ৬১১)

(২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার গৃহে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলো অতঃপর সে তাকে কষ্ট দেয়নি, তার উপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্যও দেয় নি তাহলে ঐ কন্যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। (মুসনাদে আহমেদ ১ঃ২২৩)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ঐ সন্তানদের পিতাকে ভালোবাসেন যিনি (অনেক কন্যা সন্তান থাকা সত্ত্বেও) ছওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করেন। (কানযুল উম্মাল ১৬ঃ৪৫০)

(৪) হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যার তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে, অতঃপর সে তাদের লালন পালনের ভার সহ্য করেছে এবং সামর্থ্যানুযায়ী তাদের পানাহার ও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করেছে, কিয়ামতের দিন ঐ কন্যারা তার জন্য, জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক ও বাধা হয়ে দাঁড়াবে। (ইবনে মাজাহ ঃ ২৬১)

৫। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কন্যা সন্তান হলো উত্তম সন্তান। কেননা তারা বিনয়ী মিষ্টভাষী, পিতা-মাতার সেবাকারিণী, স্নেহময়ী ও বরকতময়ী।

(ফেরদাউস ৪ঃ২৫৫)

৬। মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করলো, সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি ও সে এ রকম হবো। এ বলে তিনি স্বীয় আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে দেখালেন।

৭। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কোনো মহিলার কন্যা সান্তান জন্ম গ্রহণ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। উক্ত ফেরেশতা বরকত নিয়ে দ্রুত গতিতে দুনিয়াতে আগমন করেন এবং বলেন, এক দুর্বল (নারী) থেকে আরেক দুর্বল (নারী) জন্ম নিয়েছে। যে ব্যক্তি এ দুর্বলের প্রতিপালন করবে সে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্য প্রাপ্ত হবে। - (কানযুল উম্মাল ১৬ঃ৪৫০)

সালমান স্ত্রীর মুখ থেকে নিঃসৃত পবিত্র হাদীসগুলো মনোযোগ সহকারে শুনলো। এতে ফল এই দাঁড়ালো যে, মায়মুনার প্রতি তার যে রাগ ও গোস্বা ছিলো, যত ক্ষোভ ও আক্রোশ ছিলো সব পানির মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। ফলে মায়মুনাকে সে আগের মতোই ভালোবাসতে লাগলো।

এরপর মায়মুনার তৃতীয় সন্তানটিও কন্যা হিসেবে জন্ম নিলো। এতে সালমানের রাগ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। হিতাহিত জ্ঞান হারালো। ভুলে গেলো কন্যা সম্পর্কিত হাদীসের ফজিলতপূর্ণ বাণীগুলো। ফলে মুখে যা এলো, মায়মুনাকে লক্ষ্য করে তাই সে অবলীলায় বলে ফেললো।

আসলে আল্লাহ তা'আলা সালমান- মায়মুনার এ ঘটনার মাধ্যমে গোটা বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তাইতো দেখা যায় এরপর মায়মুনার চতুর্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সন্তানটিও মেয়ে হয়েই জন্ম গ্রহণ করে। ফলে সালমান তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। ধারণ করে অগ্নিমূর্তি। এক কালে যে সালমান স্ত্রী ছাড়া কিছুই বুঝতো না, যে তার স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালোবাসতো, আদর-স্নেহে সবসময় মাতিয়ে রাখতো সে সালমানই আজ নিদারুণ যন্ত্রণায় অতিষ্ট করে তুললো মায়মুনাকে। অত্যাচার নির্যাতন ও নির্মমতার স্টীম রোলার চালালো অসহায় এক নারীর উপর। শুধু তাই নয়, সে একথাও বলে ফেললো, যদি তুমি এরপর কন্যা সন্তান জন্ম দাও তবে তোমাকে তালাক দিয়ে ঘর থেকে লাঞ্ছিত বের করে দিবো।

মায়মুনা এখন নিরুপায়। অসহায়। সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপায়ে স্বামীকে বুঝাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। তার এ সান্ত্বনাবাণী কিছুক্ষণের জন্য সালমানের রাগকে প্রশমিত করলেও পরক্ষণেই তা আবার জেগে উঠতো। ফলে আবার শুরু হতো তিরস্কার, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা।

ধৈর্যের পাহাড় মায়মুনা নিরুপায় হয়ে স্বামীর এসব যাতনা চোখ বুঝে সয়ে যাচ্ছে। কোনো প্রতিবাদ করছে না। শুধু রাতের শেষাংশে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে দু'হাত উপরে তুলে কেঁদে কেঁদে বলছে, ওগো দয়ার সাগর! তুমি এ বান্দীর উপর অসংখ্য অগণিত করুণা করেছো। তোমার দয়া আর রহমত ছাড়া আমার পক্ষে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ওগো পরাক্রমশালী খোদা! তুমি তো আমার সব আশাই পূর্ণ করেছো। এবার আমার সর্বশেষ আশাটিও পূর্ণ করো। আমাকে মুক্তি দাও স্বামীর অত্যাচার থেকে। হয়তো পুত্র সন্তান দান করে; নয়তো অন্য কোনো উপায়ে। আমি কেবল স্বামীর নির্যাতন ও তিরস্কার থেকে নিষ্কৃতি চাই। অব্যাহতি চাই তার জুলুম থেকে। কিভাবে তুমি নিষ্কৃতি দিবে, কিভাবে তুমি আমার জীবনের সর্বশেষ আশাটি পূর্ণ করবে তা তুমিই ভালো জানো।

এভাবে বেশ কিছুদিন দোয়া করার পর আল্লাহপাক মায়মুনার আহবানে সাড়া দিলেন। তার দোয়াকে কবুল করলেন। তবে পুত্র সন্তন দানের মাধ্যমে নয়, অন্য উপায়ে' কুদরতের অপার কৌশলে।

একদিন রাতে সালমান ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ সে স্বপ্নে দেখছে-

কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে। হাশরের ময়দানে বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এক এক করে প্রতিটি মানুষ আল্লাহর সম্মুখে বিচারের কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হচ্ছে। আল্লাহপাক ফয়সালা শুনাচ্ছেন। কারো জন্য মহা আনন্দের স্থান জান্নাতের ফয়সালা। আবার কারো জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্থান জাহান্নামের ফয়সালা। এভাবে যেতে যেতে এক সময় সালমানের ডাক এলো। সে বিচারের কাঠগাড়ায় দাঁড়ালো। মহা ক্ষমতাশালী আল্লাহ তার ব্যাপারে ফয়সালা দিলেন। বললেন, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।

ফেরেশতারা নির্দেশ পালনের অপেক্ষায় ছিলো। আল্লাহর মুখ থেকে ফয়সালার বাণী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সালমানকে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নির দিয়ে নিয়ে চললো।

চলতে চলতে তারা যখন জাহান্নামের প্রথম দরজার সামনে গেলো তখন দেখলো, সালমানের প্রথম মেয়েটি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলছে, তোমরা আমার আব্বাকে জাহান্নামে ফেলতে পারবে না। তিনি আমাকে লালন পালন করেছেন, সুশিক্ষা দিয়েছেন, আদর স্নেহ দিয়ে বড় করে তুলেছেন।

মেয়েটির কথায় ফেরেশতারা সেখান থেকে চলে গেলো। এরপর সালমানকে নিয়ে জাহান্নামের দ্বিতীয় দরজার সামনে উপস্থিত হলো। সেখানে দেখা গেলো, দ্বিতীয় মেয়েটি আগেই সেখানে গিয়ে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বারবার ঐ কথাই বলছে, যে কথা বলে ছিলো প্রথম মেয়েটি। ফলে ফেরেশতাগণ সে দরজা দিয়েও সালমানকে জাহান্নামে ফেলতে পারলো না।

অতঃপর তারা তাকে নিয়ে পর্যায়ক্রমে জাহান্নামের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ দরজায় উপনীত হলো। কিন্তু সেখানেও ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ মেয়ের বাধার কারণে তাদের উদ্দেশ্য সফল হলো না।

সবশেষে ফেরেশতারা সালমানকে নিয়ে দোজখের সপ্তম দরজায় উপনীত হয়। কিন্তু সেখানে কোনো বাধা না থাকায় ফেরেশতারা সালমানকে দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে জাহান্নামের আগুনের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। এতে সালমান ঘুমের মধ্যেই আগুন আগুন বলে চিৎকার দিয়ে উঠে। তার এই চিৎকার এতোই বিকট ছিলো যে, ঘরের সকল মানুষ ঘুম থেকে জেগে উঠে। এমনকি বাড়ির আশে পাশের লোকজন পর্যন্ত বাড়িতে আগুন লেগেছে ভেবে দৌড়ে এসে জড়ো হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত লোকজন যখন দেখলো, বাড়ির কোথাও আগুনের চিহ্নমাত্র নেই, সালমান দুঃস্বপ্ন দেখে এভাবে চিৎকার করে উঠেছে, তখন তারা সবাই যার যার পথে চলে গেছে। মেয়েরাও শুয়ে পড়েছে যার যার বিছানায়।

এদিকে সালমানের চোখে পুনরায় ঘুম এলো না। সে অনেক চেষ্টা করেও দু'চোখের পাতা একত্রিত করতে পারলো না। অবশেষে মায়মুনার কাছে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বললো, প্রিয়তমা! তোমার সপ্তম সন্তানটিও কিন্তু মেয়েই জন্ম দিতে হবে।

স্বামীর কথায় স্ত্রী অবাক হলো। সে বললো, কেন? কি হয়েছে? যেখানে একটি পুত্র সন্তানের জন্য আপনি আমাকে কত তিরস্কার করেছেন, কত জুলুম

যেখানে যা আছে

নির্যাতন চালিয়েছেন, কত মারপিট করেছেন এখন আবার কি হলো যে, আপনি পুত্র সন্তানের কথা না বলে কন্যা সন্তানের আবদার করছেন।

স্ত্রীর কথায় সালমান তাকে আরো কাছে টেনে নিলো। তারপর স্বপ্নে দেখা পুরো ঘটনা তাকে বর্ণনা করে শোনালো। অতঃপর বললো, মায়মুনা! আমি না বুঝে তোমার উপর অনেক অত্যাচার করেছি। নির্যাতন চালিয়েছি। আমি চরম অপরাধী। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করে দাও।

মায়মুনা বললো, আমি জানতাম পুত্র লাভের অন্ধ প্রত্যাশায় আপনি এরূপ করছেন। আমার বিশ্বাস ছিলো, একদিন আপনার এ ভুল ভাঙ্গবেই। এজন্য আমি অনেক চোখের পানি ফেলেছি। কায়মনোবাক্যে খোদার দরবারে প্রার্থনা জানিয়েছি। আল্লাহর হাজার শোকর যে, তিনি আমার মতো এক অধম বান্দীর দোয়া কবুল করেছেন। স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি আপনাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছেন। এবার বুঝতে পেরেছেন তো, কন্যা সন্তানের মূল্য? দেখলেন তো, কন্যা সন্তান কী কাজে আসে?

সালমান বললো, হ্যাঁ বুঝেছি, দেখেছি। আমার এ ভুল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য আমিও মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আলোচ্য ঘটনা ও বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে আমরা এ শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারি যে, কন্যা সন্তান জন্ম হলে কিছুতেই নাখোশ কিংবা নারাজ হওয়া উচিত নয়। বরং কন্যা সন্তানকে মহাপরাক্রমশালী রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ফজিলত লাভের একটি বিশেষ অসিলা মনে করে আনন্দিত হওয়া প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। আর লালন পালনের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের মাঝে পার্থক্য করা, দু চোখা নীতি অবলম্বন কখনোই সমীচীন নয়। হাদীসের বর্ণিত অসংখ্য মর্যাদা ও নেয়ামত লাভের আশায় ছেলের তুলনায় মেয়ের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করো। আমীন।

www.smfoundationbd.com

২

২০৬

দুনিয়ার বেহেশত : লাভ হবে যেভাবে

ভোরের স্নিগ্ধ হওয়া বইছে। পূর্ব আকাশ রাঙ্গা করে উঁকি দিয়েছে অরুণ আলো। গোটা পৃথিবী নতুন জীবন লাভ করলো যেন। প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যের হাতছানি, গাছে গাছে পাখির মিষ্টি কলতান যে কোনো মানুষের ভালো লাগারই কথা। কিন্তু খালেদার আজ কিছুই ভালো লাগছে না।

খালেদা বিশ বাইশ বছরের যুবতী। দেখতে শুনতেও খুব একটা খারাপ নয়। মুখখানা ততটা আকর্ষণীয় না হলেও দেহের অপূর্ব গঠন যে কোনো দর্শককে মুগ্ধ করে।

ছয় বছর আগে এক সুশ্রী যুবকের সাথে খালেদার বিয়ে হয়। কয়েক বছর স্বামী স্ত্রীর মাঝে খুব মহব্বত ছিল। একজন অপরজনকে ছাড়া কিছুই কল্পনা করতে পারতো না। দু'বছরের মাথায় খালেদার কোল আলোকিত করে একটি ছেলে সন্তান জন্ম নেয়। ছেলেটি খুবই সুন্দর ও ফুটফুটে। খালেদা তার প্রিয়তম স্বামীর সাথে পরামর্শ করে ছেলেটির নাম রাখে সাইফুল ইসলাম শিহাব।

খালেদার স্বামীর নাম মনজুরুল ইসলাম শিবলী। সবাই তাকে শিবলী বলেই ডাকতো। শিহাবের বয়স দু'বছর হওয়া পর্যন্ত খালেদা-শিবলীর সম্পর্ক অত্যন্ত মধুময় ছিল। শিবলী একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বাড়ির পার্শ্ববর্তী মার্কেটেই তার বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়িক কাজে সে সারাদিন ব্যস্ত থাকলেও এরই মাঝে প্রত্যহ দুই তিন বার খালেদাকে না দেখে সে থাকতে পারে না। শিবলী যখন কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করে

www.smfoundationbd.com

বলতো, তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল রেখো, আমি বাসা থেকে আসছি, তখন তারা একথাই বুঝতো যে, খালেদা ভাবীর টানেই তিনি বাসার দিকে চলছেন। মোটকথা, তাদের এই সুসম্পর্কের বিষয়টি ইতোমধ্যেই অনেকে জেনে ফেলেছিল।

কিন্তু আজ দু'বছর যাবত ক্রমেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। দিন যতই যাচ্ছে সম্পর্কে ততই ফাটল ধরছে। অবনতি ঘটছে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার। আর এজন্যেই খালেদার মন ভালো নেই। স্বামী-স্ত্রীর এই সুখময় সম্পর্কের মাঝে কিভাবে, কি কারণে চির ধরলো, কেনই বা স্বামী তাকে আগের মতো ভালবাসে না; হৃদয়ের গভীর থেকে প্রেম বিনিময় করে না, এসব চিন্তায়ই সর্বদা ডুবে থাকে খালেদা।

সুন্দর বনের অদূরবর্তী একটি গ্রামে শিবলী-খালেদা বসবাস করে। একদিন খালেদা শুনতে পেলো সুন্দরবন এলাকায় একটি ছোট পাহাড়ের পাদদেশে একজন দরবেশ থাকেন। এই দরবেশ নাকি খুবই কামেল লোক। দুনিয়ার ধন সম্পদ ও টাকা পয়সার প্রতি মোটেই কোনো আগ্রহ নেই। আল্লাহর ইবাদত ও সৃষ্টির সেবা এ দুয়ের মাঝেই অতিবাহিত হয় তার গোটা সময়। সৃষ্টির সেবা করে তিনি হৃদয়ে অনুভব করেন এক পরম শান্তি। এই দরবেশের প্রশংসা এক এক করে অনেকের মুখেই শুনতে পায় খালেদা।

লোকজনের মুখে দরবেশের প্রশংসা শুনে তার প্রতি খালেদার সৃষ্টি হয় এক অগাধ ভক্তি। মনে মনে ভাবে- দরবেশ তো মানুষের উপকারের মাঝেই শান্তি খুঁজে পান। বর্তমানে শিহাবের পিতার সাথে আমার যে টানপড়েন অবস্থা, সম্পর্কের যে ক্রম অবনতি- এমতাবস্থায় দরবেশের কাছ থেকে একটি তাবিজ আনলে তো মন্দ হয় না। তিনি বুযুর্গ মানুষ। তাঁর দেওয়া তাবিজ ব্যবহার করলে আমাদের দাম্পত্য জীবনে আবারো ফিরে আসবে শান্তি-সুখ ও সমৃদ্ধি। ফিরে আসবে মধুময় জীবন।

কথাটি চিন্তা করতেই খালেদার মন খুশিতে ভরে উঠে। চেহারায় ফুটে উঠে আনন্দ উছ্বাস। তাই কালক্ষেপণ না করে ঠিকানা নিয়ে সে দ্রুত হাজির হয় দরবেশের খানকায়। দরবেশ তখন একটি কাজে মশগুল ছিলেন। একটি মেয়েকে খানকায় প্রবেশ করতে দেখে তিনি তাকে হাতের ইশারায় পর্দার আড়ালে যেতে বললেন। তারপর অত্যন্ত দরদ মিশ্রিত কণ্ঠে

যেখানে যা আছে

প্রশ্ন করলেন-

ঃ মা! এখানে কেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছো? সঙ্গে কোনো মাহরাম[২] আছে?

ঃ না, কোনো মাহরাম নেই। আমি একাই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি।

ঃ এখন তুমি চলে যাও। পরবর্তীতে কোন মাহরাম পুরুষকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। তখন তোমার সব কথাই আমি শুনবো।

ঃ হুজুর! আমি একটি অসহায় মেয়ে। আমাকে আপনি তাড়িয়ে দিবেন না। মাহরাম পুরুষদের মধ্যে আমার আব্বা ও ভাই আছেন। তারা দেশের বাড়িতে থাকেন। আমাদের বাড়ি রাঙ্গামাটি জেলায়। এতদূর থেকে আব্বা কিংবা ভাইকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

ঃ তোমার কি স্বামী নেই?

ঃ হ্যাঁ, আছে।

ঃ তার সঙ্গে এসো।

ঃ সেটাও সম্ভব নয়।

ঃ কেন?

ঃ আমি আপনার নিকট যা বলতে চাই, তা আমার স্বামী সম্পর্কেই। সুতরাং তার ব্যাপারে তার সামনেই কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি?

ঃ ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি। এবার তাহলে যা বলার সংক্ষেপে বলে ফেলো।

ঃ হযরত! আমার বিয়ে হয়েছে আজ ছয় বছর। আমার চার বছরের একটি ছেলে আছে। স্বামীর নাম মনজুরুল ইসলাম শিবলী। তিনি একজন নামকরা ব্যবসায়ী। অঢেল টাকা পয়সার মালিক। বিয়ের পর প্রায় চার বছর পর্যন্ত আমাদের দাম্পত্য জীবন খুব সুখেই কাটছিলো। তখন কারো মাঝেই আন্তরিকতা ও মহব্বতের কোনো কমতি ছিলো না। তিনি আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। আমিও তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালো-বাসতাম ও পছন্দ করতাম। কিন্তু প্রায় দু'বছর আগে হঠাৎ করেই আমাদের ভালোবাসায় ফাটল ধরে। তিনি এখন বাইরে থেকে এসে আগের মতো

২. যাদের সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম তাদেরকে মাহরাম বলে।

www.smfoundationbd.com

আমাকে ভালোবাসা দিতে চান না। প্রেম বিনিময় করেন না। প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেন না। খানা পেশ করলে খুশির সাথে গ্রহণ করেন না। সর্বদা আমাকে এড়িয়ে চলতে চান। আমি দূরে থাকি, তার কাছে না আসি, এই যেন তার পছন্দ। অথচ আগে আমাকে কয়েক ঘন্টা না দেখে থাকতে পারতেন না। আমাকে নিয়ে একত্রে এক প্লেটে খানা খেতেন।

হুজুর! আমার স্বামীর মেজাজ এখন খিটখিটে হয়ে গেছে। আগে দোকান থেকে বাসায় এসেই খালেদা, খালেদা করে ডেকে সারা বাড়ি মাতিয়ে তুলতেন; আর এখন এসে একা একা শুয়ে কি যেন চিন্তা করেন। জিজ্ঞাসা করলেও কোনো উত্তর দেন না। এমতাবস্থায় আমার হৃদয়ে কেবল এ ধারণাই বদ্ধমূল হচ্ছে যে, তিনি অন্য কোনো মেয়ের প্রেমে আবদ্ধ হয়েছেন। তাই সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকে। হুজুর! আমি আপনার নিকট এ উদ্দেশ্যেই এসেছি যে, আপনি দয়া করে আমাকে একটি তাবিজ দিবেন যার অসিলায় আমার স্বামী আগের মতো আমাকে ভালোবাসবে, তার হৃদয় জগতে খালেদা নামের মেয়েটিই কেবল সর্বদা বিচরণ করবে।

দরবেশ সাহেব অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে মেয়েটির কথা শুনলেন। তারপর ক্ষণকাল চুপ থেকে বললেন-

তোমার স্বামী একজন যুবক ছেলে। আর কোনো যুবক যখন মানসিকভাবে পেরেশান থাকে তখনই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয়, তোমার স্বামী যখন দোকানের বিভিন্ন ঝামেলা সহ্য করে একটু সুখের আশায় তোমার নিকট আসে তখন হয়ত তোমার কাছ থেকে তা পায় না। যা হোক, তোমার কাজটা খুবই কঠিন যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি এখন যেতে পারো।

দরবেশের কথায় খালেদা আর্তনাদ করে উঠলো। সে কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল, হুজুর! আমি একজন মেয়ে মানুষ হয়ে এতদূর থেকে এতো কষ্ট করে আপনার নিকট চলে এলাম আর আপনি আমাকে হতাশ করে ফিরিয়ে দিবেন? হুজুর! আমার প্রতি একটু দয়া করুন। মেহেরবানী করে আমাকে এমন একটি উপায় বাতলে দিন যদ্বারা আমাদের জীবনে আবারো বইতে থাকবে শান্তি সুখের ফল্গুধারা।

যেখানে যা আছে

দরবেশ বললেন, বললাম তো, ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন। আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

খালেদা কাকুতি মিনতি করে পূর্বের কথাগুলো পুনরায় উত্থাপন করলো। সে বারবার দরবেশকে বুঝাতে চাইলো, যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে হলেও স্বামীর পূর্ববৎ ভালোবাসা সে চায়-ই।

এবার দরবেশ বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি তিনদিন পরে এসো। তিন দিনের মধ্যে আমি তোমার জন্য একটি ব্যবস্থা করে রাখবো।

দরবেশের কথায় খালেদার আনন্দ যেন আর ধরে না। সে উৎফুল্ল হৃদয়ে বাড়ি চলে গেলো। তারপর অপেক্ষা করতে থাকলো তিন দিন শেষ হওয়ার।

কথায় বলে, অপেক্ষা মৃত্যুর চেয়েও শ্রেয়। অপেক্ষার সময় অনেক দীর্ঘ মনে হয়। খালেদার বেলায়ও তা-ই হলো। তার কাছে তিনদিন যেন তিন বছর মনে হলো। তার মন বলছিলো, বৈজ্ঞানিক কোনো উপায় অবলম্বন করে তিনদিনকে যদি কমিয়ে একদিনে আনা যেতো, তবে যে কোনো মূল্যে সে তা-ই করতো। যা হোক অবশেষে তিনদিন পর খালেদা পুনরায় দরবেশের দরবারে উপস্থিত হলো।

এবার দরবেশকে কিছুটা পেরেশান ও হতাশাগ্রস্থ মনে হলো। তিনি খালেদাকে পূর্বের ন্যায় পর্দার আড়ালে যেতে বলে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন-

ঃ তোমাকে একটি তাবিজ দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তোমার তাবিজখানা এ কয়দিনে নিশ্চিত তৈরি হয়ে যেতো, তবে.....।

তবে বলে দরবেশ সাহেব ইচ্ছে করেই মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেলেন। বুঝতে চাইলেন মেয়েটির আগ্রহ উদ্দীপনার অবস্থা।

ঃ তবে কি? খালেদা ব্যস্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো।

ঃ এই তাবিজ তৈরি করতে যেসব জিনিসের প্রয়োজন তার সবগুলোই আমি সংগ্রহ করেছি। কিন্তু একটি জিনিস সংগ্রহ করতে পারিনি। আর পারবো বলেও মনে হয় না। দরবেশ স্থির অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

www.smfoundationbd.com

ঃ যে কোনো উপায়ে আমি এ জিনিস আপনাকে সংগ্রহ করে দিবো। আপনি শুধু বলুন সে জিনিসটি কী?

ঃ একটি গোঁফ মাত্র। তবে তা মানুষের গোঁফ নয়, সিংহের গোঁফ। তাও আবার মৃত সিংহের নয়, জীবিত সিংহের। যদি তুমি জীবিত সিংহের একটি গোঁফ আমাকে এনে দিতে পারো, তাহলে তোমার কাজ হয়ে যাবে।

ঃ সিংহের গোঁফ! তাও আবার জীবিত!! আমার পক্ষে তা কি করে সম্ভব? খালেদা চরম বিস্ময় নিয়ে বলল।

ঃ সম্ভব না হলে তাবিজও পাবে না। তোমার তাজিব এ ছাড়া হবেই না। তোমার যদি তাবিজ এত বেশি দরকার হয় তাহলে জীবিত সিংহের গোঁফ লাগবেই। আর যদি মনে করো, তাবিজের প্রয়োজন নেই, তবে কষ্ট করে গোঁফ সংগ্রহ করারও কোনো দরকার নেই। এ বলে দরবেশ অন্যমনস্ক হয়ে আপন কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

দরবেশেরে এ শক্ত কথায় খালেদার সব আশা যেন মুহূর্তে মাটি হয়ে গেলো। চেহারায় ফুটে উঠল চরম বিষন্নতা। এ মুহূর্তে সে কী করবে কিছুই বুঝতে পারলো না। অবশেষে খানিক পরে বাসায় ফিরার প্রাক্কালে দরবেশকে আবারো সে বললো-

ঃ তবে কি সিংহের গোঁফ ছাড়া তাবিজ হবেই না?

ঃ না, হবে না। আমার একটাই কথা। তাবিজ চাইলে গোঁফ লাগবেই।

খালেদা আর কথা বাড়ালো না। সে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে উদাস মনে বাসায় ফিরে এলো। তারপর দিনরাত কেবল একই চিন্তায় মগ্ন থাকলো- কিভাবে, কি উপায়ে জীবিত সিংহের গোঁফ আনা যায়।

বেশ কিছুদিন চিন্তা-ভাবনা করার পর তার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। সে ভাবলো, এমনি তো সিংহের সামনে গেলে জীবন নিয়ে পালিয়ে আসার এক ভাগও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আদর যত্ন করে, তার রুচি মতো খাবার খাওয়ায়ে মন জয় করার পরে তো এক সময় তার সামনে যাওয়া যেতে পারে। আর কোনো রকম একবার কিছুক্ষণের জন্য যেতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে।

এই চিন্তা মাথায় আসার পর থেকেই খালেদা রাতের অপেক্ষায়

থাকলো। যখন রাত গভীর হলো এবং স্বামীও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো তখন সে থালার মধ্যে কিছু কাঁচা গোশত নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ঘর থেকে একটু দূরেই সুন্দরবন। সে ধীরে ধীরে বনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। তাবিজ প্রাপ্তির অদম্য আগ্রহ তাকে সবকিছু ভুলিয়ে দিলো। ভুলিয়ে দিলো একথাও যে, সে একজন নারী; তার পক্ষে গভীর রাতে একাকী পথ চলা নিরাপদ নয়।

খালেদা এখন নির্ভীক। তথাপি কিছুটা ভয় যে তার লাগেনি তা নয়। যেতে যেতে সে এমন এক জায়গায় গেলো যেখানে সিংহ থাকে। সেখানে গিয়ে গোশতগুলো রেখে সুউচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে বললো-

হে বনের রাজা! তোমার জন্য খানা নিয়ে এসেছি, খেয়ে যাও।

খালেদার এ আহবানে কোনো সিংহ সাড়া দিলো না। একই আহবান সে আরো কয়েকবার জানালো। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ না হওয়ায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বাসায় ফিরে এলো।

পরদিন রাতে আবারো সে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলো। এভাবে একাধারে বেশ কয়েকদিন যাওয়ার পর সিংহও আস্তে আস্তে গুহা থেকে বের হয়ে মজা করে গোশত খেতে লাগলো।

খালেদা এখন খুশি। সে ভাবলো, সিংহকে যখন গোশতের লোভ দেখিয়ে প্রতি রাতেই গুহা থেকে বের করে আনতে পেরেছি, তখন একদিন না একদিন তাঁর কাছেও পৌঁছতে পারবো। তাই সে প্রত্যহ এক পা দু পা করে ভয়ে ভয়ে সিংহের নিকটবর্তী হতে লাগলো। সিংহকে দেখে যদিও তার বুক দুরু দুরু করতো, এমনকি কোনো কোনো সময় অধিক ভয় পেয়ে দ্রুত বাসায় চলে আসতো, তবুও সে সিংহের নিকটে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখলো। এভাবে সময় যেতে যেতে একদিন অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তার মন থেকে সিংহের ভয় একদম দূরীভূত হয়ে গেলো।

এক রাতের ঘটনা। খালেদা গোশত নিয়ে সিংহের গুহার সামনে উপস্থিত। তার আগমন টের পেয়ে সিংহ তার গুহা থেকে বের হতে না হতেই খালেদা গোশতের পাত্রটি সিংহের সম্মুখে রেখে দিলো। তখন সিংহ মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে অনুগত পশুর মতোই মাথা নিচু করে খেতে শুরু করলো। এবার খালেদা দেহের সমস্ত সাহস একত্রে সঞ্চয় করে

সিংহের একেবারে কাছে গেলো। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো। কিন্তু সিংহ কোনো সাড়া শব্দ করলো না। এতে খালেদার মনে আরো সাহস সঞ্চয় হলো। বললো, হে জঙ্গলের বাদশাহ! আমার শুধু তোমার একটি গোঁফ দরকার। একথা বলে সিংহের একটি গোঁফ ধরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে টান মেরে তা ছিড়ে ফেললো। কিন্তু এবারও সিংহ কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো না। সুবোধ বালকের মতোই চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এতদিন যাবত খালেদার আদর-যত্ন ও খাবার খেয়ে বনের সিংহটি যেন একেবারেই বশীভূত হয়ে গেল। সে যে একটি হিংস্র প্রাণী-বনের রাজা একথাও যেন বেমালুম ভুলে গেলো।

খালেদার আনন্দ আর ধরে না। সে সিংহের গোঁফ সংগ্রহ করে অতি দ্রুত বাসায় ফিরে এলো। তারপর ভোরের অপেক্ষায় অবশিষ্ট রাতটি ছটফট করে কাটালো।

সকালে সে দৌড়ে গিয়ে দরবেশের কাছে উপস্থিত হলো। আনন্দের আতিশয্যে দূর থেকেই চিৎকার করে বলতে লাগলো- পেয়ে গেছি। সিংহের গোঁফ পেয়ে গেছি। এখন আপনার কথামতো আমাকে তাবিজ বানিয়ে দিন। যাতে করে আমার স্বামী আগের মতো আমাকে ভালবাসে। প্রেম-প্রীতি ও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে।

দরবেশ বললেন, কই সিংহের গোঁফ? দাও তো দেখি।

খালেদা সিংহের গোঁফটি দরবেশের হাতে দেয়। দরবেশ উহাকে পরীক্ষা করে। নেড়ে চেড়ে দেখতে থাকে। যখন তার বিশ্বাস হলো, সত্যিই উহা জীবিত সিংহের গোঁফ, তখনই গোঁফখানা তিনি পার্শ্বের একখানা জ্বলন্ত চুলোয় নিক্ষেপ করে পুড়ে ছাই করে ফেললেন।

অবস্থা দৃষ্টে খালেদা হতবাক। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো জ্বলন্ত চুলোর দিকে। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে সুউচ্চ কণ্ঠে বললো- আরে দরবেশ সাহেব! এ কি করলেন আপনি? আমার এতদিনের সাধনার ফসলকে মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই করে দিলেন? এ একখানা চুলের জন্য কত ঘুম আমার নষ্ট হয়েছে, কত টাকা আমার খরচ হয়েছে, কত আরাম আমার হারাম হয়েছে। আর আপনি কিনা এ চুলটিকে আগুনে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এ বলে খালেদা দরবেশের দিকে এমন

যেখানে যা আছে

দৃষ্টিতে তাকালো, যেনো দরবেশের সুস্থ চিন্তা ও বুদ্ধি নিয়ে তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু দরবেশ সাহেব এসবের কোনো পাত্তা না দিয়ে সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ আচ্ছা মা! বল তো দেখি এ অসম্ভব কাজটি কেমন করে তুমি সম্ভব করলে?

ঃ শুনবেন? শুনতে চান সেই কাহিনী? খালেদা রাগে কাঁপতে কাঁপতে কথাগুলো বললো।

ঃ হ্যাঁ, শুনবো। বলো তোমার চেষ্টা-সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কাহিনী।

খালেদা বলতে লাগলো, প্রতি রাতে আমার স্বামী ঘুমিয়ে যাওয়ার পর আমি নিঃশব্দে উঠে জীবন বাজি রেখে নিকটবর্তী জঙ্গলে চলে যেতাম। সাথে নিতাম সিংহের জন্য খাবার। এভাবে একদিন দুদিন নয়, দীর্ঘ ছয় মাস সিংহকে খাবার খাওয়ালাম। প্রতি রাতেই এক পা দু'পা করে সিংহের দিকে এগুতাম। এরূপ এগুতে এগুতে একদিন আমি সিংহের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাহস পেলাম তার মাথায় হাত বুলানোর। সেই সঙ্গে তুলে নিলাম একখানা গোঁফ। এভাবেই আমি আমার সাধনায় জয়ী হলাম। দরবেশ সাহেব! এত কষ্ট স্বীকার করে যে গোঁফখানা আমি সংগ্রহ করলাম, ক্ষণিকের মধ্যে আপনি সে গোঁফখানা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিলেন? জনাব! আপনি যদি জানতেন এটি সংগ্রহের পিছনে আমার কত শ্রম-সাধনা ব্যয় হয়েছে তবে কখনোই আপনি এমনটি করতে পারতেন না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এখন আমার তাবিজ তৈরি কিভাবে হবে?

দরবেশ মেয়েটির বলে যাওয়া কথাগুলো কান পেতে শুনলেন। তারপর অত্যন্ত মমতা মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন-

ঃ সত্যি তুমি অনেক মেহনত করেছো মা।

ঃ মেহনত তো করেছি। কিন্তু আপনি তো আমার সকল মেহনতকে মাটি করে দিলেন।

ঃ না, আমি তোমার মেহনতকে নষ্ট করিনি। আমি যা করেছি বিলকুল ঠিক করেছি।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

ঃ তবে কি আপনি আমার সাথে উপহাস করছেন?

ঃ না, তাও নয়। এ গোঁফের কোনো প্রয়োজন নেই।

ঃ তবে আমার তাবিজ?

ঃ তোমার তাবিজ তো তৈরি হয়ে গেছে।

ঃ কি বললেন তাবিজ তৈরি হয়ে গেছে?

ঃ হ্যাঁ, তৈরি হয়ে গেছে। অর্থ্যাৎ তাবিজ তৈরির দ্বারা আমার যে উদ্দেশ্য ছিল তা হাসিল হয়ে গেছে।

ঃ আপনার কথাগুলো রহস্যময় মনে হচ্ছে।

ঃ না, এখানে রহস্যের কিছুই নেই। আমি যা বলতে চাই তা খুবই পরিস্কার কথা।

ঃ আপনি কি বলতে চান বা কি বুঝাতে চান তা একটু খুলে বলুন তো। এতক্ষণে খালেদার কণ্ঠ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

ঃ আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।

ঃ করুন।

ঃ আচ্ছা বলতো, বনের হিংস্র প্রাণী সিংহ বেশি ভয়ঙ্কর, না তোমার স্বামী শিবলী বেশি ভয়ঙ্কর?

ঃ আমার স্বামী তো মানুষ। সিংহের হিংস্রতার সাথে মানুষের কোনো তুলনা হয় নাকি?

ঃ তাহলে তুমি স্বীকার করছো যে, তোমার স্বামী কোনো অবস্থাতেই হিংস্র জানোয়ারের ন্যায় ভয়ঙ্কর, বর্বর ও পাষণ্ড নয়।

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তবে তুমিই বলো, একটি ভয়ঙ্কর বন্য প্রাণীকে যদি আদর-যত্ন করে মায়া-মমতা দিয়ে বশে আনা যায়, তবে তোমার স্বামী যিনি এক সময় তোমাকে প্রাণ ভরে ভালোবাসতেন, আন্তরিকভাবে মহব্বত করতেন সাময়িকভাবে কোনো কারণে যদি তার সেই ভালোবাসার মাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়, তবে কি তাকে প্রেম ভালোবাসার ডোরে আবদ্ধ করে, মনমতো চলে, সেবা-যত্ন করে পূর্বের ন্যায় বশে আনা যায় না? এটা কি বনের পশুকে

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

বাগে আনার চাইতেও কঠিন কাজ? যাও, এক্ষুণি বাসায় গিয়ে স্বামীর সাথে ভালো ব্যবহার করো। তার মেজাজ বুঝে চলো। স্বামী বাইরে থেকে এলে হাসিমুখে সালাম দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাও। শরিয়তের গণ্ডির ভিতর থেকে সাজগোজ করে পরিপাটি হয়ে থাকো। হৃদয়ের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে তার খেদমত করো। সম্মানজনক আচরণ করো। অযথা তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে নিজের ক্ষতি করো না। মনে রেখো, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর উদাসীনতা এবং অমনোযোগীতাই স্বামীকে অনেক সময় বিপদগামী করে। সুতরাং তার প্রতি যত্নশীলা হও। সে বৈধ যা চায় তাই তাকে দিতে চেষ্টা করো। হঠকারিতা আর আত্মঅভিমান করে তার থেকে বিমুখ হয়ে থেকো না। এতে বরং তোমারই ক্ষতি হবে। আরো মনে রেখো, স্বামীর মন বুঝে যদি চলতে পারো, তবে তোমার ঘর খানা দুনিয়াতেই বেহেশতের টুকরোয় পরিণত হবে।

দরবেশের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর খালেদা বললো, হুজুর! আপনি আমার অন্তর চক্ষু খুলে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেটি জন্ম গ্রহণ করার পর আমি স্বামীর প্রতি একেবারেই উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম। তার মনোতুষ্টির পরোয়া করতাম না। নিজের মনমতো চলতাম। আর এ কারণেই বোধ হয় তিনি আমার থেকে ধীরে ধীরে অনেক দূরে চলে গিয়েছেন। দোয়া করবেন হুজুর, আমি যেন আপনার কথা মেনে চলতে পারি, আবার যেনো ফিরে আসে আগের সেই সোনালী দাম্পত্য জীবন।

ঃ হ্যাঁ মা, আমি অবশ্যই দোয়া করবো। আল্লাহ তোমার সহায় হোন। হেফাজত করুন সকল অনিষ্ট থেকে।

সেদিন থেকে খালেদা স্বামীর সেবায় বিশেষভাবে মনোযোগী হলো। তার কথা মতো চলতে লাগলো। স্বামী অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত রইলো। অহেতুক সন্দেহ মন থেকে বাদ দিলো। দিনের বেলায় সাধারণ সাজসজ্জা ছাড়াও রাত্রিকালে বিছানায় যাওয়ার পূর্বে খুব ভাল করে পরিপাটি হয়ে নববধূর বেশ ধারণ করে স্বামীর সঙ্গ দিতে লাগলো। এতে মাস খানেকের মধ্যেই ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, স্বামী এখন তাকে পূর্বের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভালোবাসতে লাগলো। সৃষ্টি হলো আগের চেয়ে বহুগুণ বেশি হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা।

www.smfoundationbd.com

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! আলোচ্য ঘটনার কিছু কিছু অংশের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ প্রশ্ন কেবল আপনাদের পক্ষ থেকেই নয়, আমার পক্ষ থেকেও। অর্থাৎ একজন নারীর পক্ষে এরূপ দুঃসাহসিক কাজ প্রায় অসম্ভব। তাই এর সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ঘটনার অবশিষ্ট অংশ কিন্তু অবিশ্বাস্য কিংবা অসম্ভব কোনটাই নয়। কারণ একজন স্ত্রী যদি সত্যিকার অর্থেই আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে স্বামীর সেবা ও সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হয় তবে স্বামী সুপথে ফিরে আসবেই। একদিন না একদিন তার ভুল ভাঙ্গবেই। তাই মা-বোনদের বলছি, আসুন- শাসন করে নয় প্রেম-ভালোবাসা ও সেবার মাধ্যমে স্বামীর মন খুশি করে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি, মজবুত করি প্রেম-প্রীতি ও মহব্বতের বন্ধন। ওগো খোদা! তুমি আমাদের তাওফীক দাও। আমীন।

স্মরণীয় বাণী

❋ আমি উসমান (রা.) থেকে এ উপদেশ লাভ করেছি যে, নিজের জীবন দিয়ে হলেও ইসলামের গৌরব রক্ষা করতে হবে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এ উপদেশ লাভ করেছি যে, মিথ্যা দোষারোপের পরওয়া না করে নিজের চরিত্রকে পবিত্র রাখতে হবে। আর হযরত আলী (রা.) থেকে আমি এ উপদেশ লাভ করেছি যে, মতবিরোধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু মতবিরোধ বা যুদ্ধের কারণে যার যে মর্যাদা আছে তা ক্ষুন্ন করা যাবে না।

- হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

❋ গরীব-মিছকিন কে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। এদের সেবা করে গর্ববোধ করা উচিত।

- হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)

সহায়তায় ঃ মাসিক আল আশরাফ, অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা।

www.smfoundationbd.com

বুদ্ধিমতি মেয়ে

গভীর রাত। গোটা পৃথিবী সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। মৃদুমন্দ বাতাসে গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে। চারিদিকে একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। আকাশে মেঘ জমাট বেধে রয়েছে। এই বুঝি আকাশটা ভেঙ্গে বৃষ্টি নামবে।

হালিমা জেগে ছিলো। নিজের কয়েকটা জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তখনো সে বিছানায় পিঠ লাগাতে পারেনি। হালিমার বয়স বার। সে কৈশোরেই পিতা-মাতাকে হারিয়ে দাদির স্নেহের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। আরো কিছু কাজ করার পর ঘরের মেঝেতেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

হালিমাকে তার দাদি অত্যধিক আদর করতেন। রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর তিনি হালিমার রুমে গিয়ে দেখলেন, সে বিছানায় নেই। মেঝেতে চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে আছে। দরজা খোলা। ভিতরের দিক থেকে ছিটকিনিও লাগানো হয় নি। তাকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে ভাবলেন, ছোট মানুষ কাজ করতে করতে কখন যে ঘুমের সাগরে হারিয়ে গেছে টের পায়নি। আর বাস্তবতাও ছিল তা-ই।

হালিমা ঘুমিয়ে পড়ার পর একটি ঘটনা ঘটে গেছে। যা এ যাবত কেউ জানতে পারে নি। ঘটনা হলো, আজ রাতে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক চোর হালিমাদের বাসায় চুরি করতে এসেছিল। সে অতি সন্তর্পণে হালিমার রুমের সামনে এসে যখন দেখল, দরজা খোলা অবস্থায় একটি ছোট মেয়ে ঘুমিয়ে আছে তখন সে আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করে খাটের নিচে লুকিয়ে রইল। তার উদ্দেশ্য হলো, কিছুক্ষণ পর যখন সে নিশ্চিত হবে মেয়েটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ধরা পড়ার কোনো আশঙ্কা নেই তখন সে মূল্যবান মাল-ছামানা নিয়ে উধাও হয়ে যাবে। এ চিন্তা নিয়েই সে অপেক্ষার প্রহর গুণতে লাগলো। এদিকে হালিমার দাদি হালিমাকে ডাকলেন। বললেন,

www.smfoundationbd.com

হালিমা! উঠো। বিছানায় চলো। সারারাত মেঝেতে শুয়ে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। তোমার বাকি কাজ কাল সকালে শেষ করতে পারবে।

হালিমা উঠলো। ধীরে ধীরে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাতির মিটিমিটি আলোয় অপর খাটের নিচে লুকিয়ে থাকা এক চোরের পা দেখতে পেয়ে খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। সে ভাবলো, এ চোর কখন ভিতরে প্রবেশ করলো? পরক্ষণেই তার মনে হলো কাজ করতে গিয়ে মাঝে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর তখনই চোর বেটা.....।

হালিমার বয়স কম হলেও সে ছিলো বেশ বুদ্ধিমতি। তাই সে চোরের পা দেখতে পেয়ে ভীষণ ভয় পেলেও তা প্রকাশ না করে একটি উপস্থিত কৌশল অবলম্বন করলো। সে দাদিকে বললো, দাদি!

দাদি উত্তর দেওয়ার আগেই সে আবার বললো, সম্ভবত রান্নাঘরে বিড়াল ঢুকেছে। চলুন দাদি আমরা বিড়াল তাড়িয়ে আসি, নইলে ভাত তরকারী সব নষ্ট করে ফেলবে।

এ বলে হালিমা দাদির হাত ধরে দ্রুত রুমের বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলো। এরপর সে দাদীকে আসল ঘটনা জানিয়ে আশে পাশের লোকজন ডাকতে লাগলো। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যে জড়ো হয়ে গেলো প্রচুর সংখ্যক লোক।

হালিমা ও তার দাদিকে ভীত বিহ্বল দেখে লোকজন কারণ জানতে চাইলো। হালিমা সব কথা খুলে বললো। এবার লোকেরা দরজা খুলেই দেখলো, চোর বেচারা অসহায়ের মতো এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু আর যায় কোথায়? তারা চোরকে পাকড়াও করে ইচ্ছামতো উত্তম-মাধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করলো। সেই সঙ্গে সকলের মুখে শোনা গেলো বুদ্ধিমতি হালিমার উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসী ভূমিকার প্রশংসা।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! এ ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা শুধু পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মেয়েদের দ্বারাও অনেক সময় অনেক দুঃসাহসী ও বুদ্ধিবৃত্তিক মহৎ কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে। আল্লাহপাক সকল মা বোনকে অনুরূপ সৎসাহস দান করুন। আমীন।[১]

---

১. সূত্র ঃ রৌশন সেতারে, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে।

www.smfoundationbd.com

৪

২০৮

এক অকুতোভয় মুসলিম তরুণীর সাহসিকতা

সাঈদা। এক মুসলিম তরুণী। বয়স ষোল। তার একমাত্র ভাই আফযাল হোসাইন। আফযাল বড়। সাঈদা ছোট। একই পরিবারে দু'জন বড় হলেও মন মানসিকতা ও চিন্তা চেতনার দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে ছিলো বিস্তর ফারাক। সাঈদা ছিল আল্লাহ -রাসূল ও দীন আখেরাতে বিশ্বাসী। কিন্তু আফযাল ছিল কট্টর কমিউনিস্ট। তার নামটি তাকে মুসলিম পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে সে ইসলামি আক্বীদা ও মতাদর্শে মোটেও বিশ্বাসী ছিলো না। শুধু তাই নয়, রাশিয়ান লাল বিপ্লব আফগানিস্তান গ্রাস করার পর সে নির্বিচারে মুসলিম নিধনে মেতে উঠে। মুসলমানদের রক্ত দেখলে হো হো করে হাসে।

সাঈদাদের বাড়ি আফগানিস্তানের নাগমন প্রদেশে। গ্রামের নাম ডুবি শারান। তাদের গ্রামের পাশেই ছিল আরেকটি বড় গ্রাম। অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান এ গ্রামে বসবাস করেন।

বিশ্বাস ও আদর্শের দিক দিয়ে ভাই বোন দু'জন দুই দিগন্তে অবস্থান করলেও বুদ্ধিমতি সাঈদা ভাইকে কোনোদিন তা বুঝাতে দেয়নি। কারণ সে জানে যে, নিষ্ঠুর ও নির্মমতার প্রতীক ভাই আফযাল একথা জানতে পারলে তাকে আস্ত রাখবে না। ছলে বলে কৌশলে সে তার ক্ষতি করবেই। এমনকি সে বোনের বুকে বুলেট ছুড়তেও দ্বিধা করবে না।

একদিন রাশিয়ান রক্তপিপাসু লাল ফৌজরা ডুবি শারান গ্রামের পাশের গ্রামটিতে অতর্কিত হামলা চালায়। উক্ত হামলায় মুসলিম নামধারী কট্টর কমিউনিস্ট আফযাল হোসাইনও শরিক হয়। এ অপ্রত্যাশিত আক্রমণে শত শত বনী আদম, মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশু মৃত্যু মুখে পতিত হয়। রক্তে

www.smfoundationbd.com

রঞ্জিত হয় গ্রামের পথ ঘাট ও উন্মুক্ত প্রান্তর। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় গ্রামের অধিকাংশ ঘর-বাড়ি। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া নারী-পুরুষদের হৃদয়বিদারক আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠে। গ্রামের বুক চিড়ে বয়ে চলা ছোট্ট নদীটির পানিও রক্ত বর্ণ ধারণ করে।

অপারেশন সফল হওয়ার পর কমিউনিস্ট ফৌজরা আনন্দে ফেটে পড়ে। তাদের এ আনন্দকে আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য আফযাল একশ কমিউনিস্ট ফৌজকে নিয়ে রাতে বাসায় ফিরে। এতে বুদ্ধিমতি সাঈদাও মনে মনে বেশ খুশি হয়। সে উহাকে প্রতিশোধ গ্রহণের মোক্ষম সুযোগ মনে করে। আসলে এতদিন সে এমন একটি সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল।

রাশিয়ান ফৌজরা বাড়িতে প্রবেশ করলে সাঈদা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তাদেরকে সাদরে বরণ করে নেয়। সে বলতে থাকে- তোমাদেরকে মোবারকবাদ। তোমরা আজ একটি চমৎকার ও প্রশংসনীয় কাজ করে এসেছো। তোমরা আমাদের বিপ্লবী শত্রুদের ধ্বংস করেছো। তোমাদের এ অভাবনীয় সাফল্যে আমার কতো যে আনন্দ হচ্ছে, তা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার নেই। ভবিষ্যতে এ ধরনের অপারেশনে শরিক হতে আমারও মনে চাচ্ছে। জানি না আমার সে আশা পূরণ হবে কি না। সে যাই হোক, তোমরা অনেক ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে এখানে এসেছো। তোমাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন হচ্ছে, তোমরা আজ রাতে আমাদের মেহমানদারী কবুল করো। খাওয়া-দাওয়া শেষে ক্যাম্পে না গিয়ে আনন্দ উল্লাস করতে করতে এখানেই ঘুমিয়ে পড়ো। মনে রেখো, এ বাড়িটি তোমাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

সাঈদার কথায় রুশ সৈন্যরা সীমাহীন খুশি হলো। তারা সানন্দে তার প্রস্তাব কবুল করলো। ভাই আফযালও কম খুশি হলো না। বোনের মুখ থেকে এ ধরনের কথা বের হউক এমনটিই সে চেয়েছিল।

হুঁশিয়ার সাঈদা অতি দ্রুত রাতের খাবার তৈরি করে তাদের সামনে পেশ করলো। সৈন্যরা সুস্বাদু খাবার খেয়ে প্রাণ ভরে মদপান করে মাতাল হয়ে মরণঘুমে বিভোর হলো। আফযালের অবস্থাও ব্যতিক্রম ছিলো না। সেও কিছুক্ষণ মাতলামী করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

গভীর রাত। নীরব-নিস্তব্ধ পরিবেশ। চাঁদের হালকা আলোতে দেখা

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

যাচ্ছে, সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। কেউ চিৎ হয়ে কেউ কাত হয়ে আবার কেউ বা উপুর হয়ে গোড়া কাটা গাছের মতোই এখানে সেখানে পড়ে আছে।

সাঈদার চোখে ঘুম নেই। এমন একটি পরিস্থিতির জন্যই সে গভীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো। মনে মনে বলছিলো, ওগো মাওলা! তোমার শত্রু, রাসূল (সা.) এর শত্রু এবং দীন ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের হত্যা করার জন্য আমি আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দাও।

সাঈদা যখন বুঝল যে, হিংস্র হায়েনাগুলোর দিন-দুনিয়ার কোনো খবর নেই, মাতাল হয়ে মরার মতো ঘুমুচ্ছে, তখন সে একটি ধারালো তরবারী হাতে নিয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাদের নিকট অতি সন্তর্পণে পৌঁছল। তারপর এক এক করে সবাইকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে অবশেষে ভাইকে জাগিয়ে তুলে বলল, ভাইজান! তোমার সাথীদের অবস্থা একটু ভালো করে দেখে নাও।

আফযাল নিজ সাথীদের রক্তের দরিয়ায় হাবুডুবু খেতে দেখে প্রচন্ড ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইলো। কিন্তু চাইলে কি হবে? সে তো মাতাল-তন্দ্রাচ্ছন্ন। তদুপরি হাতে কোনো অস্ত্রও নেই। এমতাবস্থায় সাঈদার উদ্যত তরবারীর অব্যর্থ আঘাত থেকে নিজকে বাঁচাতে পারবে বলেও মনে হলো না।

সাঈদা বলে চলল- ভাইজান! অযথা কেন ছটফট করছো? এই নরপশুদের ন্যায় তোমাকেও একই পরিণতি বরণ করতে হবে। আমি নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, সে দিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন দখলদার রুশ সৈন্য ও তোমার মতো ঈমান বিক্রিকারী বিশ্বাসঘাতকদেরও এমন করুণ ও অবমাননাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে যা এখন তুমি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছো। আমি দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাসও পোষণ করি যে, মুসলমানদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। তাদের রক্তের বিনিময়ে আফগানিস্তান একদিন একটি স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেই।

www.smfoundationbd.com

আফযালের হাত ছিল অস্ত্রশূন্য। তদুপরি রুশ সেনাদেরকে রক্তের সাগরে গড়াগড়ি খেতে দেখে সে অনেকটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুভয়ও তার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল অত্যন্ত প্রকটভাবে। তাই সে বোনের অগ্নিমূর্তি দেখে তার নিকট কাকুতি মিনতি করে প্রাণ ভিক্ষা চাইলো। কিন্তু ঈমানদার বোন দৃঢ়কণ্ঠে বললো- আমি তোমাকে মাফ করতে পারি না। মনে রেখো, আমি তোমাকে মাফ করলেও এই দেশ, এই মাটি এবং নিপীড়িত শিশু কিশোর বৃদ্ধ ও মজলুম নারী পুরুষের রক্ত তোমাকে কখনোই মাফ করবে না। তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক, মানবরূপী হায়েনা। তোমার মতো নরপশুর বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। এ বলে সে তরবারীর প্রচন্ড আঘাতে ভাইয়ের দেহ দ্বিখন্ডিত করে প্রদীপ্ত ঈমান ও দেশ প্রেমের অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ পেশ করলো।[১]

আল্লাহ্ পাক আলোচ্য ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

স্মরণীয় বাণী

- অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দিও, কিন্তু নিজের অপরাধ–অন্যায়কে কখনও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো না। কথার দ্বারা যে আঘাত দেয়া হয় তা তরবারীর আঘাতের চেয়েও বেশী কষ্টদায়ক। কারণ, তরবারীর আঘাত শরীর আহত করে। আর কথার আঘাত মানুষের হৃদয় রক্তাক্ত করে দেয়। তোমার নিকট যে অন্যের কুৎসা গায় সে অন্যের নিকট গিয়ে নিশ্চয়ই তোমার সম্পর্কে অনুরূপ কথাই বলে থাকে।

-হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)

- দানে কখনো ধন কমে না, ক্ষমায় কখনও ক্ষমতা কমে না, নম্রতায় কখনো মর্যাদা কমে না।

-হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

১. সূত্র ঃ মাসিক হিজরত, সহায়তায় ঃ আফগান রণাঙ্গণে।

www.smfoundationbd.com

পাপের ভয়

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। মানুষের আরেকটি শত্রু হলো প্রবৃত্তি। এ দু শত্রু সর্বদাই মানুষকে বিপদগামী করতে চায়। চায় ধ্বংসের অতল গহবরে ডুবিয়ে দিতে। তারা প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করে মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করাতে, উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমানি করতে।

মানুষ অনেক সময় শয়তান ও প্রবৃত্তির পাতা ফাঁদে পা দেয়। সম্পাদন করে অনেক অন্যায় অপকর্ম। চলে ঐ পথে, যে পথ মহান আল্লাহর মনপূতঃ নয়। ডুবে যায় এমন হারাম কাজে, যা জাহান্নামের পথকেই সুগম করে।

কিন্তু এসব মানুষের মাঝে সত্যিকার মানুষ তারাই, যারা শয়তানের ধোঁকা কিংবা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কোনো অন্যায় কর্ম করে ফেললেও পরবর্তীতে অন্তরে জ্বলতে থাকে অনুশোচনার আগুন। লজ্জায় ছেয়ে যায় গোটা অন্তর। পাপের ভয় করে তোলে অস্থির-বেকারার। তাই সে পাপ মোচনের জন্য পেরেশান হয়ে পড়ে। ছুটে বেড়ায় ঐসব স্থানে যেখানে রয়েছে পাপ মার্জনার ক্ষীণতম সম্ভাবনা। অবলম্বন করে ঐ সব রাস্তা যা তাকে ধুয়ে মুছে করে দিবে একদম নিষ্পাপ- নিষ্কলঙ্ক।

হযরত সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এসব ঘটনার বেশ কিছু নজির খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষ হওয়ার কারণে তাদের দ্বারা কখনো কখনো পাপ কর্ম সংঘটিত হয়ে গেছে সত্য, কিন্তু সেই পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা কি পরিমাণ পেরেশান হতেন, কত বেশি চেষ্টা তদবীর চালাতেন তা-ই লক্ষণীয়, তা-ই আমাদের জন্য আদর্শ। কেননা তাঁরা সত্যের মাপকাঠি। পরিস্কার কথা হলো- আদর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের পাপ দেখলে চলবে না, বরং পাপের প্রায়শ্চিত কিরূপ তারা করেছেন সেদিকটিই খেয়াল করতে হবে। এবার আসুন আমরা এ ধরনের একটি ঘটনা শুনি এবং অত্যন্ত

www.smfoundationbd.com

সতর্কতার সাথে খুঁজে বের করি এ ঘটনায় আমাদের জন্য অনুসরণীয় বিষয় কোন্‌টি।

হিজরি নবম সনের ঘটনা। এক মহিলা সাহাবী পাগলপারা হয়ে দরবারে রিসালাতে উপস্থিত হলেন। বড়ই অস্থির ও পেরেশান মনে হচ্ছিল তাঁকে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। মুখমণ্ডলে গভীর উদ্বিগ্নতা। চোখে কাতর চাহনি। বললেন-

ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যাভিচার করেছি। আমাকে পবিত্র করুন।

ঃ তুমি চলে যাও এবং মহান আল্লাহর নিকট তওবা ইস্তেগফার কর। মহিলার কথার জবাবে কিছুটা বিরুক্তিবোধ প্রকাশ করে তিরস্কারের স্বরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন।

ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হয়তো (দয়া পরবশ হয়ে) আমার বিষয়টিকে ঐরূপ এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন যেরূপ মায়িজে আসলামির বিষয়টিকেও প্রথমত এড়াতে চেয়েছিলেন। তবে আমার ব্যাপারটি একটু জটিল। কারণ ব্যভিচারের পরিণতিতে আমার পেটে সন্তান এসে গেছে। (অতএব আমি অন্যায়কারিণী এবং এ অন্যায়ের শাস্তি আমি প্রাপ্য- এতে সন্দেহ থাকার কোনো কারণ নেই)

এরপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরপর তিনবার তাকে ফিরিয়ে দিলেন। যখন তিনি চতুর্থবারও একই কথার স্বীকারোক্তি করলেন, তখন রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, গর্ভাবস্থায় তোমাকে কিছু করা সম্ভব নয়। তুমি এখন চলে যাও। বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর এসো।

এরপর কয়েক মাস অতিবাহিত হলো। জন্মগ্রহণ করলো একটি ছেলে সন্তান। এখন তাঁর আর সহ্য হচ্ছে না। কয়েকটি দিনই যেন তাঁর কাছে কয়েক মাসের মতো মনে হচ্ছে। একদিন তিনি বাচ্চাটিকে কাপড়ে জড়ালেন। তারপর তাকে কোলে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। আরজ করলেন-

ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি সন্তান প্রসব করেছি। সুতরাং আমার উপর শরিয়তের নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করতে এখন আর কোনো বাধা নেই।

ঃ সন্তানের জন্য মায়ের দুধ অপরিহার্য। তাই এখন তাকে নিয়ে যাও। দুধ পানের বয়স শেষ হলে তারপর এসো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় মহিলা তার সন্তানকে নিয়ে বাড়ি চলে এলেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাকে দুধ পান করালেন। এক সময় দুধ পানের বয়স অতিক্রান্ত হলো। বাচ্চাটি এখন অন্য খাবার খেতে শিখলো।

একদিন দেখা গেলো, মহিলাটি বাচ্চার হাতে এক টুকরো রুটি দিয়ে তাকে কোলে নিয়ে পুনরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছেলেটির দুগ্ধ পানের সময় শেষ হয়েছে, সে এখন অন্য খাবার গ্রহণে সক্ষম।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এবারও চলে যাও। বাচ্চাটিকে লালন পালনের জন্য কারো আশ্রয়ে দিয়ে তারপর এসো।

সময় বয়ে চললো। অল্প সময়ের মধ্যে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বভার একজন মুসলমানের উপর অর্পিত হলো। অবশেষে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী পাথর মেরে মহিলাটির মৃত্যু কার্যকর করা হলো।

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, উক্ত সাহাবী এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তার স্বীকারোক্তি পুনরায় বিবেচনা করার প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না। অথচ তিনি যদি এই সময়ের মধ্যে একবারও স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতেন তবে তার উপর রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান কার্যকর করা হতো না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মানুষ অনেক সময় আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেক কিছু করতে চায়। কিন্তু কঠিন বিপদ বা শাস্তির সম্মুখীন হলে অথবা সময়ের ব্যবধানে আবেগ চলে গেলে সেই কাজ করবে তো দূরের কথা, মুখে উচ্চারণ করতেও দ্বিধা করে। কিন্তু উক্ত সাহাবীর বেলায় এমনটি হয়নি। বরং তার বাহ্যিক আচরণ দ্বারা এটাই বুঝা গিয়েছে যে, পাপের ভয়ে তার অন্তরে যে অনুতাপ ও অনুশোচনার আগুন প্রজ্জলিত হয়েছিলো, সেই আগুন শত শত পাথর বর্ষণেও নির্বাপিত হয় নি। আর সে জন্যেই তার অন্তরে স্থান পায় নি স্বীকৃতি প্রত্যাহারের ক্ষীণতম সম্ভাবনাও।

মুহতারাম পাঠক! পাপের দরুন অন্তরে কিরূপ অনুতাপ-অনুশোচনা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন, আলোচ্য ঘটনাই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাই আসুন, সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা না করে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা আমাদের জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন তাই আমরা অনুসরণ করি। চেষ্টা করি সেই অনুপাতে জীবন গঠনের। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের তাওফীক দাও। আমীন। (সূত্র ঃ মিশকাত শরীফ)

অপূর্ব রাসূল প্রেম

ঐতিহাসিক ওহুদ যুদ্ধের কথা। তখন সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সামান্য ভুলের কারণে মুসলমানদের দিতে হয়েছে চরম মাশুল। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। আহত হয়েছেন দোজাহানের সর্দার স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার দাঁত মোবারক ভেঙ্গে গেছে। মারাত্মক চোট পেয়েছেন মাথা মোবারকেও।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন এ তো সাধারণ কোনো ঘটনা নয়। আর এই অসাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শয়তানের দোসররা একটি মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে দেয়। তারা বলতে থাকে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন।

এ মিথ্যা সংবাদটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগলো না। এ কান থেকে ও কানে, ও কান থেকে ঐ কানে এভাবে ছড়াতে ছড়াতে এক সময় তা মদীনায়ও পৌঁছলো। এতে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। নবী প্রেমিক হযরত সাহাবায়ে কেরাম এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগলেন। পুরুষ সাহাবীগণ তো পূর্ব থেকে জিহাদের ময়দানে ছিলেন। যারা বিভিন্ন ওজরের কারণে জিহাদে যেতে পারেননি তারাও ভীষণ রকমের অস্থির হয়ে গেলেন। এমনকি মহিলা সাহাবীগণও পেরেশান হলেন সীমাহীন পর্যায়ের। কেউ কেউ বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অস্থির, উদ্বিগ্ন মহিলা সাহাবীদের মাঝে এক আনসারী সাহাবীও ছিলেন। সঠিক সংবাদ জানার জন্য ইতোমধ্যেই তিনি ওহুদের পথে রওয়ানা দিয়েছেন। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলেন, মুসলিম মুজাহিদগণ

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

প্রত্যাবর্তন করছেন। তাদেরকে দেখে তার আবেগ ও আগ্রহ শতগুণে বেড়ে গেলো। বুক দুরু দুরু করছে তাঁর। না জানি কি সংবাদ বয়ে এনেছেন তারা। মুজাহিদগণ নিকটবর্তী হতেই তিনি অস্থির চিত্তে জিজ্ঞেস করলেন, আমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন?

একজন বলে উঠলো, যুদ্ধে তোমার পিতা শাহাদত বরণ করেছেন।

পিতার শাহাদতের সংবাদ শুনে মুখে কেবল ইন্নালিল্লাহ পাঠ করে পুনরায় অস্থির হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন- বলুন, আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি অবস্থায় আছেন?

এ সময় আরেকজন বলে উঠলো, যুদ্ধে তোমার প্রাণপ্রিয় স্বামী শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেছেন।

স্বামীর শহীদ হওয়ার খবর শুনে এবারও তিনি ইন্নালিল্লাহ পাঠ করে ব্যস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা বলো, দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন?

এবার অপর এক সাহাবী বলে উঠলেন, তোমার ছেলে শহীদ হয়েছেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ভেজাল আশেকা এবারও শুধু ইন্নালিল্লাহ পড়ে পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। বললেন- তোমরা দয়া করে বলো, রাহমাতুল্লিল আলামীন কেমন আছেন?

এ মুহূর্তে আরেক সাহাবী বললেন, ওহুদের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তোমার ভাই শহীদি মর্যাদা লাভ করেছেন।

নবী প্রেমিক এ আনসারী মহিলা ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদেও বিচলিত না হয়ে কেবল ইন্নালিল্লাহ পাঠ করে পূর্বের প্রশ্নই উত্থাপন করলেন।

অবশেষে লোকজন বললো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল আছেন এবং মদীনায় ফিরে আসছেন।

এবার আনসারী মহিলা বললেন, দেখো, আমার মনকে আমি কোনো ভাবেই বুঝাতে পারছি না। তোমরা বলো, রাসূল (সা.) কোথায় আছেন? যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিজ চোখে তার বরকতময় দিদার লাভ না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মনে স্থিরতা আসবে না।

www.smfoundationbd.com

লোকজন একদিকে ইশারা করে বললো, তিনি ঐখানে আছেন। তখন সেই মহিলা সাহাবী দৌড়ে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক নজর দেখে আপন চক্ষুকে শীতল করলেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বললেন-

হে আল্লাহর রাসূল! আপনার দর্শন লাভের পর যাবতীয় বিপদ আমার নিকট তুচ্ছ। আপনার নূরানী অবয়বের বরকতপূর্ণ দিদার লাভ করে আমি সব দুঃখ ভুলে গেছি। আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক। আপনি জীবিত এবং সহীহ সালামতে থাকার পর যে কোনো লোক মারা গেলেও আমার কোনো পরওয়া নেই।

মুহতারাম পাঠক-পাঠিকা! এ আনসারী সাহাবীর মাঝে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বত ও ভালোবাসা কত গভীর ছিলো, তা আলোচ্য ঘটনা দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রকৃতপক্ষে খাঁটি মুমিনের পরিচয় তো এটাই। এ যেন এ হাদীসেরই হুবহু বাস্তবায়ন যার মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তোমাদের কাছে তোমাদের পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চাইতে বেশি প্রিয়পাত্র না হবো। -(বুখারী শরীফ)

ওগো করুণাময় রাব্বুল আলামীন! তুমি তোমার অসীম দয়ায় আমাদের সবাইকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত আশেক হওয়ার তাওফীক দাও। আমীন।

সূত্র ঃ রৌশন সেতারে। সহায়তায় ফাযায়েলে আমাল।

www.smfoundationbd.com

৭

২১১

নারী জাতির এক অনুপম আদর্শ

হিজাজের বালু ও কঙ্করময় পর্বত মালার মধ্যখানে অবস্থিত এক ছোট্ট বস্তি ইয়াছরিব। চারদিকে খেজুর বৃক্ষের বেষ্টনী। দিন মনির নিস্তেজ আলোতে ইয়াছরিবের খর্জুর বিথিকাগুলো লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই বুঝি দিনমনি পর্বতমালার আড়ালে পালিয়ে যাবে। অদূরে খেজুর বাগানের এক প্রান্তে দুজন নরনারীকে আলাপরত দেখা গেলো।

উভয়ে কথা বলছিলো নিচু আওয়াজে, অনুচ্চ কণ্ঠে। মহিলাটির আসল নাম মাহলা। উপনাম উম্মে সুলাইম। মানুষের মাঝে উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। পুরুষটি মহিলাকে লক্ষ্য করে বলছে-

ঃ আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

ঃ তুমি মুশরিক। আমি মুসলমান। তোমার সাথে আমার বিয়ে হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনো, তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করো, তাঁর আনীত ধর্মের অনুসরণ করো, তাহলে আমি তোমাকে বিবাহ করে নিবো। তদুপরি তোমার নিকট আমি কোন মহরও দাবি করবো না। তোমার ইসলাম গ্রহণই হবে আমার জন্য মহর।

এ বলে উম্মে সুলাইম ক্ষণিকের জন্য থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন-

ঃ তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছো আবু তালহা! তোমরা যে সকল মাবুদের ইবাদত কর সেগুলো বৃক্ষের একখণ্ড কাঠ মাত্র। আর বৃক্ষ সম্পর্কে সকলেই জানে যে, উহা মাটি থেকে উৎপন্ন হয়। কাঠের এ টুকরাগুলো তোমাদেরকে না কোনো উপকার পৌছাতে পারে, না ক্ষতি সাধন করতে

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

পারে। বলো তো আবু তালহা! অমুক মিস্ত্রি কি একে করাত দিয়ে চিড়েনি?

ঃ হ্যাঁ। জবাব দিল আবু তালহা।

ঃ তাহলে একটি কাষ্ঠ খণ্ডের সামনে সিজদায় পড়ে থাকতে তোমাদের কি বিবেকে বাধে না!? লজ্জা হয় না তোমাদের!?

ঃ ঠিক আছে, তুমি আমাকে একটু ভাবার সুযোগ দাও।

এ বলে সে গৃহাভিমুখে রওয়ানা হলো। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি নিশ্চল পাথরের মূর্তি জমিনের উপর দিয়ে এগয়িে চলছে। মন-মস্তিষ্কে বয়ে চলছে একটি প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব লীলা।

বাড়িতে ফিরার পর সময় যতই যাচ্ছে ততই আবু তালহার চিন্তার স্রোত তীব্রতর হচ্ছে। তার কর্ণকুহরে বারবার ধ্বনিত হচ্ছে উম্মে সুলাইমের সেই কথাগুলো-

"তোমার কি খবর নেই তোমাদের মাবুদ একটি কাষ্ঠখণ্ড মাত্র। ..... অমুক মিস্ত্রি কি একে করাত দিয়ে চিড়ে নি? তোমরা এর সামনে অবনত মস্তকে দাড়িয়ে থাক..... লজ্জা হয় না তোমাদের?"

এভাবে চিন্তা করতে করতে আবু তালহার কেটে গেল কয়েকটি রাত। তাদের আকীদা বিশ্বাসগুলোকে উম্মে সুলাইমের নিকট তুলে ধরার জন্য অনেক যুক্তি প্রমাণ খুঁজলো সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশা ছাড়া কিছুই পেল না। বরং তার নিকট তাদের বিশ্বাসগুলোকে অন্তসারশূন্যই মনে হলো। তাই অবশেষে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলো সে।

পরদিন প্রত্যুষে নবীয়ে রহমতের দরবারে হাজির হয়ে কালিমায়ে শাহাদত পাঠ করে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন আবু তালহা (রা.)। অতঃপর স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) এর সাথে তার বিবাহ পড়িয়ে দিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এ ছিলো এমনই একটি ব্যতিক্রম বিবাহ যার মহর ধরা হয়েছিলো ইসলাম গ্রহণকে।

হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) ছিলেন ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার উজ্জ্বল প্রতীক। ছিলেন একান্ত পতিপরায়না। তার আচার-ব্যবহার কিংবা কথাবার্তায় প্রাণপ্রিয় স্বামীর সামান্যতম কষ্ট হউক তা তিনি কখনোই চাইতেন না। নিম্নোক্ত ঘটনাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

www.smfoundationbd.com

আবু তালহা (রা.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর উম্মে সুলাইম (রা.) এর ঘরে জন্ম নেয় একটি ছেলে সন্তান। ছেলেটির নাম রাখা হয় আবু উমাইর। পিতা-মাতা উভয়ই তাকে ভীষণ ভালোবাসতো। আদর করতেন। স্নেহ দিতেন।

অপরিসীম স্নেহ মমতায় বেড়ে উঠে আবু উমাইর। এভাবে বড় হতে হতে সে যখন হাঁটাহাঁটির বয়সে উপনীত হলো তখন একদিন সে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লো। ঘটনাক্রমে সেদিন আবু তালহা (রা.) বাড়িতে ছিলেন না। তিনি বাড়িতে ফিরার পূর্বেই আল্লাহ পাক আবু উমাইরকে দুনিয়া থেকে নিয়ে নেন। চলে যায় আবু উমাইর চিরদিনের জন্য।

ছেলের মৃত্যুতে উম্মে সুলাইম (রা.) এর মাতৃহৃদয় ডুকরে কেঁদে উঠে। কিন্তু তিনি তা বাইরে প্রকাশ করলেন না। উপরন্তু বাড়ির লোকদের বলে দিলেন, তোমরা ছেলে সম্পর্কে আবু তালহাকে কিছুই বলো না। যা বলার আমিই বলবো।

রাতে আবু তালহা (রা.) বাড়ি এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু উমাইর কেমন আছে? জবাবে তিনি বললেন পূর্বের চেয়ে ভালো আছে। অতঃপর রাতের আহার শেষে হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) স্বামীর জন্য পুর্বের তুলনায় আরো অধিক সুন্দর করে সাজগোজ করলেন। তারপর স্বামীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন শেষে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে বিনম্র স্বরে বললেন-

ঃ প্রেমাস্পদ আমার! বলুন তো কোনো কওম যদি কোনো গৃহবাসীকে একটা জিনিস নিছক ধার হিসেবে প্রদান করে তারপর সেই জিনিসটি ফেরত চায় তবে কি সেই গৃহবাসী তাদের ধার ফেরত না দেওয়ার অধিকার রাখে?

ঃ না, অবশ্যই সেটা ফেরত দিতে হবে। জবাবে বললেন আবু তালহা (রা.)।

ঃ তাহলে আবু উমাইরের ব্যাপারে আপনাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহর জিনিস আল্লাহ দিয়ে আবার তিনিই তা ফেরত নিয়েছেন। অত্যন্ত প্রসন্ন মনে স্থিরতার সহিত কথাগুলো বললেন হযরত উম্মে সুলাইম (রা.)।

পূর্বেই কেন এ কথাটি আবু তালহা (রা.) কে অবহিত করা হলো না এজন্য তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। বললেন, তুমি আগে কিছু বললে না, এমনকি (মৃত ছেলেকে ঘরে রেখে) তোমার সাথে দৈহিক সম্পর্কও স্থাপন করে ফেললাম।

পরদিন সকালে আবু তালহা (রা.) রাসূলে আকরাম (রা.) এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। রাসূল (সা.) বললেন, হে আবু তালহা! গত রাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর বিশেষ বরকত নাজিল করেছেন।

এর কিছুদিন পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আবু উমাইরের পরিবর্তে একটি পুত্র সন্তান দান করেন যার নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞ আলেম হয়েছিলেন।

প্রিয় পাঠক! হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে এ পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন সত্য কিন্তু রেখে গেছেন যুগ যুগান্তরের মুসলিম রমণীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমে গোটা নারী জাতিকে এ কথাই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, স্বামী ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোনো বিপদের খবর শোনানো যাবে না। শুনাতে হবে কিছুক্ষণ পরে, সময় মতো, মন ও মেজাজ বুঝে।

স্মরণীয় বাণী

যে তোমাকে দান করে না, তুমি তাকে দান কর।
যে তোমাকে দূরে ঠেলে দেয়, তাকে তুমি টেনে রাখ।
যে তোমার অপকার করে, তার তুমি উপকার কর।

-হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

সূত্র ঃ বুখারী শরীফ # তারাশে # হায়াতুস সাহাবা।

৮

২১২

এক সাহসী বীরাঙ্গনা

পুরুষ ও নারী মহান আল্লাহর এক আজব সৃষ্টি। সৃষ্টিগতভাবে নারীরা পুরুষের চেয়ে দুর্বল। কিন্তু তাই বলে তারা ভীরুর জাতি নয়। তাদের মাঝেও রয়েছে শৌযবীর্য, শক্তি- সাহস ও ঈমানী চেতনা। রয়েছে ইসলামের শত্রু ও মুসলিম বিদ্বেষী অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা। এ এক ঐতিহাসিক সত্য কথা। যুগে যুগে এমন অনেক নারী অতিবাহিত হয়েছেন যাদের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসী কর্মকাণ্ড দ্বারা এ সত্যটিই উজ্জ্বল হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু হযরত সুফিয়া (রা.) ছিলেন একজন নির্ভীক মহিলা। ছিলেন অকুতোভয় নারী। বীর যোদ্ধা হযরত হামযা (রা.) ছিলেন তাঁর সহোদরা ভাই। ঐতিহাসিক খন্দক যুদ্ধে যে শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তিনি তা কেয়ামত পর্যন্ত আগত নারীদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিরাপত্তার জন্য সকল মহিলাকে একটি দূর্গে আবদ্ধ করে সবল ও সাহসী পুরুষদের নিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আর হযরত হাসসান.ইবনে সাবিত (রা.)কে রেখে গিয়ে ছিলেন মহিলাদের পাহারাদার হিসেবে।

ইসলামের চির দুশমন ইহুদি গোষ্ঠী এ সংবাদ জানতে পেরে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। ভাবলো, মুসলিম মেয়েদের হত্যা ও নাস্তানাবুদ করার এই তো সুযোগ। এই সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

মহিলাদের উপর কখন কিরূপে আক্রমণ করা যায় এ নিয়ে তারা পরামর্শ করলো। সিদ্ধান্ত হলো, দূর্গের অনতিদূরে আমরা শিবির স্থাপন করবো এবং এ বিষয়ে আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য পর্যবেক্ষক হিসেবে একজন লোক পাঠাবো।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা একদল সৈন্য নিয়ে মহিলাদের দূর্গের কাছে এসে শিবির স্থাপন করলো এবং একজনকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য গুপ্তচর হিসেবে পাঠালো। তাকে বলে দিলো, তুমি যে কোনো উপায়ে এ খবর নিয়ে ফিরে আসবে যে, দূর্গে শুধু মহিলারাই আছে নাকি সঙ্গে পুরুষ লোকও আছে।

মুসলিম মেয়েদের মাঝে হযরত সুফিয়া (রা.)ও ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে সতর্ক দৃষ্টি ফেলছিলেন চতুর্দিকে। এক সময় হঠাৎ তার দৃষ্টি আটকে গেলো গুপ্তচরের প্রতি। তিনি দেখলেন, ইহুদি গুপ্তচরটি অতি সংগোপনে ধীর গতিতে দূর্গের দিকে এগিয়ে আসছে।

শত্রু নিধন কিংবা শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য শক্তির সাথে বুদ্ধিরও প্রয়োজন। তাই তো দেখা যায়, হযরত সুফিয়া (রা.) গুপ্তচর ইহুদিকে দেখে হৈ চৈ করলেন না। এমনকি ভয়ে ভীতও হলেন না। বরং তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রা.)কে বললেন, আপনি দ্রুত ঐ গুপ্তচরকে আঘাত করুন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল। দুর্বলতার কারণে এ-কাজে তার সাহস হলো না। তিনি বলতে লাগলেন- আরে, আমার যদি এরূপ শক্তি সাহসই থাকতো, তবে আর আমি এখানে কেন? আমি তো তাহলে যুদ্ধের ময়দানেই থাকতাম।

এবার হযরত সুফিয়া (রা.) চিন্তা করলেন, দূর্গে যেহেতু হাসসান ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষ নেই সুতরাং গুপ্তচরকে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব আমাকেই বহন করতে হবে। তাই তিনি দেরি করলেন না। সজোরে তাবুর একখানা খুঁটি তুলে নিয়ে দ্রুত গুপ্তচরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর প্রচণ্ড এক আঘাত হানলেন গুপ্তচরের মাথায়।

ইহুদি গুপ্তচরটি এমন একটি পরিস্থিতির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। সে ভাবতেও পারেনি, কোনো মহিলা তাকে আঘাত করতে পারে। আঘাত খেয়ে গুপ্তচর ধরাসায়ী হলো। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। মাথা ফেটে রক্ত বেরুতে লাগলো ফিনকি দিয়ে। তারপর একসময় নীরব নিথর হয়ে গেলো চিরদিনের মতো।

গুপ্তচরকে হত্যা করে হযরত সুফিয়া (রা.) পুনরায় হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) এর নিকট ফিরে এলেন। বললেন, নিহত লোকটি

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

বেগানা পুরুষ বিধায় আমি তার যুদ্ধের পোষাক ও অস্ত্র-সস্ত্র খুলে আনতে পারি নি, আপনি গিয়ে এ কাজটি করে আসুন। কিন্তু দুর্বলতার কারণে হযরত হাসসান (রা.) এ কাজটি করতেও সাহস পেলেন না। অগত্যা নিরুপায় হয়ে হযরত সুফিয়া (রা.) পুনরায় সেখানে গেলেন। অতঃপর ঐ ইহুদি চরের মাথা কেটে দেয়ালের উপর দিয়ে ইহুদি শিবিরের ভিতরে নিক্ষেপ করলেন।

হযরত সুফিয়া (রা.)-এর উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতায় দারুণ কাজ হলো। শিবিরের ইহুদিরা গুপ্তচরের ছিন্ন মস্তক দেখে যথেষ্ট ভয় পেলো। তারা ভাবলো, নিশ্চয় দূর্গের অভ্যন্তরে মহিলারা একা নয়। তাদের সাথে পুরুষ যোদ্ধাও রয়েছে। কারণ মহিলাদের পক্ষে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচরকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার ছিন্ন মস্তক শিবিরের ভিতর নিক্ষেপ করা কখনোই সম্ভব নয়। এই ভেবে তারা ষড়যন্ত্রের সকল চিন্তা বাদ দিয়ে যে যেদিকে পারলো পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। ফলে মুসলিম মহিলারাও একটি অবশ্যম্ভাবী হামলা থেকে বেঁচে গেলেন।

প্রিয় পাঠক! খন্দকের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ৫ম হিজরিতে। এ সময় হযরত সুফিয়া (রা.) এর বয়স হয়েছিল আটান্ন বছর। এই বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ মেয়েরা ঘরের কাজকর্মেরও অযোগ্য হয়ে যায়। অথচ হযরত সুফিয়া (রা.) একাকী তাবুর খুঁটি তুলে নিয়ে শুধু ইহুদি গুপ্তচরকে হত্যাই করেন নি, তার কর্তিত মাথাও শিবিরের অভ্যন্তরে পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। একি বাস্তবিক পক্ষেই বিরাট দুঃসাহসের কথা নয়?

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! বর্তমান পৃথিবীর আনাচে কানাচেও ছড়িয়ে আছেন এমন অনেক সাহসী বীরঙ্গনা। যারা শয়তানী চক্রান্ত ও দুশমনের ভয়ে ভীতু নন। যারা দীন ও ঈমানের সংরক্ষণ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের হিফাজতের জন্য পেশ করতে পারেন সর্বোচ্চ কুরবানি। যারা হতে পারেন বীরঙ্গনা নারী হযরত সুফিয়া (রা.)-এর সুযোগ্য উত্তরাধীকারিণী। সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয় যেদিন তারা সকল শক্তি সামর্থ নিয়ে ইসলাম সম্মত পন্থায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন সকল কুচক্রি শক্তির মোকাবেলায়।

সূত্র ঃ উসদুল গাবা।

www.smfoundationbd.com

৯

২১৩

নিষ্ঠুরতার নির্মম দৃষ্টান্ত

[ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া (রা.)। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তাঁর উপর নেমে এসেছিলো আবু জাহেল বাহিনীর নির্মম নিষ্ঠুরতা। তাঁর বৃদ্ধ স্বামী ইয়াসির (রা.) এবং যুবক পুত্র আম্মার (রা.)ও রক্ষা পাননি তাদের বর্বর নিপীড়ন থেকে। এ বইয়ের নামের সাথে মিল রাখার জন্য বক্ষমান আলোচনায় শুধুমাত্র হযরত সুমাইয়া (রা.)-এর নির্যাতন ভোগ প্রসঙ্গে লেখার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু বক্তব্যের পূর্ণতা এবং একই পরিবারভুক্ত হওয়ায় ইয়াসির (রা.) ও আম্মার (রা.) এর নির্যাতন ভোগের কাহিনী এবং আনুসঙ্গিক কিছু কথাও এসে যাবে প্রসঙ্গক্রমে।]

পূর্বগগণ ফর্সা হয়ে আসছে। ভোরের সূর্য রাঙ্গা হয়ে উঠছে। মক্কার উপকণ্ঠে পাহাড়ের চুঁড়ায় ঝলমল করছে রবি রশ্মি। কিন্তু ইয়াসির (রা.)-এর ঘুম তখনো ভাঙ্গে নি। সুমাইয়া (রা.) এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ঘরের অনেক কাজই সমাধা করে নিয়েছেন। কিন্তু পরে তিনি ভাবলেন, আজ অভ্যাসের বিপরীত এতো দীর্ঘ নিদ্রার নিশ্চয় একটা কারণ আছে। তাই তিনি স্বামীর বিছানার কাছে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থা জানতে চাইলেন। বললেন-

ঃ কি ব্যাপার! আপনার শরীরে কি কোনো রোগ দেখা দিয়েছে?

ঃ না, কোনো অসুখ আমার নেই। বিলকুল সুস্থ আছি আমি। ঘুম জড়ানো চোখে উত্তর দিলেন ইয়াসির (রা.)।

ঃ তাহলে আজ এখনো বিছানা ছাড়ছেন না যে?

ঃ সুমাইয়া! আজকের এ বিলম্ব সুস্থতা কিংবা অসুস্থতার জন্য নয়। বরং আমি আজ রাতে এমন এক বীভৎস স্বপ্ন দেখেছি যার কারণে চোখ বুঝে বিছানায় পড়ে আছি। ভুলে গেছি তোমাদের সাথে কথাবার্তা, হাসি ঠাট্টা সব কিছুই।

www.smfoundationbd.com

ঃ আপনি তো প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন। তা আজকের স্বপ্নটা কি দেখেছেন বলুন তো দেখি। সুমাইয়া (রা.) অনেকটা হাস্যোচ্ছলেই কথাটা বললেন।

ঃ সুমাইয়া! দুষ্টুমী করো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আজ রাতে আমি যে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি তা কোনো সাধারণ স্বপ্ন হতে পারে না। প্রতিদিন হাজারো স্বপ্ন দেখি কিন্তু জেগে উঠতেই তা ভুলে যাই। আর আজকের দেখা স্বপ্নের সবকিছু আমার চোখের সামনে। আমি সেই বীভৎস দৃশ্য যেনো এখনো অবলোকন করছি।

ঃ এবার তাহলে দেরি না করে স্বপ্নটা শুনিয়ে দিন। এতে আপনার মনের ভয় কিছুটা হয়তো দূর হবে।

ইয়াসির (রা.) একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন-

সেটা ছিলো একটা মধ্যম আকারের মাঠ। তার দুদিকে এমন উঁচু দুটো পাহাড়, যার মাথা আকাশে ঠেকেছে। আমি মাঠের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখলাম, সেই পাহাড় দুটো স্থানে স্থানে ফেটে গিয়ে কিছু অংশ জমিনে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সে সকল পড়ে যাওয়া টুকরো হতে এমন মারাত্মক ধরনের আগুন জ্বলে উঠলো, যে আগুনের তুলনা দুনিয়ার আগুনের সাথে হতে পারে না। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আগুন মাঠের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো।

এদিকে মাঠের একদিকে ছিলো ছোট ছোট নহর বিশিষ্ট একটি সুন্দর চারণভুমি। সেইসব নহরের পানি ছিলো শীতল ও সুমিষ্ঠ। সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ড এ চারণ ভূমি পর্যন্ত আসতেই পারলো না। বরং তার নিকটে এসেই থেমে গেলো। তোমায় আমি সেই সুন্দর চারণভূমিতে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছি। আরো দেখেছি, তুমি আমাকে হাত ও চোখের ইশারায় সেখানে যাওয়ার জন্য ডাকছো।

চারণ ভূমিটি আমার অবস্থান থেকে খুব বেশি দূরে ছিলো না। তবে চারণভূমি ও আমার মাঝে ছিলো সেই প্রজ্জ্বলিত ভয়ঙ্কর আগুন। একদিকে তুমি আমাকে ডাকছো আর অপর দিকে আম্মার আমার পিছনে দাঁড়িয়ে বলছে- আব্বাজান! ভয় করবেন না। আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এ তো সামান্য আগুন। আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। বেশির চেয়ে বেশি,

যেখানে যা আছে

দুএকটা ফোসকা পড়বে মাত্র। দেখুন না, আগুনের ওপাশে কত সুন্দর সুন্দর মাঠ, ঝর্ণধারা, ফুল ও ফলের বাগান। দেখুন, আম্মাজান সে বাগানে ঢুকে কী সুন্দর কমনীয় স্বর্গীয় রূপ লাভ করেছেন। চলুন, আপনিও সেখানে চলুন। আপনি লাভ করবেন সেই হৃদয়গ্রাহী রূপ।

সুমাইয়া! প্রজ্বলিত আগুনে ঢুকে পড়ার জন্য একদিকে আম্মারের অনুরোধ ও আহবান আর অপর দিকে তোমার ইশারা ও ডাক শুনে আমি যেই সামনে পা বাড়িয়েছি, তখনই সেই ভীষণ আগুনের প্রখর উত্তাপ আমার গায়ে লেগে ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

এ পর্যন্ত বলেই বৃদ্ধ ইয়াসির (রা.) দেয়ালের সাথে মাথা আঘাত করে চিৎকার করে বলে উঠলো, আয় মাবুদ! আয় মাবুদ!! সেই বীভৎস আগুনের উত্তাপ এখনো আমার কলিজা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

স্বামীর মুখ থেকে স্বপ্নের বর্ণনা শুনে সুমাইয়া (রা.) এর বুক থরথর করে কেঁপে উঠে। শিউরে উঠে তার শরীর, বিবর্ণ হয়ে উঠে মুখমন্ডল। অবশেষে ভয় কম্পিত কণ্ঠে বলেন, আল্লাহ আপনাকে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে মুক্তি দিন।

গত রাতের স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্ত্রীকে শোনানোর পর ইয়াসির (রা.) কুরাইশদের সবচেয়ে বড় মজলিশ বনু মাখযুমের সভায় গিয়ে বসে পড়লেন। কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো তার আগমনে কেউ সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো না। বরং উল্টো একে অপরকে টিপ্পনী কাটতে লাগলো। ইয়াসির (রা.) তাদের এ আচরণে সীমাহীন দুঃখিত হলেন। ঘৃণায় তার সারা শরীর রি রি করতে লাগলো। এমনকি আবু হুযাইফার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ না হলে আজই বনু মাখযুমের সভা ত্যাগ করে কুরাইশদের অন্য কোনো সভায় গিয়ে বসতেন। কিন্তু মরে গেলেও আবু হুযাইফার সাথে কৃত ওয়াদার বরখেলাফ তিনি করতে পারবেন না। কারণ আবু হুযাইফা হলো সেই ব্যক্তি যে তাকে সর্বহারাদের কাতার থেকে হাত ধরে টেনে তুলেছিলো। আশ্রয় দিয়েছিলো আপন ঘরে। ক্ষুধার সময় অন্ন আর দুঃখের সময় দিয়েছিলো সান্ত্বনা। বিশেষতঃ তাঁর জীবনের একমাত্র চাওয়ার ধন সুমাইয়াকে বিয়ে দিয়েছিলো তাঁর সাথে। তা না হলে ইয়াসির (রা.) প্রতিশোধ হাড়ে হাড়ে গ্রহণ করে ছাড়তেন।

www.smfoundationbd.com

ইয়াসির (রা.) ছিলেন ইয়ামেন প্রদেশের তেহমা নামক গ্রামের অধিবাসী। তারা তিন ভাই মক্কায় এসেছিলেন তাদেরই এক হারিয়ে যাওয়া ভাইকে খোঁজ করতে। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত খোঁজ করার পরও ভাইকে না পেয়ে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে দুই ভাই হারিস ও মালিক ফিরে চলে গেলেও ইয়াসির (রা.) আবু হুযাইফার আতিথ্য গ্রহণ করে তারই সাহায্যকারী হিসেবে মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন।

ভাইয়েরা চলে যাওয়ার পর আবু হুযাইফা বলেছিলো, ইয়াসির! আমার আশ্রয়ে যতোদিন থাকবে ততোদিন জীবিকা অর্জনের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার খাওয়া পরার সকল জিম্মাদারী আমিই গ্রহণ করলাম।

জবাবে ইয়াসির (রা.) বললেন-

হে কোমল প্রাণ সাধক প্রবর! তোমার এ দয়ার প্রতিদান দিতে পারবো না আমি। সত্যিই তুমি কুরাইশ কুলের অমূল্য রত্ন আর পবিত্র কা'বার ইজ্জত রক্ষাকারী। তোমার মতো অতিথিপরায়ণ পরোপকারী, দানবীর আমার চোখে আর কখনো পড়েনি। তুমি আশ্রয়হীনদের আশ্রয়স্থল, অসহায়দের সহায় আর বিপন্নের একমাত্র সাহায্যকারী। তোমার এ দানের প্রেরণা সত্যিই চিত্তাকর্ষক। আর তোমার এ মহান আদর্শ সকলের জন্যই গ্রহণীয়।

ঃ হয়েছে ভাই হয়েছে। তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তো এক বিরাট প্রশংসার সেতু নির্মাণ করে ফেলেছো। তবে একটা কথা হলো, তোমার মতো বিভিন্নমূখী ব্যক্তিকে কাছে পেয়ে আজ আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এ মক্কার উপকণ্ঠে যতোদিন তুমি থাকতে ইচ্ছা করো, এমনিভাবে আমার মেহমান হয়েই তোমাকে থাকতে হবে।

ঃ ভাই! তোমার এ সহানুভূতির জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। তোমার এসব অবারিত আর অকৃপণ দানের শুকরিয়া মনে প্রাণে আমি আদায় করি। তোমার এ মহানুভবতার বদলে তোমায় একটি জিনিস গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করবো। আর সেটা হলো তুমি আমায় তোমার সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো। আজ হতে যে তোমার সাথে মোকাবেলা করবে, আমিও তার সাথে মোকাবেলা করবো। যে তোমার দুশমনি করবে আমিও তার দুশমন হয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবো। তুমি যার সাথে সন্ধি করবে, আমিও তার সাথে সন্ধি

করবো। এক কথায়, আজ থেকে আমি তোমার বন্ধুদের বন্ধু আর দুশমনদের দুশমন হিসেবে নিজেকে পেশ করলাম। তুমি এবং তোমার বংশের জন্য আমার দেহের সমস্ত রক্ত আজ হতে উৎসর্গ করে দিলাম।

ঃ তাহলে তো এটা আমাদের পারস্পরিক সাহায্যকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মতোই হলো।

ঃ হ্যাঁ, যদি তুমি তাতে রাজি হও, তবেই আমি সবচেয়ে সুখী হবো।

ঃ আমি রাজি। বিলকুল রাজি।

এরপর তারা দু'জন এ অঙ্গীকারের ব্যাপারে পরস্পর শপথ করে এবং এর কিছুদিন পর আবু হুযাইফা তার অতি সুন্দরী দাসী সুমাইয়াকে আযাদ করে দিয়ে ইয়াসির (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।

আজ দীর্ঘদিন পর আবু হুযাইফার সাথে সেই কৃত ওয়াদার কথাই ইয়াসির (রা.)-এর মনে পড়ছে। মনে পড়ছে যৌবন জোয়ারে কানায় কানায় ভরপুর, অপূর্ব সুন্দরী নারী সুমাইয়া (রা.) এর সাথে তার বিবাহ দেওয়ার কথা।

ইয়াসির (রা.) তখনো মুসলমান হননি। তবে যে রাতে তিনি দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন তার আগের দিনেই পুত্র আম্মার ও স্ত্রী সুমাইয়া (রা.) ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছিলেন। অবশ্য এ খবর ইয়াসির মোটেও জানতেন না।

যা হোক সেদিন কুরাইশদের দুর্ব্যবহারে মনের আগুন মনেই চেপে রেখে বাড়ির পানে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করলেন ইয়াসির (রা.)। এমন সময় দরবারের মাঝখান থেকে আবু জেহেলের আওয়াজ শুনা গেলো-

ঃ ইয়াসির! ব্যাপারটা কি শুনি। আজ এতো বিলম্বের কারণ?

ঃ বিলম্বের কারণ একটা আছে নিশ্চয়ই। বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে জবাব দিলো ইয়াসির (রা.)

ইয়াসির (রা.)-এর তাচ্ছিল্য মাখা উত্তর শুনে আবু জেহেল বলল-

ঃ বহুদিন থেকে তোমার ব্যাপারে আমার অন্তরে একটা খটকা লেগে আছে। আজ কিন্তু তোমাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস না করে ছাড়ছিনে।

ঃ খট্‌কা! কিসের খটকা বলুন।

যেখানে যা আছে

ঃ আমি এ যাবত তোমাকে কোনো সময় আমাদের দেবতাদের নিকট যেতে দেখিনি। তাদেরকে সম্মানজনক উপায়ে সম্বোধনও করতে শুনি নি। বেশ ক্ষোভের সাথে বললো আবু জেহেল।

ঃ তাহলে কি কোনোদিন তাদেরকে কোনো খারাপ কথা বলতে শুনেছো? কোনো প্রকার গালি দিতে দেখেছো? দেখেছো তোমাদের মাবুদকে খারাপ নামে ডাকতে?

ঃ তোমার কথায় তো বুঝা যাচ্ছে, তারা আমাদের মাবুদ, তোমার মাবুদ নয়। তাই না ইয়াসির?

ঃ তাহলে এখন কী করতে চাও তুমি?

এবার আবু জেহেলের সন্দেহ মজবুত হলো। সে দাঁতে দাঁত পিষে দৃঢ় কণ্ঠে বললো-

ঃ হ্যাঁ, এখন দেখে নেবো কে আমাদের পক্ষে আছে আর কে বিপক্ষে। আজ সময় এসেছে। মক্কার সমস্ত লোককেই আপন মনের গোপন কথা বলে দিতে হবে। এ যাবত আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকদের সদ্ব্যবহার করে আসছি। কিন্তু এবার প্রকাশ পাবে কার ভীত্ কত মজবুত? বেয়াদব কোথাকার!

ঃ আবুল হাকাম! মুখ সামলে কথা বলো। যেদিন তোমার পিতৃক আবু হোযাইফার সাথে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন আমার মুখ থেকে অশালীন একটা কথাও শুনে নি। কিন্তু আজ! আজ তুমি আমার সাথে যে অশ্লীল ও অশোভনীয় ব্যবহার করেছো তা এ যাবত কেউ করে নি।

ঃ ইয়াসির! আবু হুযাইফার সাথে কৃত ওয়াদার কথা যদি তোমার মনে থেকে থাকে, তবে তো আজ হতে তুমি তোমার পুত্র আম্মারের ঘোর দুশমন! একথা বলে আবু জেহেল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

ঃ যা কিছু বলতে চাও পরিস্কার করে বলো। তোমার একটা কথাও আজ বুঝতে পারছি নে আমি। আবু জেহেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো ইয়াসির (রা.)।

ঃ তুমি কি আজ কচি খোকা হয়ে গেছো নাকি যে, আমাদের কথা

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

বুঝো না! আবু জেহেলের পক্ষ হয়ে বিস্ময় মাখা কণ্ঠে পাশ থেকে বলে উঠলো উমর ইবনে হিশাম।

ঃ না, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

ঃ ইয়াসির! বললো উমর ইবনে হিশাম, শোনো! ধোকাবাজির স্থান এটা নয়। তোমার কি জানা নেই যে, গতকাল তোমার ছেলে মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে বেদ্বীন হয়ে গেছে?

এতক্ষণে ইয়াসির (রা.) আসল কথাটি বুঝতে পারলেন। তাই উমর ইবনে হিশামের কথা শেষ হওয়া মাত্রই তিনি ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলেন। তার মুখ তখন মরার মুখের মতো বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ইয়াসির (রা.) এ অবস্থা দেখে একে অপরের দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলো।

উমর ইবনে হিশাম আরো কিছু বলার জন্য তৈরি নিল। কিন্তু চাচা ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার চিৎকারে তা আর বলা হলো না। ওয়ালিদ কঠিন কণ্ঠে বললো-

খবরদার আর একটি কথাও বুড়োকে বলো না? তার পুত্র যেহেতু আর ছোট নয়, সবকিছু বুঝার তার বয়স হয়েছে, সুতরাং এখন সে আর ছেলের জিম্মাদার নয়। অতএব ছেলের কোনো অপরাধের জন্য তাকে আমরা কিছু বলতে পারি নে।

কুরাইশদের অন্যান্য লোকেরাও ওয়ালিদের কথায় সায় দিলো।

খানিক পর। ইয়াসির (রা.) এর জ্ঞান ফিরে এলো। সবাইকে তার সমর্থক দেখে আবু জেহেল ও উমর ইবনে হিশামকে সম্বোধন করে বললেন, বড়ই লজ্জার বিষয় আবু জেহেল, উমর। তোমরা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছো অথচ আমি তোমাদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ। খোদার কসম! কাল বা আজ আমি আম্মারকে দেখিনি। তার অবস্থা আমার মোটেও জানা নেই। অথচ অন্যায়ভাবে তোমরা আমার সাথে দুর্ব্যবহার আরম্ভ করেছো। এ বলে তিনি টলতে টলতে বাড়ির পথে পা বাড়ালেন।

ইয়াসির (রা.) ঘরে এসে দেখলেন, ঘরের সবকিছুই যেনো বদলে গেছে। ঘরের লোকদের চলা-ফেরা, উঠাবসা সবকিছুই যেনো এক নতুন

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

রূপ লাভ করেছে। স্ত্রী সুমাইয়ার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, যেনো রূপ কথার কোনো পরী তার ঘরে নেমে এসেছে। সুমাইয়া (রা.)-এর এমন মন ভোলানো কমনীয় রূপ-লাবণ্য দেখে ইয়াসির (রা.) নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারলেন না। তার কেবলই মনে হলো, একি সত্যিই তার সুমাইয়া না কোনো স্বর্গীয় অপ্সরী?

স্বামীকে আসতে দেখে সুমাইয়া (রা.) হাসতে হাসতে তার অতি নিকটে এসেই আবার দূরে সরে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আজ আমাদের কলিজার টুকরা আম্মার আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের শান্তি নিয়ে এসেছে।

স্ত্রীর কথায় ইয়াসির (রা.) এর চোখে এক রাশ বিস্ময় ঝরে পড়ে। নির্বাক দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন সুমাইয়া (রা.)-এর চেহারা পানে। তারপর বলেন-

ঃ পরকাল! কিসের পরকাল!! কি বলছো তুমি? আজ যে আমি একেবারেই এক ঘরে হয়ে গেছি। রাত হলে নানা প্রকার স্বপ্ন করে তোলে অস্থির, আর দিনের বেলা মানুষের অসদাচরণ করে তোলে দিশেহারা। আমি তোমাদের কারো কোনো কথাই বুঝতে পারি না।

ঃ আব্বাজান, শুকরিয়া আদায় করুন। আজ আমি আপনার জন্য সৌভাগ্যের পরশমনি নিয়ে এসেছি। যার ছোঁয়ায় সবকিছুই মূল্যবান সোনায় পরিণত হয়। বললো আম্মার (রা.) ।

ঃ কি বলতে চাস্ পরিষ্কার করে বলে ফেল্। বল তোর আসল উদ্দেশ্যটা কি? লোকে বলে তুই নাকি বেদ্বীন হয়ে গিয়েছিস্? সত্যি কি তাই? কমবখত্ কোথাকার! পিতা-মাতার উপর কি সাংঘাতিক মুসিবত নিয়ে এসেছিস তা কি একটু ভেবে দেখেছিস?

ঃ হ্যাঁ, আব্বাজান, আমি যা করেছি সব কিছু বুঝে শুনেই করেছি। আমি আপনার জন্য মুসিবত আনি নি। বরং এনেছি ইহকাল ও পরকালের মুক্তির সনদ। আপনার কাছে কেউ হয়তো বলেছে, আমি বেদ্বীন হয়ে গেছি। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তার সম্পূর্ণ উল্টো। কেননা প্রকৃত অর্থে আমি আজ অধর্ম থেকে ধর্মে ফিরে এসেছি। আমি তো সেই খোদার উপর ঈমান এনেছি যিনি আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছু সৃষ্টি

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

করেছেন, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন রহমত, বরকত ও পথ প্রদর্শক হিসেবে। যিনি আজ আমাদেরকে সরল পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। জীবন যাপনের প্রকৃতপন্থা আর মানবতার মুক্তির মূল ভিত্তিগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। তিনি নামাজের জন্য, সত্য কথা বলার জন্য এবং মিথ্যা ও পাপাচার থেকে দূরে থাকার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। তিনি আরও বলছেন, তার ধর্মে কালো সুন্দর, দাস প্রভূ, ধনী-গরিব ও আরব অনারবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই আল্লাহর বান্দা, একে অপরের ভাই।

আব্বাজান! তিনি বলেছেন, দেবদেবী মিথ্যে, মিথ্যে এসব হাতে গড়া মাটির পুতুল আর পাথরের মূর্তি। তার দাবি হলো, মৃত্যুর পর মানুষকে মহান আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে যাবতীয় কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। যারা সৎকর্মশীল, তারা পাবে মনিমুক্তার তৈরি সুরম্য বালাখানা পাবে চির শান্তির স্থান জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য নাফরমান তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে চির দুঃখের স্থান জাহান্নামে।

ইয়াসির (রা.) পুত্রের কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনলেন। প্রতিটি কথা তার হৃদয়ের মনিকোঠায় রেখাপাত করলো। চোখে মুখে ফুটে উঠলো খুশির আলো। আনন্দে উদ্ভাসিত হলো গোটা মুখ-মণ্ডল।

কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। মনে হলো চতুর্দশী শশীকে মেঘমালা ঢেকে দিয়েছে। তিনি অস্থির হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্ত্রী-পুত্র উভয়ে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন ইয়াসির (রা.)-এর দিকে। তারপর উভয়ে মিলে তাকে বিছানায় শোয়ায়ে সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তার সম্বিত ফিরে এলো। অস্থিরতা কমে গেলো। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বললেন হ্যাঁ, এই তো সেই জিনিস।

ঃ আব্বা! একি বলছেন আপনি? আমরা যে এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

ইয়াসির (রা.) কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। তার গলা শুকিয়ে বাকশক্তি যেনো রহিত হয়ে গেলো। অনেক চেষ্টার পর তার মুখ থেকে কথা বের হলো। চোখ থেকে টপটপ করে ঝরে পড়লো কয়েক ফোটা তপ্ত অশ্রু।

www.smfoundationbd.com

তিনি বললেন, এটাই তো আমার সেই চির বঞ্চিত জীবন জিজ্ঞাসার জবাব। বৎস আমার! আজ তুমি আমায় বহু পুরানো কথা গুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েছো। মানিক আমার! বিশ বৎসর বয়সে যখন আমি মক্কায় আসি, তখন আবু হুযাইফার সাথে আমার এসব কথা হয়েছিলো।

ঃ কি কথা আব্বাজান! একটু শোনান না আমাদেরকে।

ঃ হ্যাঁ, বলছি শোনো।

ঃ বলুন। স্ত্রী সুমাইয়া (রা.) বললেন।

ঃ আবু হুযাইফার সাথে অঙ্গীকার সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর সে আমাকে বলেছিলো- চলো কা'বা ঘরে যাই, দেবতাদের সাক্ষী বানাবো। তাদের সামনে গিয়ে উভয়ে শপথ নিবো। তখন আমি অস্বীকার করে বলেছিলাম, আমার মাবুদ এগুলো নয়। আমার মাবুদ এখনো খুঁজে পাচ্ছি না। আমি অন্য কাউকে মাবুদ বানালে সূর্য অথবা তারকারাজি কিংবা সমুদ্রকেই বানাতাম। কিন্তু ভেবে চিন্তে দেখলাম এরাও তো অপরের আদেশে চলে। এদের ক্ষমতা অসীম নয়, বরং সসীম, সীমিত ও সীমাবদ্ধ। আমার মাবুদের ক্ষমতা যে অসীম না হয়ে পারে না।

প্রিয় বৎস! আজ মুহাম্মদ (সা.) তোমায় যে বলেছেন, এগুলোরও একজন স্রষ্টা আছেন, তিনিই এদের সবাইকে পরিচালিত করেন; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস সেই তিনিই আমার হারানো ধন, তাকেই আমি যুগ যুগ ধরে খুঁজে ফিরছি।

এ টুকু বলে ইয়াসির (রা.) মাথানত করলেন। তার গণ্ডদেশ সিক্ত করে তখনো অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে অবিরতভাবে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবারও তিনি বললেন, পেয়েছি, হ্যাঁ পেয়েছি। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জিনিস এবার লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। আম্মার! এক্ষুণিই আমাকে মুহাম্মদ (সা.) এর দরবারে নিয়ে চলো। আমরা মুসলমান হয়ে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিবো।

পিতার কথায় আনন্দের আতিশয্যে জোড়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন হযরত আম্মার (রা.)। তার মুখে স্মিত হাসি। চেহারায় ফুটে উঠেছে পুলক স্পন্দন। তিনি কালবিলম্ব না করে তখনই

পিতাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুসলমান বানালেন এবং কিছু কথা বলে বিদায় দিলেন।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। এরই মধ্যে গোটা মক্কায় ছড়িয়ে পড়লো ইয়াসির পরিবারের ইসলাম গ্রহণের খবর। শুনলো কুরাইশ নেতৃবৃন্দও। এ সংবাদ শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো তারা। আবু জেহেল কতিপয় লোক নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হলো হযরত ইয়াসির (রা.) এর বাড়িতে। তারা হযরত আম্মার (রা.) এবং তার বুড়ো পিতা-মাতার পায়ে শিকল পড়িয়ে টেনে হেঁচড়ে ঘর থেকে বের করলো এবং একটি ছোট কামরায় নিয়ে আবদ্ধ করে রাখলো। সেই সঙ্গে তাদের বসবাস গৃহটি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিলো। হযরত ইয়াসির (রা.) তখন তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন দেখো, সুমাইয়া দেখো! আমার স্বপ্ন যে আজ আমার সামনেই বাস্তবায়িত হতে চলেছে। (অর্থাৎ স্বপ্নে তিনি গোটা মাঠ জুড়ে যে লেলিহান আগুনের শিখা দেখেছিলেন সেই আগুনের বাস্তব রূপ হলো কাফেরদের নিষ্ঠুর নিপীড়ন, নির্মম অত্যাচার ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর স্ত্রীপুত্র যেহেতু আগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন তাই তাদেরকে দেখানো হয়েছে সবুজ শ্যামল মনোমুগ্ধকর চারণভূমিতে।

ঃ ও কিছুই নয় আব্বা। এরপরেই তো আমাদের জন্য রয়েছে স্বর্গীয় বালাখানা আর মহান আল্লাহর দিদারের সৌভাগ্য। পিতার কথার জবাবে বললেন হযরত আম্মার (রা.)।

ইয়াসির পরিবারের উপর সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল অমানুসিক নির্যাতন। যে নির্যাতনের কথা শুনলে শরীরের লোমকূপে আগুন ধরে যায়। স্তব্দ হয়ে যায় মানুষের বিবেক।

পরদিন সকালে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এক জায়গায় জমায়েত হলো। আজ কোনো ব্যবসা সংক্রান্ত পরামর্শ নেই। কোনো গঠনমূলক কাজেরও কোনো প্রোগ্রাম নেই। আজ সকলের মুখেই এক কথা, এ আগুন আর বাড়তে দেওয়া যায় না। অঙ্কুরেই একে বিনাশ করতে হবে। বেদ্বীন মুসলমানদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগের শাস্তি কত কঠিন, কত মারাত্মক। সেদিন এ কথার উপর সভার সমাপ্তি ঘোষিত হলো।

সভা শেষ হওয়ার পর আবু জেহেল তার দলবল নিয়ে সোজা সেই কামরার সামনে এসে দাঁড়ালো যেখানে হযরত সুমাইয়া (রা.) তাঁর স্বামী ও পুত্র নিয়ে বন্দী অবস্থায় ছিলেন।

আবু জেহেলের নির্দেশে প্রথমে লোকেরা বন্দীদেরকে টেনে হেঁচড়ে ঘর থেকে বের করে আনলো। বন্দীরা ছিলো তখনো লোহার ভারী শিকল পরিহিত অবস্থায়। বাইরে আনার পর নিষ্ঠুর আবু জেহেল স্বয়ং তাদেরকে পিছন থেকে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে সামনের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো। এ অবস্থায় কয়েদীরা হাঁটতে গিয়ে হোচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আবু জেহেলের লোকজন তাদের দেহে তীর, তলোয়ার ইত্যাদি ধারালো অস্ত্র দিয়ে খোঁচা মেরে সারা শরীর রক্তাক্ত করে দিলো। সেই সঙ্গে তাদের দেহে একের পর এক পড়তে লাগলো কোড়ার প্রচণ্ড আঘাত। শুধু তাই নয়, এ নিষ্ঠুর পাষণ্ডরা তাদের দাড়ি ও চুল ধরে টেনে টেনে বাঁশি বাজিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে এগুতে লাগলো সামনের দিকে। যে পথ দিয়ে তারা বন্দীদের নিয়ে অগ্রসর হতো, সে পথেই এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখার জন্য লোকজন ভিড় জমাতো।

তবে আশ্চর্যের কথা হলো, এত নির্মম অত্যাচারের মধ্যেও জনতা লক্ষ্য করলো, বন্দীদের মুখে উহ্ শব্দটি পর্যন্ত নেই। তিন জনের মুখ হতেই স্বর্গীয় দীপ্তির মতো মুচকি হাসি চমকে উঠতে লাগলো। তাদের মধ্যে সামান্যতম অস্থিরতা নেই। নেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার লেশ মাত্রও।

মজলুমের কাফেলা জালেমদের সাথে সামনে এগিয়ে চললো। চলতে চলতে মক্কার বাইরে এক বালুকাময় ময়দানে এসে সকলেই থেমে গেলো। এমন সময় আবু জেহেল হঠাৎ হযরত ইয়াসির (রা.) এর সামনে এসে বিদ্রূপের সুরে বললো-

ঃ কি হে বুড়ো! আজো কি তুমি বনি মাখযুমের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ?

ঃ তুমিই তো আমাদের উপর অন্যায়ভাবে অকথ্য নির্যাতন করে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে ফেলেছো। সুতরাং আমার উপর আর সেই সন্ধি চুক্তির এতটুকুন জিম্মাদারীও নেই।

ঃ তবে কি তুমি আমাদের সন্ধি চুক্তি থেকে আযাদ হয়ে গেলে?

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আযাদ। পুরোপুরি আযাদ। তোমাদের মূর্তি পূজা, তোমাদের দাসত্ব তোমাদের অধীন সবকিছু হতে আমরা বিলকুল আযাদ। সম্পূর্ণ স্বাধীন।

আবু জেহেলের চেহারায় উন্মুক্তভাব ফুটে উঠে। চোখ দুটো জ্বলে উঠে ক্রুদ্ধ সিংহের মতো। প্রতিহিংসার এক তীব্র জ্বালা তার অন্তরে দাহ সৃষ্টি করে চলে। সঙ্গে সঙ্গে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে হযরত ইয়াসির (রা.) -এর উপর। আঘাতের প্রচণ্ডতায় মরদে মুজাহিদের তপ্ত লহুতে লাল হয়ে যায় মরুর বালুকণা।

আবু জেহেলের দেখাদেখি তার সাথীদের মধ্যেও জেগে উঠে হিংস্র ভাব। তারাও দেহের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অপর দুই অসহায় বন্দীর উপর। একের পর এক আঘাত হেনে লালে লাল করে দেয় তাদের পবিত্র দেহ।

খানিক পর শুরু হয় নির্যাতনের নতুন অধ্যায়। আবু জেহেল বন্দীদের মাটির উপর চিৎ করে শোয়ায়। এ সময় তার সঙ্গীরা তরবারী বর্শা ইত্যাদি আগুনে পোড়ায়ে লাল করে তাদের পিঠে, বুকে মুখে দাগ দেওয়া শুরু করে। সেই সঙ্গে ভারী ভারী পাথর এনে চাপা দেয় বুকের উপর। মুখের উপর রেখে দেয় পানি ভর্তি বড় বড় পানির মশক।

এ কঠোর সাজার ব্যবস্থা করে আবু জেহেল হাঃ হাঃ হাঃ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। সে হাসির প্রতিধ্বনি নিস্তব্দ মরুভূমি প্রকম্পিত করে তোলে। গাছের পাতাগুলো যেনো থরথর করে কেঁপে উঠে। পাখিগুলো উড়ে উঠে আকাশে।

হাসির রোল শেষ হলে পাষণ্ড আবু জেহেল বন্দীদের কান্না এবং উহ আহ শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করতে তাকে। কিন্তু মরদে মুমিনদের মুখে একটু বিরক্তি বা কষ্টের ভাবটুকুন পর্যন্ত দেখা গেলো না। নেয়ামতের আশায় আজ যেনো তাদের শরীরের প্রতি কোনো খেয়াল নেই। নেই এ জগতের কোনো কিছুর উপর আগ্রহ কিংবা আকর্ষণ।

এক সময় মক্কা নগরীর পরিবেশটা ছিল শান্তিপূর্ণ। সারাদেশ পাপাচারে ডুবে থাকলেও পবিত্র কা'বার সম্মানার্থে এখানে তারা মানবতা বিরোধী কোনো কার্যকলাপ করতো না। কিন্তু সেই পবিত্র নগরী আজ আর তেমন নেই। হত্যা, জিঘাংসা, অত্যাচার, উৎপীড়ন আজ সেখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে সুমাইয়া, ইয়াসির, আম্মার, বিলাল, খাব্বাব ও সোহায়েল (রা.) সহ আরোও কতিপয় নও মুসলিমের উপর এমন বর্বর ও অমানবিক আচরণ শুরু হলো, যার নজির দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। কুরাইশ

গোত্রের কতিপয় লোক মুসলমানদের উপর এ উৎপীড়নকে তাদের খেলার সামগ্রী হিসেবেই গ্রহণ করেছিলো। তারা অত্যাচারিতদের করুণ আর্তনাদ দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। যন্ত্রণায় হা হুতাশ আর ছটফট করতে দেখলে তাদের মন খুশিতে ভরে উঠতো।

জুলুম নির্যাতনের ক্ষেত্রে আবু জেহেলের ভূমিকা ছিলো সবচেয়ে বেশি। তার নির্মম ও নিষ্ঠুর নিপীড়ন দেখে কুরাইশ যুবকেরা পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করে বেড়াতো। এতে আবু জেহেল উন্মুক্ত হয়ে অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিতো।

একদিন হারিস ইবনে হিশাম তার বন্ধু ইকরামা ইবনে আবু জেহেলকে বললো, তোমরা তো ইয়াসিরের স্ত্রী সুমাইয়ার অবস্থা দেখ নি। সে এক মজার ব্যাপার। তার উপর যখন শপাং শপাং বেত্রাঘাত পড়ছিলো, তখন সে কেচোর মতো গড়াগড়ি খাচ্ছিল। তার মসৃন তেল তেলে শরীরটা চকমক করছিলো। কিন্তু মুখ থেকে তার টু শব্দটি পর্যন্ত বেরুলো না। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো না এক ফোঁটা অশ্রুও। তোমরা তো দেখ নি, আমরা যখন তাকে ডান দিক থেকে লাথি মারতাম, তখন সে ধড়াস করে বাম দিকে পড়ে যেতো। আবার দাঁড়াবার জন্য হাতের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা মাত্রই কলের পুতুলের মতো সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতো। আবার বেত্রাঘাত পড়তো শপাং শপাং। এভাবে গোটাদিন চেষ্টা করেও তার চোখে পানি বা মুখ হতে একটি কথা বের করতে পারি নি। অথচ আমার ধারণা, বেত্রাঘাতের সাথে ওর দেহের সমস্ত রক্তই বের হয়ে গেছে।

ইকরামা বললো, আমার নিকট সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হলো, তার বুড়ো স্বামী ইয়াসিরের ব্যাপারটা। আব্বুর কোড়ার আঘাতে তার শরীরের সমস্ত মাংস ছিড়ে বের করে আনা হলো। জ্বলন্ত অংগারে ফেলা হলো। পানিতে ডোবানো হলো। তবুও তার দ্বারা আমাদের দেবদেবীর পক্ষে একটি কথাও বের করা সম্ভব হলো না।

তার পুত্র আম্মার কিন্তু সমস্ত অত্যাচার অটল অবিচল আর অনড়ভাবে সহ্য করলো। একটু শব্দ করলো না। একটু নড়াচড়াও করলো না। যেন একটা পাথরখণ্ড মাটিতে পড়েছিলো আর কি? কিন্তু যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করলো, তা হলো তার মুচকি হাসি। যত অত্যাচার,

যেখানে যা আছে

যত নির্মমতাই আর প্রতি প্রদর্শন করা হলো, জবাবে সে শুধু এক টুকরো মুচকি হাসিই উপহার দিলো। তার হাসির দৃশ্য বোধ হয় জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবো না। এমন অত্যাচারিত হয়ে মানুষ কিরূপে হাসতে পারে তা আমার বুঝেই আসে না। বললো হারিস ইবনে হিশাম।

একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমান (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাওয়ার সময় পথিমধ্যে ইয়াসির পরিবারের লোকজনের দূরবস্থা দেখতে পেলেন। এ সময় তাদের হাতে পায়ে লোহার শিকল লাগিয়ে তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে চিৎ করে শোয়ায়ে বুকের উপর বড় বড় পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিলো। সেই সঙ্গে একটু পর পর নিষ্ঠুর কাফেরগণ তাদের আগুনে পোড়ানো বর্শা আর তলোয়ারের অগ্রভাগ দিয়ে খোচা মেরে তাদের মুখ দিয়ে দেব দেবীর প্রশংসা বাক্য বের করার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু এত চেষ্টা করেও তাদের মুখ থেকে একটা কথা পর্যন্ত বের করতে পারলো না। শাস্তির ভয়, আগুনের দহন, অস্ত্রের আঘাত কোনো কিছুতেই কাজ হলো না। আল্লাহর ভয় যেনো তাদের অন্তর থেকে সকল ভয় দূর করে দিয়েছে।

এ নির্মম অত্যাচার চলাকালে হঠাৎ হযরত ইয়াসির (রা.) এর দৃষ্টি পড়লো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পরকালের অবস্থা কি এমনই হবে?

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না হে ইয়াসির পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। বেহেশত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শেষ হওয়ার পর হযরত সুমাইয়া (রা.) এই প্রথমবারের মতো মুখ খুললেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, হে মহামানব! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ পাকের ওয়াদা সম্পূর্ণ সত্য।

আম্মার (রা.) এর মুখ থেকেও সেদিন প্রথমবারের মতো তারা শুনলো, ওহে আল্লাহর দুশমনরা! যেভাবে ইচ্ছে হয় শাস্তি দাও। আমাদের কোনো পরওয়া নেই। বেহেশত যে আমাদেরই অপেক্ষায়।

মুমিনদের এ দৃঢ়তাপূর্ণ উক্তিতে কাফেরদের রাগ আরো চরমে পৌঁছলো। আর সাথে সাথে তাদের উপর নতুন করে এমন নির্দয় ও নিষ্ঠুর আচরণ করলো, যা কলমের দ্বারা ব্যক্ত করা কলমের পক্ষেও দুষ্কর।

www.smfoundationbd.com

কয়েকদিন পর। এক দুপুরে কুরাইশদের সভা বসেছে। বিশেষ জরুরি সভা। আবু জেহেল স্বয়ং এ সভা আহবান করেছে। শুরুতেই আবু জেহেল বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো। তারপর সগর্বে মিথ্যে ভাষণ দিল। বললো, উপস্থিত জনতা! আবু জেহেলের জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। সে আজ সার্থকভাবে নিজেকে দরবারে দাঁড় করাতে পেরেছে। আজ ইয়াসির পরিবারের লোকদের মুখ দিয়ে দেবদেবীর স্বপক্ষে কথা বের করতে পেরেছে। সক্ষম হয়েছে মুহাম্মদকে গাল দেওয়াতে।

জয়..... লাত ওজ্জার জয়। জয়..... হোবল দেবতার জয়।

এ সময় উতবা ইবনে রবিয়া দাঁড়িয়ে বললো, না, আবুল হাকাম না। তোমার এ কথা ভিত্তিহীন। উপস্থিত কেউ এমন কথা শুনে নি। ইয়াসির বড় সাংঘাতিক লোক। মরে গেলেও সে এমন কথা বলবে না। এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

ঃ আমি যদি এর প্রমাণ দিতে পারি? পারি যদি তোমাদের সামনেই তাদের মুখ থেকে দেবদেবীর প্রশংসা বাণী আদায় করতে?

ঃ বাদ দাও আবুল হাকাম, বাদ দাও। ইয়াসির পরিবারের মুখ থেকে ইচ্ছে মতো কথা বের করা, এ কি কোনো চাট্টিখানি কথা? হয়তো নিষ্ঠুরতার নির্মম সাক্ষী হয়ে এরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে। বললো উতবা ইবনে রাবিয়া।

ঃ আবারও বলছি, যদি পারি?

ঃ তবে আমার পক্ষ থেকে পাবে বিশটি উট পুরস্কার।

ঃ আমার পক্ষ থেকেও বিশটি। বলল শাইবা ইবনে রবিয়া।

ঃ কথা ঠিক থাকবে তো?

ঃ অবশ্যই।

সেদিন আবু জেহেল সঙ্গে সঙ্গে সভা শেষ করে বাজি জিতার লক্ষ্যে ইয়াসির পরিবারের কাছে উপস্থিত হলো। সেদিনকার মতো নির্মম অত্যাচার দুনিয়ার ইতিহাসে এর আগে কেউ কোনোদিন দেখেনি। সে ছিলো অত্যাচারের এমন এক নির্মম কাহিনী যে কাহিনী লিখতে কলম কেঁপে উঠে। শরীরের লোমকুপে শিহরণ জাগে। মনের অজান্তেই মুখ থেকে বের হয়- মানুষ কেন, কোনো পশুর উপরও এ ধরনের হিংস্র আচরণ দেখে কেউ কোনোদিন অশ্রু সংবরণ করতে পারবে না।

যেখানে যা আছে

আবু জেহেল সেই পঙ্কিল ভূমিতে এসে দেখলো, এক স্থানে গভীর গর্ত খনন করে তা পানি দিয়ে ভরে রাখা হচ্ছে। এক পাশে আগুনের লেলিহান শিখা দাও দাও করে জ্বলছে। লৌহাস্ত্রগুলো লালে লাল করা হচ্ছে আগুনে পুড়ে। আর অপর পাশে হাত পা বাধা অবস্থায় সেই তিন মর্দে মুমিন কর্তিত গাছের মতোই রাস্তার পাশে পড়ে আছে।

সেখানে এসে হুকুম করা মাত্রই সুমাইয়া, ইয়াসির ও আম্মার (রা.) কে আবু জেহেলের পায়ের কাছে ছুড়ে ফেলা হলো। সে অসহায় বন্দীদের মুখে তখনো বিরামহীনভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হচ্ছে। এ অবস্থা দেখে আবু জেহেল হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তাদের শরীরে এলোপাতাড়ি কোড়া মারতে লাগলো। তারপর উত্তপ্ত লোহাস্ত্র দিয়ে সাড়া শরীরে দাগ দিয়ে পানিতে ডুবিয়ে ধরলো। এতে বন্দীদের শ্বাস বন্ধ হয়ে রক্ত বমি শুরু হলো। অতঃপর পানি থেকে উঠিয়ে কিছুক্ষণ রাখতেই তাদের মুখ থেকে বের হলো- ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

আবু জেহেল এবার আরও উম্মাদ হয়ে গেলো। সে সুমাইয়া (রা.) এর নিকট এসে বললো, এভাবেই তোকে মরতে হবে যদি না আমাদের দেব দেবীর প্রশংসা ও মুহাম্মদের কুৎসা তোর মুখ থেকে বের হয়। মনে রাখিস, মুহাম্মদ ও তার ধর্ম না ছাড়লে তোর ভাগ্যে আজ বিকালের দেখাও না জুটতে পারে।

উত্তরে হযরত সুমাইয়া (রা.) দৃঢ় অথচ কোমল কণ্ঠে বললেন, তোর ভণ্ড খোদারা জাহান্নামে যাবে। মৃত্যুই তো আমার সবচেয়ে প্রিয়। মরে গেলে তো কমপক্ষে তোর এ কুৎসিত চেহারা দেখা হতে মুক্তি পাবো।

সুমাইয়া (রা.) এর কথায় উতবা ও শাইবা হো হা করে হেসে উঠলো। আবু জেহেল পাগল প্রায় হয়ে সুমাইয়া (রা.) এর পেটে সজোরে লাথি মারলো। তিনি লাথির প্রচণ্ড আঘাতে একদিকে ছিটকে পড়লেন। লোকজন আবার তাকে উঠিয়ে এনে আবু জাহেলের পায়ের কাছে রাখলো। পাষণ্ড আবু জেহেল আবারো লাথি চালালো। এভাবে বেশ কয়েকবার চললো। হযরত সুমাইয়া (রা.) ধৈর্যের পাহাড় হয়ে সব অত্যাচার সহ্য করলেন। মুখে বললেন, আল্লাহর দুশমন! তোর মাবুদ জাহান্নামে যাবে।

উম্মাদ আবু জেহেল আরো উম্মাদ হলো। সে এবার অকথ্য ভাষায়

www.smfoundationbd.com

গালিগালাজ শুরু করলো এবং এক পর্যায়ে একটি ধারালো বর্শা হাতে নিয়ে হযরত সুমাইয়া (রা.) এর শরমগাহে সজোরে নিক্ষেপ করলো। একটা করুণ আর্তনাদ দুনিয়ার বায়ূমন্ডলে প্রতিধ্বনিত হলো, আল্লাহ! তুমি সাক্ষী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু.....। তারপর কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে নীরব হয়ে গেলো হযরত সুমাইয়া (রা.) এর পবিত্র দেহ। ইসলামের ইতিহাসে সোনালী কাহিনী প্রথম লিখিত হলো বীরঙ্গনা সুমাইয়ার (রা.) রক্তে। ইসলামের খাতিরে তিনিই হলেন সর্বপ্রথম শাহাদত বরণকারিণী।

মায়ের মৃত্যুতে আম্মার (রা.) শোকাহত হয়ে চিৎকার দিয়ে বললেন, রে আবু জেহেল! তুই আমার মাকে জানে মেরে ফেললি? তোর উপর আল্লাহর গজব! তোর মাবুদ জাহান্নামে যাক। আমাদের রাসূল তোর জন্য জাহান্নাম আর আমার শহীদ মায়ের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

ইয়াসির (রা.) বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই জাহান্নামের ইন্ধন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য.....।

আবু জেহেল আর বলবার সুযোগ দিলো না। তার পেটের উপর প্রচন্ড বেগে লাথি চালালো। ফলে ইয়াসির (রা.) এর মুখ দিয়েও বের হলো একটা করুণ চিৎকার- আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূল.....।

শেষ। তারপর সব শেষ। ইসলামের ইতিহাসে শহীদি রক্তে গোসল করে চির বিদায় গ্রহণ করলেন এক দম্পত্তি।

প্রিয় পাঠক ভাই ও বোনেরা! ইসলামের খাতিরে যে সব মহাপ্রাণ পুরুষ ও নারী অপরিসীম দুঃখ যাতনা ভোগ করেছেন হযরত সুমাইয়া বিনতে খাইরাত (রা.) তাদের মধ্যে অন্যতম। স্বামী ইয়াসির ও পুত্র আম্মার (রা.) ও ঐ একই পথের পথিক ছিলেন। তাদের মজবুত ঈমান ও অপরিসীম ধৈর্য সত্যি এক ঈর্ষান্বিত বিষয়। আল্লাহপাক আমাদেরকেও অনুরূপ ঈমান নসীব করুন এবং দীনের জন্য যে কোনো প্রকার কষ্টকে অম্লান বদনে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূত্র ঃ আল ওয়াদুল হক।

www.smfoundationbd.com

১০

২১৪

এক নির্যাতিতা বোনের করুণ ফরিয়াদ

এক জানবাজ ইরাকী যোদ্ধা। তার একমাত্র বোন ফাতিমা। বোনটির বয়স সতের কি আঠার হবে। একদিন মার্কিন সৈন্যরা ওই ইরাকী জানবাদ মুজাহিদকে পাকড়াও করার জন্য তার বাড়ি ঘেরাও করে। তল্লাশী চালায় ঘরের প্রতিটি কক্ষে। সকল গোপন স্থানে। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারেনি সে কোথায় আছে। ভাইকে না পেয়ে হিংস্র হায়েনাগুলো অবশেষে যুবতী বোনটিকেই ধরে নিয়ে যায়। তারপর তার উপর চালায় পাশবিক নির্যাতন।

ফাতেমাকে ইরাকের আবু গারিব কারাগারে রাখা হয়। সেখানেই তার জন্য রচিত হয় জীবনের কলঙ্কিত অধ্যায়। চালানো হয় নিষ্ঠুর নিপীড়ন। শুধু ফাতেমাই নয় তার মতো আরোও বেশকিছু যুবতীকে একই পাশবিকতার সম্মুখীন হতে হয়।

নির্যাতিতা ফাতেমা বহুকষ্টে একটি চিঠি লিখে। তারপর উহা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে পাঠাতে সক্ষম হয় ইরাকী যোদ্ধাদের কাছে। ফাতেমার চিঠি পেয়ে ইরাকী যুদ্ধারা দুঃসাহসী হামলা চালায় আবুগারিব কারাগারে। যার উদ্দেশ্য ছিল ফাতেমাসহ অন্যান্য বন্দী ইরাকীদের উদ্ধার করা। ফাতেমা তার চিঠিতে লিখেছে-

মহান করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

বলুন, তিনি আল্লাহ এক আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি। এবং তার সমকক্ষ আর কেউ নেই। (সূরা ইখলাছ)

www.smfoundationbd.com

প্রিয় ইরাকী মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা। চিঠির শুরুতেই আমি সূরা ইখলাসের উদ্ধৃতি দিলাম। কারণ, এই সূরায় মহান আল্লাহর পরিচয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমার বিশ্বাস প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে এই সূরাটি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে।

হে আল্লাহর পথে লড়াইকারী প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা! আপনাদের কাছে বলার মতো কিছুই নেই আমার। আছে শুধু চোখের তপ্ত অশ্রু, হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ ও কিছু অব্যক্ত বেদনা। যে বেদনা কেবল অনুভব করা যায়, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। প্রিয় ভাইয়েরা আমার, জীবনের এক কঠিন সন্ধিক্ষণে আপনাদের কাছে চিঠি লিখছি। যে চিঠি কলমের কালি দিয়ে লেখা মনে হলেও মূলতঃ তা হৃদয় থেকে ক্ষরিত রক্ত দিয়েই লেখা।

সম্মানিত মুজাহিদ যোদ্ধারা! আমি এক অসহায় নারী। মার্কিন নরপিশাচরা আমার জীবনের সমস্ত স্বপ্ন সাধ ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। শুধু আমি নই, আমার মতো অসংখ্য যুবতীকে বরণ করতে হচ্ছে একই পরিণতি। মানবরূপী এ হায়েনাগুলো প্রতিদিন আমাদের উপর যে নির্মম ও পাশবিক আচরণ করছে তা প্রকাশ করার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই। শুধু এতটুকু বলি, আমরা আজ হিংস্র হায়েনাদের সন্তান পেটে ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রিয় ভাইয়েরা! আমি আপনাদের সহোদর বোন না হলেও ধর্মীয় সম্পর্কের বোন। এ কারাগারে বন্দী হওয়ার পর আমার এমনও দিন গিয়েছে যেদিন আমাকে পাষণ্ডদের হাতে একবার দুইবার নয়, নয় বার সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হয়েছে। এতে একটি দুর্বল নারীর অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে তা কি আপনারা ধারণা করতে পারেন? আচ্ছা কল্পনা করুন তো, আপনার আপন বোনকে যদি এভাবে শ্লীলতাহানির শিকার হতে হতো, তবে কেমন লাগতো আপনার। আমার মতো তেরটি মেয়ে রয়েছে কারাগারের এই প্রকোষ্ঠে। সকলেই অবিবাহিতা। শয়তানরূপী মার্কিন পশুরা আমাদের সম্ভ্রমহানী করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা আমাদের দেহ থেকে যাবতীয় পোষাক কেড়ে নিয়েছে। শত অনুনয় বিনয় করেও তাদের কাছ থেকে পোষাকগুলো ফেরত পাই নি। ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করে দেখুন তো! কতিপয় যুবতী নারী যদি পুরুষদের সামনে বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকে তবে তাদের মানসিক অবস্থাটা কেমন হতে পারে? মানুষ নামের কলঙ্ক মার্কিন সৈন্যরা প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সামনেই আমাদের ইজ্জত কেড়ে নেয়। এই হচ্ছে আমাদের এখনকার দিনলিপি।

প্রিয় ভাইগণ! আমাদের একটি মেয়ে নির্যাতন সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সম্ভ্রম হানির পর এক মার্কিন সৈন্য তার বুক ও উরুতে প্রচণ্ড

আঘাত করে। তারপর তার উপর চালায় এমন পাশবিক নির্যাতন যা ভাবতে গেলেও গা শিউরে উঠে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। মহান আল্লাহপাকও তাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা রাখি। কারণ তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

প্রিয় ভাইয়েরা! যে ভয়াবহ নিষ্ঠুর নিপীড়নের কথা, যে অপমান আর লাঞ্ছনার কথা, যে যন্ত্রণা আর বেদনার কথা কোনোদিন ভাবতে পারি নি আমরা, সেই নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা সেই অপমান ও যন্ত্রণা অহরহ ভোগ করতে হচ্ছে আমাদেরকে। কারাগারে প্রতিদিনই আমাদের উপর নির্মম আচরণ করা হয়। মার্কিন সৈন্য নামধারী হায়েনাগুলোর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ আর বর্বোরোচিত আক্রমণে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা লাঞ্ছিত হচ্ছি। পশুগুলো আমাদের কামরায় প্রবেশ করেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের উপর। ছিঁড়ে ফেঁড়ে খেতে চায় আমাদের। ভোগ করতে চায় ইচ্ছে মতো। তারা চায় তাদের আঙ্গুলের ইশারায় উঠাবসা করি। আনন্দে মাতিয়ে রাখি তাদের অপবিত্র অন্তরগুলোকে। পশুগুলোর অত্যাচার থেকে একটি রাতও আমরা রেহাই পাই না। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা আবু গারিব কারাগারে হামলা করুন। আমাদের সহ সবাইকে ধুলোয় মিশিয়ে দিন। ট্যাংক আর জঙ্গী বিমানকে পরোয়া না করে ছুটে আসুন। আমাদের প্রতি মায়া রাখবেন না। কারণ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের সহ তাদের মেরে ফেলুন। আমরা আল্লাহর ভয়ে যে সতিত্ব সম্ভ্রম হেফাজত করেছি এ যাবত, তা যখন এ নরপশুদের হাতে খুইয়ে ফেলেছি, তখন আর বেঁচে থাকার কোনো সাধ নেই আমাদের। আমরা যে কুরআনকে গলায় ঝুলিয়ে রাখি, সম্মান করি সীমাহীন, সেই কুরআন তারা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে পায়ের তলায় পিষ্ঠ করে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় এখানে সেখানে সর্বত্র। প্রিয় ভাইয়েরা! আমি সকলের পক্ষ থেকে আবারও অনুরোধ করে বলছি, তাদের হত্যা করুন। তাদের সমূলে ধ্বংস করুন। বুঝিয়ে দিন ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার শাস্তি কত কঠিন, কত ভয়াবহ। আপনারা আমাদের জন্য মোটেও চিন্তা করবেন না। আপনাদের হামলায় যদি আমরা মরেও যাই তাতেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। নেই কোনো পরওয়া। কারণ এতেই আমরা শান্তি পাবো। মৃত্যুর মাধ্যমেই আমরা মুক্তি পেতে চাই এই জাহান্নামের ভয়ঙ্কর বিভীষিকা থেকে। ভাইয়েরা সব শেষে আবারো বলছি আমাদের সাহায্য করুন, সাহায্য করুন, মুক্তি দিন এই নরক থেকে। ইতি-

আপনাদেরই এক নির্যাতিত বোন

-ফাতিমা

www.smfoundationbd.com

ফাতিমার চিঠি পাওয়ার পর ইরাকী যোদ্ধাদের অন্তরে আগুন ধরে যায়। উষ্ণ হয়ে উঠে ধমনীর রক্ত। তড়িৎ গতিতে পরিকল্পনা নেয় তারা। তারপর দিনক্ষণ ঠিক করে ১০০ ইরাকী যোদ্ধা আবু গারিব কারাগারে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এতে মার্কিন সৈন্যরা কারা কম্পাউন্ড থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ধ্বসে যায় কারাগারের একটি দেয়াল।

এ খবর মাখফারাত আল ইসলাম, বাগদাদ প্রতিনিধির এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। তবে পত্র লেখিকা ফাতিমা এবং তার সঙ্গে থাকা অন্যান্য মেয়েদের ভাগ্যে কি জুটেছে তা জানা যায় নি।

ইসলামপন্থি যোদ্ধাদের একটি ওয়েবসাইটে ফাতিমার চিঠির জবাব দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে "দুঃখিত বোন! আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষ নই। সত্যিই যদি মানুষ হতাম, তাহলে তোমার চিঠির জবাবে এতো দিনে আমরা আবু গারিব কারাগার ধুলোয় মিশিয়ে দিতাম। আসলে এখন সত্যিকার মানুষের সংখ্যা কমে গেছে একেবারে।"

প্রিয় পাঠক! আজকের এই সভ্য পৃথিবীতে অসংখ্য মুসলিম নারীর করুণ আহাজারীতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। তাদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে কত মাঠ, কত জমিন! কিন্তু তারপরও মুসলমানদের আজ বোধোদয় হচ্ছে না। এগিয়ে আসছে না ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল তাগুতি শক্তির মোকাবেলা করতে। তবে কি মুসলমানরা ভুলে গেছে রাসূল (সা.)-এর সেই হাদীস!

"সমস্ত মুসলমান একটি দেহের ন্যায়। যার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে অন্য অঙ্গগুলো দুঃখ প্রকাশ করে।"

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শক্তি দাও। সাহস দাও। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দাও। হিম্মত দাও সকল কুফরি ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় শক্ত হয়ে দাঁড়াতে।

সূত্র ঃ মাখফারাত আল ইসলাম, বাগদাদ।

www.smfoundationbd.com

১১

২১৫

সাহসী মায়ের অমর কাহিনী

কাদেসিয়ার বিশাল প্রান্তর। ৬৩৫ খিস্টাব্দ। মোতাবেক ১৬ হিজরি। মুসলমান ও কাফের সৈন্যদের পদভারে কাদেসিয়ার প্রান্তর আজ প্রকম্পিত। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজার। তাদের সেনাপতি হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)। কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার। অস্ত্র সস্ত্রে পূর্ণ সুসজ্জিত। সেনাপতি তাদের মহাবীর রুস্তম।

কাদেসিয়ার যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য ঈমানের অগ্নি পরীক্ষার এক কঠিন জিহাদ। এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন মহিলা সাহাবী হযরত খানসা (রা.)। তিনি ছিলেন নজদের অধিবাসী। প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণতা আর অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারিণী। সেই সঙ্গে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হিসেবে। তার কবি প্রতিভার প্রশংসা করতে গিয়ে উসদুল গাবা প্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন, সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, খানসা (রা.)-এর আগে বা পরে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি আর কেউ ছিল না। উমাইয়া যুগের প্রসিদ্ধ কবি জারীরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এ যুগের সবচেয়ে বড় কবি কে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, খানসা না হলে আমি হতাম।

মক্কার আকাশে রিসালাতের সূর্য উদিত হয়ে চারদিকে যখন আলোর আভা বিকিরণ করছিল তখন সে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল মরু আরবের সেই বিখ্যাত মহিলা কবি বিবি খানসার চক্ষুও। তাই পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্যের সাথে মদীনায় আগমন করে দয়ার নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনিও আশ্রয় নিয়েছিলেন ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ তার কবিতা শুনেন এবং তার কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ ও বিমোহিত হন।

www.smfoundationbd.com

হযরত খানসা (রা.) শুধু যে একজন কবি ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন একজন বীরঙ্গনা নারীও। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা যুগ যুগ ধরে আগত নারী জাতির জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। তিনি যখন কাদেসিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে শরিক হন, তখন তিনি একাই শরিক হন নি, কলিজার টুকরা চার পুত্রকেও সঙ্গে নিয়ে যান। শুধু তাই নয়, পুত্ররা যাতে আকাশসম হিম্মত নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করে, কোনো অবস্থাতেই যেন পিছু না হটে সেজন্য তিনি যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে ছেলেদের উদ্দেশ্য করে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। তিনি তাঁর অগ্নিঝরা বক্তব্যে বলেন-

হে আমার কলিজার টুকরা সন্তানেরা! তোমরা আনন্দচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেছো। নিজ খুশিতেই হিজরত করেছো। সেই খোদার কসম করে বলছি যিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই- যেমনিভাবে তোমরা এক মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছো, ঠিক তেমনিভাবে তোমরা এক পিতার সত্য সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে ছলনা কিংবা প্রতারণা করি নি। নিজ চরিত্রের দ্বারা তোমাদের মাতুল গোত্রকেও যেমন লাঞ্ছিত করি নি তেমনি কলঙ্কিত করি নি তোমাদের বংশ গৌরবকেও। তোমাদের বংশধারা নিষ্কলুষ, নিষ্কলঙ্ক।

প্রিয় সন্তানেরা! তোমাদের জানা আছে আল্লাহর পথে জিহাদ করার ছওয়াব কত বেশি। মনে রেখো, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। সকলকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতেই হবে। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। সে জীবন একবার শুরু হলে কখনো তা শেষ হবে না। উপরন্তু দুনিয়ার জীবন অপেক্ষা আখেরাতের জীবন অনেক উত্তম। তাই ভীরু কাপুরুষের মতো মৃত্যুবরণ না করে বীর বাহাদুরের মতো জিহাদের ময়দানে শহীদ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

স্নেহের ছেলেরা! শুনো, এ হচ্ছে কাদেসিয়ার রণাঙ্গন। কঠিন পরীক্ষার সময় এখন। আগামীকাল সকালে তোমাদের যুদ্ধের ময়দানে যেতে হবে। আমি চাই, তোমরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হও। দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহর সাহায্য নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হও। যুদ্ধের লেলিহান শিখা যখন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে, তোমরা তখন জীবনের মায়া ত্যাগ করে শত্রু বাহিনীর উপর

যেখানে যা আছে

পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভীরু কাপুরুষের মতো হিম্মতহারা হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসবে না।

পরদিন যুদ্ধ শুরু হলে মায়ের উপদেশ অনুযায়ী ইসলামের এই সূর্য সৈনিকরা আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর ইতিহাসের পাতায় জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন অসীম শৌর্যবীর্য আর অপরিসীম সাহসিকতার। তাদের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় জিহাদের ময়দান। আল্লাহর রাহে শহীদ হন একে একে চার ভাই-ই। সকলেই আস্বাদন করেন শাহাদাতের পিয়ালা।

সন্ধ্যা হয় হয় অবস্থা। কিছুক্ষণ পূর্বে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়েছে। শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছে পারস্য সম্রাটের বিশাল বাহিনী। সেই সঙ্গে নিহত হয়েছে পারস্য সম্রাটের অহংকার মহাবীর রুস্তমও।

এদিকে বিধবা নারী খানসা (রা.) পুত্রদের আগমন অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। দেখছেন- অনেক মা, বোন তাদের স্বামী, সন্তান ও ভাইদের নিয়ে ফিরে আসছে। তারা আনন্দ প্রকাশ করছে। কিন্তু তাঁর পুত্ররা আসছে না। মুজাহিদের দল আসে, আবার চলে যায়, কিন্তু সেখানে তাঁর ছেলেদের কোনো দেখা নেই।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর এক সময় তিনি খবর পেলেন তার চারটি ছেলেই দীনের জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শহীদের মর্যাদা লাভ করেছেন।

এ সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে কবি খানসা (রা.)-এর চেহারায় হাসির ভাব ফুটে উঠলো। মুজাহিদরা ভাবলো, চার পুত্র হারানোর শোকে মহিলা বোধ হয় পাগল হয়ে গেছেন। এখনই তিনি দুঃখের ভার সইতে না পেরে কাপড় ছিঁড়তে শুরু করবেন। রক্তাক্ত করে দিবেন মাথাটাকে পাথরে ঠুকে ঠুকে।

কিন্তু ক্ষণকাল পর সকলকে অবাক করে দিয়ে হযরত খানসা (রা.) বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমার ছেলেদের শাহাদতের অসিলায় আমাকে ইজ্জত দান করেছেন। আজ আমার মহা আনন্দের দিন। আমার মতো ভাগ্যবতী মা আর কে আছে? আমার চার সন্তানকে আমি বিনা হিসাবে জান্নাতে পাঠাতে পেরেছি। এদেরকে গর্ভে

www.smfoundationbd.com

ধারণ করে আমার নারী জীবন স্বার্থক হয়েছে। হে আল্লাহ! তুমি আমার চার পুত্রকে কবুল করে শহীদের মা হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছো। এ আনন্দ আমি রাখব কোথায়? হে রাহমানুর রাহীম! কিয়ামতের মাঠে আমি গর্ব করে বলবো, আমি চার শহীদের মা। আমি তোমার নিকট এ আশা পোষণ করি যে, ছেলেদের সাথে আমাকেও তুমি আপন রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করবে।

সম্মানিত মা ও বোনেরা! উল্লেখিত ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল, পৃথিবীর বুকে আল্লাহর এমন বাদীও রয়েছেন যিনি আপন চারজন যুবক সন্তানকে যুদ্ধের অনলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন, আবার সকলেই শহীদ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর দরবারে প্রাণ ভরে শুকরিয়া আদায় করছেন। তাই আসুন, আমরাও আমাদের সন্তানদেরকে সত্য পথের সৈনিক হিসাবে তৈরি করি। ইসলামের শত্রুদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেওয়ার প্রেরণা যোগাই। তবে হ্যাঁ, আপনার এ তৈরিকরণ ও প্রেরণা প্রদান যেন অবশ্যই ইসলাম সমর্থিত হয়। অর্থাৎ এমন যেন কখনোই না হয় যে, আপনি আপনার সন্তানকে কিংবা অন্য কাউকে ইসলামের বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে এমন পথে উদ্বুদ্ধ করলেন যা গোটা বিশ্বের আলেম সমাজের নিকট কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন বোমাবাজি করে মানুষ হত্যা করা, আত্মঘাতি বোমা হামলা চালানো ইত্যাদি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ইসলামের মর্মবাণী সঠিকভাবে বুঝে তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দাও। আমীন।

স্মরণীয় বাণী

ত্যাগ ও কুরবানী এবং পণ ও প্রতিজ্ঞা এমনই মহাশক্তি যে, তা যদি ব্যক্তির মাঝে জাগ্রত হয় তাহলে তাকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। যদি প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের মাঝে সৃষ্টি হয় তাহলে পৃথিবী তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

-আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

সূত্র ঃ দিলকাশ ওয়াকেয়াত। সহায়তায় ফাযায়েলে আমাল।

www.smfoundationbd.com

১২

২১৬

স্বামীর দোয়ার অপূর্ব বরকত

"হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রীকে আমার চাইতেও উত্তম স্বামী দান করো।"

এ একটি দোয়া। স্ত্রীর জন্য স্বামীর দোয়া। কে, কার জন্য কোন্ অবস্থায় এই দোয়া করেছিলেন এবং কিরূপে তা কবুল হয়েছিল জানতে খুব ইচ্ছে করছে। তাই না? তাহলে আসুন হাদীসের আলোকেই শুনি এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি।

আরবী আবুন শব্দের অর্থ আব্বা এবং উম্মুন শব্দের অর্থ আম্মা। সুতরাং আবু সালামা মানে সালামার আব্বা আর উম্মে সালামা মানে সালামার আম্মা।

হযরত আবু সালামা (রা.) ছিলেন প্রথম সারির মুসলমান। তিনি দুই হিজরতের অধিকারী। মক্কার কাফিরদের নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে প্রথমে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কিছুদিন পর গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, মক্কাবাসী কুরাইশরা সবাই মুসলমান হয়ে গেছে। একথা শুনে পুনরায় তিনি মক্কায় ফিরে এলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তার নিকট পরিস্কার হয়ে গেল যে, সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি দেখলেন, মুসলমানদের উপর মক্কার কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে গেছে। দেখতে দেখতে তিনি এবং তার পরিবারের সকলের উপরও চলতে শুরু করলো অত্যাচারের স্টীম রোলার। কাফেরদের এ অমানবিক ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে নিষ্পেষিত হয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আবারও তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করার ইরাদা করলেন। কিন্তু ইত্যবসরে তিনি জানতে পারলেন যে, মদীনায় উদয় হচ্ছে ইসলামের সোনালী সূর্য। মক্কাবাসী নির্যাতিত মুসলমানগণকে মদীনা বাসীরা আশ্রয় দিচ্ছেন। তাই পূর্বের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে মদীনায় যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

www.smfoundationbd.com

একদিন গভীর রাত। নীরব নিঝুম পরিবেশ। সকলেই ঘুমিয়ে আছে। ঠিক এমন সময় হযরত আবু সালামা (রা.) স্ত্রী উম্মে সালমা ও শিশু পুত্র সালমাকে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন।

বেশি দূর যাওয়া হলো না। মক্কার কাফেররা জেনে গেলো। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলো। উম্মে সালামার কবিলার লোকেরা বাধ সাধল। অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করলো। অবশেষে আবু সালমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, তুমি যথা ইচ্ছা যাও। আমাদের কোন আপত্তি নেই কিন্তু আমাদের মেয়ে উম্মে সালমাকে আমরা কিছুতেই যেতে দিব না। এ বলে উম্মে সালমাকে জোরপূর্বক উট থেকে নামিয়ে নিলো।

ইতোমধ্যে আবু সালামার গোত্রীয় লোকেরাও হাজির হয়ে গেছে। তারা এসেই উম্মে সালামার কোল থেকে সালামাকে ছিনিয়ে নিলো। বললো, রে হতভাগী! তুই যাবি তোর বাপের বাড়ি, আমাদের সন্তান নিবি কেন? আমাদের বংশের গৌরব আমরাই ধরে রাখবো। এ বলে তারা শিশু সন্তান সালামাকে নিয়ে বাড়ি চলে গেলো। আর উম্মে সালামাকে তার গোষ্ঠীর লোকেরা নিয়ে গেল আপন গৃহে।

এবার উম্মে সালামা একা। স্বামী চলে এলেন মদীনায়। সন্তান নিয়ে গেলো নিষ্ঠুর পাষণ্ড কাফেরেরা। তাদের বিরহ বিচ্ছেদে তিনি এখন উম্মাদ প্রায়। প্রতিদিন উদ্ভ্রান্তের মতো ঘর থেকে বের হন এবং বসে বসে অশ্রু বিসর্জন দেন। চোখের পানিতে বুক ভাসান। পানাহার প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। এতে হযরত উম্মে সালামা (রা.) এর শরীর অল্প দিনেই ভেঙ্গে পড়ে। শুকিয়ে কঙ্কাল সার হয়ে যান। অস্থিরতা, পেরেশানী ও দুঃখ বেদনায় জর্জরিত হয়ে এভাবেই একটি বছর অতিবাহিত হয়। সেকি হৃদয়বিদারক দৃশ্য!

হযরত উম্মে সালামার কবিলায় ছিলো কতিপয় সুহৃদ ব্যক্তি। একদিন উম্মে সালামা (রা.) কে কাঁদতে দেখে তাদের দয়া হলো। বললো, তুমি স্বামীর জন্য পানাহার ছেড়ে দিয়েছো, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছো, চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছো; বলো, আল্লাহর জমিনে কি আর কোনো পুরুষ নেই? শরীরের কি অবস্থা হয়েছে, কখনো কি আয়নাতে মুখ দেখ নি? এখন থেকে শরীরের যত্ন নাও। রীতিমতো আহার করো। আমরা তোমাকে আবার বিয়ে দিবো।

তাদের কথায় হযরত উম্মে সালামা (রা.) একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন- তোমরা আমাকে অন্যত্র বিয়ে দিতে পারবে ঠিক, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমার স্বামীর চাইতে অন্য কোন উত্তম স্বামী হতেই পারে না। তিনি প্রথম শ্রেণীর মুসলমানদের একজন। তদুপরী দুই হিজরতের অধিকারী।

তারা বললো- তবে কি তোমার গুণধর স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাও?

হযরত আবু সালামা আর উম্মে সালামা (রা.)- এর মধ্যে ছিল মধুর সম্পর্ক। তারা পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালো বাসতেন, বিশ্বাস করতেন। উম্মে সালামা ছিলেন স্বামীর একান্ত অনুগতা, সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার এবং স্বামীর অধিকার সচেতন এক বুদ্ধিমতি নারী।

স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নে হযরত উম্মে সালামা (রা.) যেন মরা দেহে প্রাণ ফিরে পেলেন। বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই যাবো।

তারা বলল, কিভাবে যাবে? কার সাথে যাবে?

তিনি বললেন, কারো দরকার নেই। তোমরা আমাকে একটি বাহন দাও। আল্লাহপাক আমার সাথে আছেন। তিনিই আমাকে স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবেন।

উম্মে সালামার এই কথাটি ভীরু কাফেরদের বিশ্বাস হলো না। তারা ভাবলো, একটি মেয়ে কী করে তো দীর্ঘ পথ একাকী সফর করবে? সে তো আবেগের বশবর্তী হয়েই এমনটি বলছে।

দুষ্ট কাফেররা পরীক্ষামূলক একটি উট এনে হযরত উম্মে সালামা (রা.) এর নিকট হাজির করলো। বললো, এই নাও তোমার বাহন। তুমি এটিতে আরোহণ করে তোমার স্বামীর নিকট চলে যাও।

মহান আল্লাহর প্রতি হযরত উম্মে সালামা (রা.) এর ছিল অবিচল ভরসা। তার পূর্ণ আস্থা ছিলো করুণাময় আল্লাহ এ বিপদ মুহূর্তে তাকে যে কোনো উপায়ে সাহায্য করবেনই। তাই তিনি বাহন পেয়ে সময় নষ্ট করলেন না। হালকা সামানা নিয়ে উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে গেলেন।

এদিকে আবু সালামার গোষ্ঠীর মধ্যেও কিছু হৃদয়বান ব্যক্তি ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার গোপনে মুসলমানও হয়ে ছিলেন। কিন্তু কাফেরদের ভয়ে তা প্রকাশ করতে পারছিলেন না। তাদের একজন এসে

শিশু পুত্র সালামাকে উম্মে সালামার কোলে দিয়ে বললেন, তুমি এ নির্জন মরুভূমি পাড়ি দিয়ে কিভাবে এতদুর পৌঁছবে? তখন হযরত উম্মে সালামা (রা.) সরাসরি জবাব না দিয়ে পবিত্র কুরআনের একখানা আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "যারা আমার রাস্তায় মেহনত মোজাহাদা করে আমি নিজেই তাদের জন্য (বিপদ থেকে উদ্ধারের) বিভিন্ন রাস্তা বের করে দেই। (সূরা .....) নও মুসলিমগণ তার ঈমানের এই দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হলেন। মা ও ছেলেকে ছেড়ে দিলেন আল্লাহর নামে।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) আপন সন্তানকে কোলে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হলো। উসমান বিন তালহা নামক এক রহমদিল ব্যক্তি তানঈম নামক স্থানে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। তারপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বললো- আম্মাজান! আপনি কোথায় রওয়ানা দিয়েছেন? উম্মে সালামা (রা.) বললেন, মদিনার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি।

উসমান বললেন, কেউ কি আপনার সাথে আছে? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও এই বাচ্চা ছাড়া আমার সাথে আর কেউ নেই। উসমান বললো, এটা তো হয়না। আপনি একা কি করে যাবেন? আপনাকে এভাবে মুরুদস্যুদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এ বলে তিনি উটের লাগাম ধরলেন এবং মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। উল্লেখ্য যে, উসমান বিন তালহা তখনো মুসলমান হন নি।

চলতে চলতে এক সময় তারা মদীনার কোবা পল্লীতে উপস্থিত হলেন। সেখানেই বসবাস করতেন হযরত আবু সালামা (রা.)। এক বৎসর পর স্বামী স্ত্রী ও পিতা-পুত্রের মিলন হলে, কুঁড়ে ঘরে যেনো নেমে এলো জান্নাতের শান্তি। গড়ে উঠলো তাদের ছোট্ট সুখের সংসার।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের পর প্রায় এক বছরের ব্যবধানে ঐতিহাসিক বদর ও ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবু সালামা (রা.) উভয় যুদ্ধে শরিক হন এবং ওহুদ যুদ্ধে গুরুতর আহত হন। ক্ষতস্থান না শুকাতেই অন্য এক অভিযানে শরীক হয়ে ফিরার পথে ক্ষতস্থান আবার তাজা হয়ে যায় এবং এতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। (হেকায়েতে সাহাবা ঃ ৭০৯)

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি কোন মুসলমান বিপদে পতিত হয়ে এই দোয়া করে "আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসীবাতি ওয়াখলুফনী খাইরাম মিনহা" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে এই বিপদের প্রতিদান দাও এবং পূর্বের চেয়ে উত্তম বদলা দান করো। তাহলে আল্লাহপাক তাকে অবশ্যই যা হারিয়েছে তার চেয়ে উত্তম বদলা দান করবেন। আবু সালামার মৃত্যুর পর উক্ত হাদীস স্মরণ করে আমি দোয়া করতাম। কিন্তু দোয়ার মধ্যে যখন বলতাম, হে আল্লাহ! আমাকে আবু সালামার চাইতে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করো, তখন হৃদয় বলতো, আবু সালামার চাইতে ভালো কোন মুসলমান আছে কি? অতঃপর আল্লাহপাক আমাকে আবু সালামার স্থলে তাঁর রাসূল কে দান করলেন।

একদিন হযরত উম্মে সালামা (রা.) তাঁর অতীত দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, আমি একবার আমার স্বামী আবু সালামাকে বললাম, আমি শুনেছি যদি কোন মহিলার স্বামী মারা যায় অতঃপর সে আর বিয়ে না করে এবং তারা উভয়েই জান্নাতবাসী হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা বেহেশতে তাদের মিলন ঘটাবেন। অনুরূপভাবে স্ত্রী আগে মারা গেলে এবং স্বামী পুনরায় বিবাহ না করলে আর উভয়ে জান্নাতি হলে আল্লাহ তা'আলা বেহেশতে তাদের একত্রিত করবেন। সুতরাং আসুন আমরা পরস্পর অঙ্গীকার করি আমি আগে মারা গেলে আপনি অন্য কাউকে বিবাহ করবেন না। আর আপনি আগে মারা গেলে আমিও কাউকে বিয়ে করবো না।

তখন আবু সালামা (রা.) বললেন, তুমি কি তোমার ব্যাপারে অঙ্গীকার করছো? আমি বললাম- হ্যাঁ, অঙ্গীকার করছি। তিনি বললেন, আমি অঙ্গীকার করবো না। বরং আমার হৃদয়ের একান্ত আকাঙ্খা হলো, তোমার পূর্বে আমার মৃত্যু হলে তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করে নতুনভাবে সুখের সংসার রচনা করো। অতঃপর তিনি হৃদয়ের সকল আকুতি মিশিয়ে দোয়া করলেন-

"হে আল্লাহ! আমার পর তুমি উম্মে সালামাকে আমার চাইতে ভালো কোনো স্বামী দিও। এমন স্বামী যে তাকে কষ্ট দেবে না, আঘাত করবে না।"

তারপর যখন আবু সালামা মৃত্যুবরণ করলেন তখন আমি ভাবলাম, আবু সালামার চাইতে ভালো আর কে হতে পারে? কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও এ

যেখানে যা আছে

কথা ভেবে আমি অপেক্ষায় থাকলাম যে, দেখি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানো দোয়া এবং আমার জন্য প্রিয়তম স্বামীর দোয়া কিভাবে কবুল হয়। অনন্তর স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। তাঁর সাথেই আমার দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়। [নিসাউন হাওয়ার রাসূল (সা.) ঃ ৮৪]

প্রিয় পাঠক! এখানে গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয় যে, হযরত আবু সালামা (রা.) স্ত্রীর জন্য যে দোয়া করে গেছেন সে দোয়াই কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও শিখিয়েছেন। কিন্তু উম্মে সালামা (রা.) তো ভাবতেই পারেন নি আবু সালামার মতো মহৎপ্রাণ স্বামীর চাইতে কোনো ভালো স্বামী তিনি পেতে পারেন। অথচ মহান আল্লাহ তাঁর ভাগ্য তৈরি করে রেখেছিলেন আরও কতো বড় করে তা কি তিনি জানতেন? তিনি কি জানতেন, কাল যিনি ছিলেন একজন সাহাবীর স্ত্রী আজ তিনি হবেন, সারা জাহানের রহমত, নবীকুলের শিরোমনি, দোজাহানের বাদশাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনসঙ্গিনী। এই তো কিসমত! এই তো ভাগ্য!! সবচেয়ে বড় কথা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানো দোয়া এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর হৃদয় নিংড়ানো দোয়া তা কি কখনো ব্যর্থ হতে পারে? পারে না। আর পারে না বলেই তো উম্মাহাতুল মুমিনীনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মহা সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। তাই আসুন, আমরাও বিপদ আপদ ও কষ্ট মসিবতে উপরোক্ত দোয়াটি বেশি বেশি করে পাঠ করি। সেই সাথে প্রিয়তম স্বামী যেনো আমার জন্য দোয়া করেন, হাত উঠালেই আমার মঙ্গল ও কামিয়াবীর জন্য দোয়া করতে মন চায় সেই অবস্থাও সৃষ্টি করি। অর্থাৎ স্বামীর খেদমত, তার আনুগত্য এবং গভীর প্রেম ভালোবাসায় জড়িয়ে তার হৃদয়ে এভাবে আসন পেতে বসি যেনো দোয়ার সময় সর্বাগ্রে আমারই কথা মনে পড়ে। কী মা-বোনেরা! পারবেন তো? হ্যাঁ, পারবেন। অবশ্যই পারবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।[১]

---

১. উসদুল গাবা, সীরাতে ইবনে হিব্বান, তাবাকাতে সাদ)

www.smfoundationbd.com

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন?

[আকাবির শব্দটি আরবী "আকবার" শব্দের বহুবচন। 'আকবার' অর্থ অধিক বড়, শ্রেষ্ঠতর ইত্যাদি। সুতরাং আকাবিরে দেওবন্দ বলতে ঐতিহাসিক বিশ্ব বিশ্রুত ইসলামি বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট মনীষীদেরকেই বুঝায়। অন্য কথায়, দারুল উলূম দেওবন্দ যাদের চিন্তার ফসল, এর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় যারা ছিলেন প্রাণপুরুষ এবং এখান থেকে যেসব সেবক ও সংস্কারক জন্ম নিয়েছেন তাদের সবাই হলেন আকাবিরে দেওবন্দ। চলমান অধ্যায়ে তাদের জীবনী নয় বরং জীবনের এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হবে যদ্বারা শিরোনামে উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত পরিস্কার রূপে পাঠকদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ। বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাও যেন অনুরূপ জীবন গঠনে সচেষ্ট হতে পারি মহান আল্লাহর দরবারে এ প্রার্থনাই করি। -লেখক]

১/৫৪

ধর্মীয় ব্যাপারে অবিচলতা

হযরত মাওলানা শাহ ইসহাক দেহলভী (রহ.) ছিলেন একজন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ। তাঁর দুই প্রধান শিষ্যদের একজন হলেন মাওলানা মুযাফফর হুসাইন কান্দলভী (র.) এবং অপরজন হলেন মাওলানা নওয়াব কুতুবুদ্দীন (র.)

একদিন নওয়াব কুতুবুদ্দীন (র.) আপন উস্তাদ শাহ ইসহাক দেহলভী (র.) এবং নিজ সাথী ভাই মুযাফফর হুসাইন কান্দলভী (র.)সহ আরও অনেক ওলামায়ে কেরামকে দাওয়াত করলেন। তার দাওয়াত সকলেই সানন্দে গ্রহণ করলেন। কিন্তু মাওলানা মুযাফফর হুসাইন (র.) গ্রহণ করলেন না। এ ব্যাপারটি নিমন্ত্রণদাতা অর্থাৎ নওয়াব সাহেব স্বীয় উস্তাদ

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

শাহ ইসহাক দেহলভী (র.)কে জানালে তিনি বললেন, মাওলানা কান্দলভীকে আমার নিকট আসতে বলো। তার সাথে সরাসরি আলাপ করে জেনে নেই যে, কেন সে দাওয়াত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়।

মাওলানা কান্দলভীকে খবর দেওয়া হলো। তিনি আসলেন। উস্তাদ জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ মিয়া! কি ব্যাপার? নওয়াব সাহেবের উপার্জিত অর্থের ব্যাপারে তোমার কোনো সন্দেহ আছে কি?

ঃ না হযরত! তার ধন-দৌলত ও উপার্জিত অর্থের মধ্যে আমার মোটেও কোনো সন্দেহ নেই।

ঃ তবে তার দাওয়াত কবুল করছো না কেন?

ঃ হযরত! মনে চায় না।

ঃ কেন মনে চায় না, সেটাই তো বলবে।

ঃ মুহতারাম উস্তাদজী! কারণটা হলো, আমার জানা মতে নওযাব সাহেব এখন ঋণগ্রস্থ। আর নওয়াব মানুষ তো নওয়াবই হয়ে থাকেন। অর্থাৎ যে কোনো ভাবেই হউক আপন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। যে কাজ তারা নিয়মিত করে থাকেন- টাকা আছে কি নেই; ঋণগ্রস্থ না ঋণমুক্ত সেদিকে খেয়াল না করে তারা তা সম্পাদন করেনই। এমতাবস্থায় আমি মনে করি, তার এবারকার এই দাওয়াতের অনুষ্ঠান অবশ্যই লৌকিকতাপূর্ণ হবে। তদুপরি এটাও স্বাভাবিক যে, নবাবী মেজাজ থাকার কারণে এ অনুষ্ঠানে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করবেন। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামি বিধান অনুসারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ঋণ পরিশোধেই ব্যয় করা উচিত। এখন এ দাওয়াতের কারণে বিলম্বে ঋণ পরিশোধ করা সমীচীন হবে কি? এদিকে হাদীস শরীফেও ইরশাদ হয়েছে- ঋণ পরিশোধে ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও বিলম্ব করা জুলুম ও অন্যায়। (বুখারী শরীফ ১ঃ১২৩) মূলতঃ এসব কারণেই এ দাওয়াত গ্রহণে আমার মন সায় দিচ্ছে না।

নওয়াব সাহেব সামনেই ছিলেন। কান্দলভী (র.) এর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর হযরত শাহ সাহেব (র.) নওয়াব সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন-

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

ঃ আপনি কি সত্যিই ঋণগ্রস্থ?

ঃ জি হযরত। নওয়াব সাহেব আস্তে করে জবাব দিলেন।

ঃ তবে তো মিঞা মোযাফফর হুসাইন যা বলেছে তার সবই ঠিক। সুতরাং আপততঃ দাওয়াতের ব্যবস্থাপনা বন্ধ রেখে সর্বাগ্রে ঋণ পরিশোধ করা হোক।

প্রিয় পাঠক বন্ধুগণ! আলোচ্য ঘটনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় আছে। তম্মধ্যে একটি হলো, ধর্মীয় ব্যাপারে হযরত মোযাফফর হুসাইন (র.) এর অবিচলতা। কেননা দাওয়াতের কারণে নবাব বাড়ির মুখরোচক ও নানাবিধ সুস্বাদু খাবারের চিত্র সম্মুখে ভেসে উঠা সত্ত্বেও শুধু ধর্মের খাতিরে তিনি তা কেবল বিসর্জনই দেননি, আপন উস্তাদকে পর্যন্ত বিনয়ের সাথে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, উস্তাদ অর্থাৎ হযরত শাহ ইসহাক দেহলভী (র.) এর বিনয়। কেননা যে ব্যাপারটি তিনি আগে জানেন না, তা ছাত্র থেকে জেনেই নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ ছাত্রের কথাটি শরিয়ত সম্মত ও যুক্তিযুক্ত হওয়ায় বিষয়টির তাভীল বা ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা না দিয়ে সহজে তা গ্রহণ করেছেন। কবির ভাষায়-

তারাই ছিলেন আমাদের পিতা, তাদের মতো একজন তুমি আমাকে দেখাও; হে জারীর! যখন কোনো মজলিস আমাদেরকে একত্রিত করে।

-মাওয়ায়েজে আবরার।

২/৫৫
এরই নাম নিলোর্ভ হৃদয়

আজ থেকে বহুদিন পূর্বে জামেয়া ইসলামিয়া মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। উক্ত মাদরাসাটি রিয়াসাত ভাওয়ালপুরে অবস্থিত। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকালে সেখানে বহু উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। এক নবাব সাহেব ছিলেন অত্র মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কাজ শেষ হয়ে গেলে উক্ত নবাব সাহেব উপস্থিত উলামায়ে কেরামকে সম্বোধন ক

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

বললেন, এ মাদরাসা আবাদ করার পদ্ধতি কি হবে? অর্থাৎ কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে অতি দ্রুত মাদরাসার সার্বিক উন্নতি সাধিত হবে এবং এর সুনাম সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে?

উত্তরে তারা বললেন, আমরা আপনার নিকট এমন একজন আমলী মানুষের নাম প্রস্তাব করবো যিনি এ মাদরাসার হাল ধরলে অল্প দিনের মধ্যে মাদরাসা চালু হয়ে যাবে এবং এর সর্ব প্রকার উন্নতি সাধিত হবে।

নবাব সাহেব বললেন, হীরাকে যথার্থ মূল্য দিয়েই এখানে বসানো হবে।

কিছুদিন পর মাদরাসার ঘর-দরজা ও বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শেষ হলে নবাব সাহেব পরিচিত একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ যে আলেমকে আপনারা এ মাদরাসায় আনার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি কে?

ঃ তিনি হলেন মাওলানা কাসেম নানুতবী (র.)। বর্তমানে তিনি দেওবন্দ মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন।

ঃ দেওবন্দ থেকে তিনি মাসিক বেতন কত পেয়ে থাকেন?

ঃ মাসিক দুই বা তিন টাকা।

ঃ আপনারা একটি প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে গিয়ে এখানে আসার প্রস্তাব করুন। সেই সাথে এও বলুন যে, এখানে তাঁর কোনো কিছুর অভাব হবে না। যাবতীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। আর মাসিক বেতন হবে একশত টাকা।

নবাব সাহেবের এ উদারতায় উপস্থিত উলামায়ে কেরাম খুবই মুগ্ধ হলেন। এর কয়েকদিন পরেই উলামায়ে কেরামের একটি প্রতিনিধি দল দারুল উলূম দেওবন্দে হযরত নানুতবী (র.) এর দরবারে হাজির হলেন এবং হযরতের কাছে ভাওয়ালপুর জামেয়া ইসলামিয়া মাদরাসার অবস্থা বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। তারা নবাব সাহেবের ধর্মপরায়নতা, উদারতা এবং তার বিশাল হৃদয়ের কথাও নানুতবী (র.) এর কাছে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলেন। সেই সাথে তারা একথাও জানালেন যে, যদি তিনি সেখানে তাশরীফ নিয়ে যান তাহলে তার অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ছাড়াও মাসিক একশত টাকা বেতন ভাতা প্রদান করা হবে।

www.smfoundationbd.com

হযরত কাসেম নানুতবী (র.) তাদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বললেন, এখানে আমাকে মাসিক তিন টাকা বেতন প্রদান করা হয়। তম্মধ্যে দু'টাকা দিয়েই আমার সাংসারিক প্রয়োজন মিটে যায়। আর এক টাকা আমি এতিম,গরীব ও অসহায় লোকদের মাঝে বন্টন করে দেই। এখন আমি ভাওয়ালপুর মাদরাসায় চলে গেলে সেখানে আমাকে একশত টাকা বেতন প্রদান করা হবে। এই একশত টাকা থেকে দু টাকা তো আমার পারিবারিক খরচে ব্যয় হয়ে যাবে। বাকি আটানব্বই টাকা অসহায় অনাথের মাঝে বন্টনে আমাকে পুরো সময়ই ব্যয় করে দিতে হবে। এরপর শিক্ষা দীক্ষার কাজ করা তো আমার পক্ষে সম্ভবই হবে না। অতএব সেখানে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। প্রতিনিধি দল হযরত নানুতবী (র.) এর জবাব শুনে হতবাক হয়ে গেলেন।

পাঠকবৃন্দ! একটু খেয়াল করে দেখুন, একজন মানুষের অন্তর কি পরিমাণ লোভমুক্ত হলে, দুনিয়া ও দুনিয়ার সম্পদের প্রতি কি পরিমাণ উদাসীন হলে, শিক্ষা দীক্ষার কাজকে কি পরিমাণ গুরুত্ব দিলে মুখ দিয়ে এরূপ কথা বের হয়। হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার সকল পাঠক ভাইবোনকেও অনুরূপ এখলাছ ও নিলোর্ভ অন্তর দান করো। আমীন।

আদর্শ ছাত্র ঃ ১৮৪

৩/৫৬
যা জুটে তা খেয়েই খোদার শোকর

শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) বলেন, আমার এক প্রিয় ব্যক্তি দিল্লির এক মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি একাধিকবার তার নিজের একটি ঘটনা আমাকে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন-

একদিন আমি হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র.) এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হলাম এবং যোহরের পর আছরের কিছুপূর্বে নিযামুদ্দীনে গিয়ে পৌঁছলাম। ওখানে যাওয়ার সময় আমার মনে এ ধারণা জন্ম নিয়েছিলো যে, ইলিয়াস (র.) তো দিল্লির পীর সাহেব; অতএব রমজান মাসে তাঁর নিকট উন্নত মানের খানাপিনার ব্যবস্থা হবে। ইফতার ও সেহরীতে খাওয়া দাওয়াটা ভালোই জমবে।

www.smfoundationbd.com

হযরত ইলিয়াস (র.) এর অভ্যাস ছিলো প্রতিদিন আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত উচ্চস্বরে জিকির করা। রমজান মাস হলে ইফতারীর পূর্বক্ষণে খাদেমকে জিজ্ঞেস করতেন, ইফতারীর জন্য কিছু আছে কি? খাদেম উপস্থিত যা থাকতো তাই পরিবেশন করতো। ইফতারের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে মাগরিবের পর তা খানা হিসেবে খেয়ে নিতেন।

সেদিনও ইফতারের সময় হলে চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী খাদেমকে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু আছে কি? থাকলে নিয়ে এসো।

খাদেম চুপ রইলো। এ সময় উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বললো, হযরত! গতকালের বাসী লাড্ডু ছাড়া আর কিছুই নেই।

একথা শুনে ইলিয়াস (রা.) বেশ খুশি হলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, বাহ বাহ তাই নিয়ে এসো।

দস্তরখানা বিছানো হলো। লাড্ডু পরিবেশিত হলো। আমিও বসে পড়লাম। কয়েকটা খেলাম। হযরতও কয়েকটি খেয়ে পানি পান করে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মাগরিবের ইমামতির জন্য মসজিদে চলে গেলেন। তারপর ফরজ নামাজ শেষে মশগুল হয়ে গেলেন নফল নামাজে।

ইশার আযানের পূর্বে নফল থেকে অবসর হয়ে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবারও মসজিদে চলে যান এবং অত্যন্ত ধীরে সুস্থে ইশা ও তারাবীহ নামাজের ইমামতি করেন। নামাজ শেষ হওয়ার পর আমি ভাবতে থাকি, কখন যে খাবারের পালা আসে! সারাদিন রোজা থাকার পর তিন চারটি লাড্ডু, তাতে কি পেট শান্ত হয়?

কিন্তু না, সেহরীর পূর্বে খাবারের কোনো পালা এলো না। সুতরাং বাধ্য হয়ে বহু কষ্টে রাত্রি যাপন করলাম। সেহরীর সময় সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। অর্থাৎ তখনও সেই লাড্ডু দিয়েই কাজ চালাতে হয়!!

অবশেষে ফজরের নামাজের পর ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। হযরত তখন হেসে হেসে বললেন, এখন যাওয়া যাবে না। আমি নিজের অসুবিধার কথা জানালেও হযরত তা গ্রাহ্য করলেন না। অনন্তর সারাদিন লাড্ডুর সেহরী ও ইফতারীর উপরই অতিবাহিত করলাম। সেদিন যে

আমার কিভাবে কেটেছিলো তা আমিই বলতে পারবো। এ যেন রোজার উপর রোজা রাখার মতো।

সেদিনও আছরের পর জিকিরের মজলিস চলছিলো। আমি মনে মনে জপছিলাম, আজও কি সেই লাড্ডুর পালা আসবে? আজও কি লাড্ডু খেয়েই রাত কাটাতে হবে?

এরূপ কথাই বারবার মনে উদয় হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ এরই মধ্যে দেখা গেলো, দিল্লী থেকে ঘিয়ে ভাজা মজাদার এক ডেকচি বিরানী এসেছে। এর সুঘ্রাণে চারদিক মৌ মৌ করছে। ইফতারীর সময় হযরত আমাকে ডেকে বললেন, ভাই! এসো এসো, এ বিরানী তো তোমার জন্যই এসেছে। গতকাল তোমার খানাপিনার বেশ কষ্ট হয়েছে। আজ তৃপ্তি সহকারে খাও।

সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন ইফতার ও সেহরীতে এমন তৃপ্তি সহকারে খেয়েছি যে, গোটা জীবন তা মনে থাকবে।

প্রিয় পাঠক! এ ছিলো আমাদের আকাবিরদের জীবন যাপনের সাধারণ চিত্র। খাবারের সময় ভাগ্যে ভালমন্দ যাই জুটতো তাই তারা খুশির সাথে খেয়ে নিতেন। উন্নত মানের সুস্বাদু খাবারের জন্য মোটেও তারা লালায়িত ছিলেন না। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি অনুরূপ মন মানসিকতা দান করো। আমীন। (আপবিতী ১ঃ৩৬)

৪/৫৭

বান্দার অধিকারের ব্যাপারে সতর্কতা

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী (র.) ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুর মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক। এই মহান বুযুর্গের একটি বাণী সর্বত্র সকল মহলে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলো। তিনি বলতেন-

মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতা ও দায়িত্বভার গ্রহণে আমি যত বেশি শঙ্কিত ও চিন্তাযুক্ত অন্য কোনো বিষয়ে এত বেশি শঙ্কিত নই। কেননা কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মালিকের অধীনে কাজ করে আর সে উক্ত কাজে ফাঁকি দেয়, প্রতারণা করে কিংবা মালিকের কোনো ধরনের ক্ষতির চেষ্টা করে তাহলে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কিংবা মৃত্যুর পূর্বে মালিক থেকে ক্ষমা প্রার্থনা

করে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মাফ মুক্তি নেওয়ার একটা সুযোগ থাকে। কিন্তু সাধারণ জনতা, দরিদ্র ও খেটে খাওয়া মানুষের দু দু পয়সা, এক এক আনার চাঁদার সমষ্টি থেকে মাদরাসার ফান্ড গঠিত হয়। মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ এ ফান্ডের মালিক নন, বরং রক্ষণাবেক্ষণকারী মাত্র। সুতরাং যদি কেউ এই সম্পদে কোনো ধরনের শিথিলতা কিংবা কঠোরতা করে অর্থাৎ অন্যায়ভাবে যে কোনো উপায়ে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে দায়িত্বশীল লোকদের মাফ করার দ্বারাই তা মাফ হবে না। কিভাবে তা মাফ হবে? অন্যের সম্পদে ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার দায়িত্বশীলদের আছে কি? ক্ষমা তো ঐখানেই চলে যেখানে তাদের অধিকার আছে। অর্থাৎ নিজ সম্পদের বেলায়। অতএব যেখানে তাদের ক্ষমা করার ক্ষমতাই নেই, তাদের রাখা হয়েছে কেবল ঐসব টাকা পয়সার হিফাযত করার জন্য, তারা মাফ করে দিলে কোনো দিন তা মাফ হবে না। অন্যায়কারী তার অন্যায়ের দায় থেকে মুক্তি পাবে না।

তবে হ্যাঁ, মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ যদি মাদরাসার কোনো স্বার্থে ব্যাপারটি এড়িয়ে যান বা কোনোরূপ ছাড় দেন তবে মহান আল্লাহর অশেষ করুণার প্রতি দৃঢ় আশা পোষণ করে বলা যায় যে, তিনি তাদেরকে মার্জনা করে দিবেন। কিন্তু কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা স্বজনপ্রীতির কারণে এক্ষেত্রে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তবে এ অমার্জনীয় অপরাধে তিনিও শামিল হয়ে যাবেন। তিনিও গোনাহের ভাগী হবেন।

মোটকথা, মাদরাসার টাকা পয়সার ব্যাপারে একমাত্র মাদরাসার স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো কারণে অপরাধকারীকে ক্ষমা করা যাবে না। কেননা ইহা সম্পূর্ণ বান্দাদের অধিকার এবং মাদরাসার ফান্ডে যাদের অর্থ-সম্পদ রয়েছে, তারাও সংখ্যায় এত অধিক যে, মাফ চেয়ে নেওয়াও অসম্ভব। সুতরাং মাদরাসার মুহতামিম ও প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বুঝার এবং তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(আপবিতী ১ঃ২৬)

www.smfoundationbd.com

৫/৫৮

বিনয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিননূরী (র.) বর্ণনা করেন, একবার কাশ্মীরের উলামায়ে কেরামের মাঝে তালাক সংক্রান্ত একটি মাসআলায় মতভেদ দেখা দেয়। ফলে শেষ পর্যন্ত তারা হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মরী (র.)কে বিচারক হিসেবে নির্বাচন করেন। হযরত শাহ সাহেব উভয় পক্ষের বক্তব্য ও প্রমাণাদি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। দু'পক্ষের এক পক্ষ দলিল হিসেবে ফতোয়ায়ে হাম্মাদিয়ার একটি উদ্ধৃতিকে দলিল স্বরূপ পেশ করেছিলো। তাদের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর উক্ত উদ্ধৃতি সম্পর্কে হযরত শাহ সাহেব (র.) বললেন, আমি দারুল উলূমের কুতুবখানা থেকে ফতোয়ায়ে হাম্মাদিয়ার হাতে লিখা বিশুদ্ধ কপি অধ্যায়ন করেছি। উক্ত কিতাবে এ উদ্ধৃতি অবশ্যই নেই। সুতরাং হয়তো এদের কপিতে ভুল আছে, নয়তো এরা প্রতারণা করছে।

এ ধরণের প্রতিভাবান ও অতুলনীয় জ্ঞানের অধিকারী যদি কোনো বড় ধরনের দাবি করে, তাহলে সেটা তার জন্য অনেকাংশে শোভনীয় হয়, কিন্তু হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মরী (র.) ছিলেন হেদায়েতের ঐ মহান কাফেলার যাত্রী যারা নিজ জীবনে রাসূল (সা.) এর এই হাদীসকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন। রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহপাক তাকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন।

যা হোক, আল্লামা কাশ্মরী (র.) উভয় পক্ষকে মৌখিক ভাবে তালাকের এ মাসআলাটি বুঝিয়ে দিয়ে আল্লামা ইউসুফ বিন নূরী (র.) কে স্বীয় ফয়সালা লিখতে বললেন। ইউসুফ বিন নূরী (র.) ফয়সালা লিখার সময় হযরত শাহ সাহেবের নামের সাথে আল হিবরুল বাহর (বা জ্ঞানের সাগর) শব্দ দুটো জুড়ে দিলেন। হযরত শাহ সাহেব এটা দেখতে পেয়ে হযরত বিন নূরীর হাত থেকে জোর পূর্বক কলম নিয়ে এ শব্দ দুটো কেটে দিলেন। অতঃপর রাগত কণ্ঠে বললেন, আপনার কেবলমাত্র মাওলানা আনোয়ার শাহ লিখার অনুমতি আছে। - নূরাণী কাফেলা

www.smfoundationbd.com

৬/৫৯

মানবরূপী ফেরেশতা

দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতিয়ে আজম হযরত মাওলানা মুফতি আজীজুর রহমান সাহেব (র.) ইলম ও মর্যাদার দিক দিয়ে এতই উঁচু পর্যায়ে ছিলেন যে, তার রচিত আজীজুল ফাতোয়া আজ সকল মুফতিয়ানে কেরামের জন্য গাইড বুক হয়ে আছে। ফতোয়ার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা এতই বেশি ছিলো যে, মরণকালে তার বুকের উপর একটি ইস্‌তিফ্‌তাহর কাগজ পাওয়া গিয়েছিলো। (ইসতিফতাহর কাগজ হলো ঐ কাগজ, যাতে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন লিখে এর শরিয়তসম্মত সমাধান কি তা জানার জন্য মুফতি সাহেবের নিকট দেওয়া হয়।)

এ মহামনীষী ছিলেন নম্রতা, ভদ্রতা আড়ম্বরহীনতা ও সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত এক মহান সাধক। তিনি মানুষের খেদমত করাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব (র.) লিখেছেন, হযরত মুফতি আজীজুর রহমান সাহেব (র.) এর বেশভূষা ও চালচলন দেখে কারো বুঝার উপায় ছিলো না যে, তিনি বড় কোন আলেম, কারামতের অধিকারী মহান পীর। তিনি এত বেশি দয়ালু ও বিনম্র ছিলেন যে, নিজ পরিবারের যাবতীয় বাজার করার পাশাপাশি এলাকার সকল বিধবা ও অসহায় লোকদের বাজারও করে দিতেন। কোনো সময় বোঝা বেশি হয়ে গেলে কিছু জিনিস বগলে করে নিয়ে এসে প্রত্যেকের জিনিস হিসেবসহ যার যার বাড়িতে পৌঁছে দিতেন।

কোনো কোনো সময় এমনও হতো যে, যখন তিনি কোনো মহিলার সদাই পাতি ক্রয় করে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে যেতেন, তখন সে বলে উঠতো, মৌলভী সাহেব! এ জিনিসতো ভুল এনেছেন। ঐ জিনিসটি তো আমি এতটুকু আনতে বলি নি, এতটুকু আনতে বলেছি। তখন এ মানুষরূপী ফেরেশতা পুনরায় বাজারে গিয়ে তা পরিবর্তন করে এনে দিয়ে মহিলাকে চিন্তামুক্ত করতেন।

ভূমিকাঃ ফতোয়ায়ে দারুল উলূম ১ঃ৪৩।

www.smfoundationbd.com

৭/৬০

সৃষ্টি জীবের প্রতি দরদ

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসগর হোসাইন সাহেব (র.) দেওবন্দে মিয়া সাহেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি খুবই অল্প খানা খেতেন। বাড়ি থেকে যে খানা আসতো, তার অধিকাংশই মহল্লার বাচ্চাদেরকে খাওয়াতেন। গোস্তের টুকরা বা হাড্ডি যা কিছু অবশিষ্ট থাকতো, তা বিড়ালের খাওয়ার জন্য দেয়ালের উপর রেখে দিতেন। আর বেঁচে যাওয়া রুটির টুকরোগুলো ছোট ছোট করে ছিঁড়ে চড়ুই পাখিকে খেতে দিতেন। এমনকি দস্তরখানের উপর খাদ্যের যে গুড়ো পড়তো, সেগুলো এমন জায়গায় নিয়ে ঝেড়ে ফেলতেন, যেখানে পিঁপড়ার বাসা থাকতো।

- আল বালাগ ১৩৮৭ হিঃ রবিউস সানী সংখ্যা।

৮/৬১

যেমন শিক্ষক তেমন ছাত্র

হযরত থানভী (র.) বলতেন, আমার লেখায়, কারো যদি কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে সে যেন আমাকে জানিয়ে দেয়। যদি আসলেই আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে ঘোষণা দিয়ে সকলকে জানিয়ে আমি ঐ ভুলের সংশোধন করে নিবো। এ পর্যন্ত যেসব ভুলের কথা আমাকে জানানো হয়েছে, আমি সেগুলো খোলা মনে গ্রহণ করেছি। তবে যেখানে অন্যের সাথে মতবিরোধ করেছি সেখানে নিজ বক্তব্যের সাথে সাথে অন্যের বক্তব্যও তুলে ধরেছি। যাতে যার যেটা পছন্দ হয় সে যেনো সেটার উপর আমল করতে পারে।

আমার এ অভ্যাসটি এমনিই অর্জিত হয়নি। এটি অর্জিত হয়েছে আমার উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা ইয়াকুব (র.) এর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে। তার অভ্যাস ছিলো, পড়ানোর সময় যদি কোনো জায়গা ভালো মতো বুঝে না আসতো, তাহলে কোনোরূপ দ্বিধা সংকোচ না করে সাথে সাথে তিনি তার অধীনস্থ কোনো শিক্ষকের কাছে কিতাবসহ পৌঁছে যেতেন। তারপর বিনম্র স্বরে বলতেন- মাওলানা! এ জায়গাটা আমার বুঝে আসছে না। একটু বুঝিয়ে দিন।

মাওলানা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তিনি ক্লাসে ফিরে এসে ছাত্রদের বলতেন, অমুক উস্তাদ এর এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

হযরতের এ বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ শুধু এতটুকুনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং কোনো ছাত্রও যদি কোনো জায়গায় তার বর্ণনার পরিপন্থি কোনো বর্ণনা পেশ করতো এবং তা যদি সঠিক হতো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে বসেই নিজের বর্ণনা প্রত্যাহার করে নিতেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলতেন, আমার ভুল হয়েছে। এটা যে শুধু একবার বলেই ক্ষান্ত হতেন তা নয়, বরং একটু পর পরই বলে উঠতেন- হ্যাঁ, সত্যিই আমার ভুল হয়েছে। অমুকে যা বলেছে তাই ঠিক। একথা প্রকাশ করতে বিন্দু পরিমাণও তিনি সংকোচবোধ করতেন না।

প্রিয় পাঠক! এটাই হলো, সোহবত বা সৎসঙ্গ অবলম্বনের ফর। অর্থাৎ আপন উস্তাদ ইয়াকুব (র.) যেমন নিজের ভুল স্বীকার করতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করতেন না, তার সান্নিধ্য অবলম্বন করার ফলে আপন ছাত্র হযরত থানভী (র.) এর মধ্যেও এ গুণটি এসে গিয়েছিলো। তাই আসুন, আমরাও ঐ সব লোকদের সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করি, যারা সৎ, খোদাভীরু ও আল্লাহ ওয়ালা; যাদের দেখলে আল্লাহর কথা, আখেরাতের কথা মনে হয়, যাদের দেখলে সৎ কাজ করতে মনে উৎসাহ জাগে।

ওগো করুণাময় খোদা! তুমি আমাদের আজীবন ভালো মানুষের সাথে উঠা বসা করার তাওফীক দাও। আমীন। ছুম্মা আমীন। -আকাবির কা তাকওয়া

৯/৬২

কঠোরতা কেবল দীনের খাতিরেই।

হযরত ইসমাঈল শহীদ (র.) একদা কোথাও ওয়াজ করছিলেন। লোকজন কান পেতে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তার ওয়াজ শ্রবণ করছিলো। ঠিক এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, মৌলভী সাহেব! আমরা শুনেছি আপনি হারামী (জারজ সন্তান)। এতটুকু বলে সে চট করে বসে পড়লো।

লোকটির কথা শুনে হযরত ইসমাঈল শহীদ (র.) মোটেও রাগ করলেন না। বরং অত্যন্ত গাম্ভীর্য সহকারে ধীরস্থিরভাবে বললেন- মিয়া! তুমি ভুল শুনেছো। কারণ আমার পিতা মাতার বিয়ের সাক্ষী এখনো বুজনা, ফালট এমনকি দিল্লীতেও বিদ্যমান আছে।

এ ঘটনা উল্লেখ করে হযরত থানভী (র.) বলেন, হযরত ইসমাঈল

শহীদ (র.) কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে, তা কেবল দীনের খাতিরেই ছিলো। কারণ যদি তাই না হতো, তবে মানুষকে ক্রোধান্বিত করার জন্য এরূপ কথার চেয়ে মারাত্মক কথা আর কি হতে পারে? -আকাবির কা তাকওয়া

১০/৬৩

তাকওয়া আর কাকে বলে?

একবার শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) এর পরিবার বাড়িতে ছিলো না। সেজন্য তিনি মাদরাসা থেকে একটি খানা নিজের নামে জারি করে নিয়েছিলেন। এক ছাত্রও খানা উঠিয়ে হযরতের সাথে খেতো। একদিন ঐ ছাত্রটি হযরত শাইখুল হাদীস (র.)কে বললো, আমার ভাগে তরকারীরর তৈলাক্ত অংশ যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে, আপনাকে এর চেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। আর এর কারণ হলো, আপনি মাদরাসার উস্তাদ, সবাই আপনাকে মান্য করে।

হযরত শাইখুল হাদীস (র.) একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে নিজের তরকারীর সঙ্গে ছাত্রটির তরকারী মিলিয়ে দেখলেন। এতে দেখা গেলো, ছাত্রটির অভিযোগ সম্পূর্ণ ঠিক। ফলে তিনি সেদিন থেকেই নিজের নামে মাদরাসার খানা জারি করানো চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিলেন। অথচ বেশ কয়েকজন ছাত্রের সম্পূর্ণ খানাখরচ তিনি নিজে বহন করতেন।

সম্মানিত পাঠক পাঠিকা! শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) কত বড় মুত্তাকী-পরহেযগার ছিলেন, কতবড় আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন এ ছোট্ট ঘটনাটিই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ছাত্রের অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, আমি এ মাদরাসার শাইখুল হাদীস হওয়ার কারণে, আমি যতই বলি না কেনো, বোর্ডিং এর বাবুর্চিরা আমার খানাপিনার প্রতি একটু আলাদা দৃষ্টি রাখবেই। অথচ জেনেশুনে এরূপ বাড়তি সুবিধা ভোগ করা আর যাই হোক, তা যে তাকওয়া পরিপন্থি কাজ তাতে মোটেও কোনো সন্দেহ নেই। তাই বাকি জীবনে কোনো দিন তিনি মাদরাসার বোর্ডিংএ খানা জারি করেন নি। সুবহানাল্লাহ।

হে রাব্বুল আলামীন। এসব মহামনীষীর জীবন ও কর্ম থেকে আমাদের সবাইকে শিক্ষা নেওয়ার তাওফীক দাও। তাওফীক দাও তদানুযায়ী জীবন গঠন করার। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন। -আকাবির কা তাকওয়া।

www.smfoundationbd.com

পাঠকের মতামত

মুহতারাম, বাদ সালাম! আশা করি কুশলেই আছেন। পরকথা, আপনার সিরিজের বইগুলো পড়ে আমাদের পরিবারের সকলেই লেখনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং আমার বন্ধু মহলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্য করেছি। আজ যে মুহূর্তে মুসলিম যুব সমাজ চারিত্রিক অবক্ষয়ের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যে মুহূর্তে কিছু নামধারী জ্ঞানপাপী ইসলামের বিরুদ্ধে কলম চালাতে অভ্যস্থ, ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার বইগুলো মুসলিম ভাই বোনদের ঈমান ও আমলের একজন রাহবার হিসেবে কাজ করছে। কারণ লেখনী শক্তি মানুষের পরিবর্তন পরিবর্ধনের সবচেয়ে সহায়ক শক্তি।

আমি হৃদয় গলে সিরিজের ব্যাপক প্রচার প্রসারকে সময়ের অন্যতম দাবি বলে মনে করি। এজন্য লেখকের কাছে আমার প্রস্তাব হলো, তিনি যেন দেশের প্রতিটি জেলায়, থানায় ও ইউনিয়নে **হৃদয় গলে পাঠক ফোরাম** তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এই উদ্যোগকে কিভাবে সুন্দর ও সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করা যায় সেজন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পরামর্শ চান। আমি মনে করি, ফোরাম তৈরির ভূমিকা হিসেবে প্রথমে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নিলে ভালো হবে। এতে পাঠকদের মাঝে একটি ব্যাপক সাড়া জাগবে; মুখে মুখে আলোচিত হবে এই সিরিজের নাম। ফলে পাঠক ফোরাম গঠন করাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

কুইজের প্রশ্নগুলো হবে সিরিজের বই থেকে। তবে বইয়ের বাইরে থেকে ২/৪টি প্রশ্ন থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। বেশি সংখ্যক মানুষকে জানানোর উদ্দেশ্যে সিরিজের বই ছাড়াও অন্ততঃ একবার হলেও মাসিক আদর্শ নারীতে প্রশ্নগুলো ছাপানো যায়। প্রশ্ন যেন সহজ সুন্দর ও সৃজনশীল হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

আমি প্রায়ই আমার প্রিয়জনদের উৎসাহ যুগিয়ে থাকি, যেন তারা হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো সংরক্ষণ করে। কারণ আমার বিশ্বাস আপনার বইগুলো সমাজের প্রতিটি মানুষের মাঝে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবে। পারবে দ্রুত সমাজকে অবক্ষয়ের থাবা থেকে রক্ষা করতে।

পরিশেষে আল্লাহ পাক যেন আপনার লেখনীকে আরো শাণিত করেন এবং বাংলার ঘরে ঘরে শত শত মুফীজুল ইসলাম এর আবির্ভাব ঘটান এ কামনা করে বিদায় নিলাম। আল্লাহপাক আপনাকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। দুআর মুহতাজ। ইতি- আপনার একজন অনুরক্ত।

মুহাম্মদ কাওসার জামীল (আশরাফী)

৩/এ শায়েস্তাখান রোড, পোস্তা,লালবাগ,ঢাকা।

www.smfoundationbd.com

সুপ্রিয় লেখক ও পাঠক বন্ধুরা! হৃদয় গলে সিরিজের প্রকাশ এমন এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে যখন বাংলার সর্বস্তরের মানুষের মাঝে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। এই ক্রান্তি লগ্নে হৃদয় গলে সিরিজকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য পানে পৌছাতেই হবে। পৌছাতে হবে প্রতিটি মুসলিম পরিবারে। বাংলার আনাচে কানাচে অনেক লোক এমনও আছে যারা এখনো হৃদয় গলে সিরিজের একটি বইও পায়নি। আমি মনে করি, এর মূল কারণ হলো, পাঠক-পাঠিকাদের অবহেলা। হৃদয় গলে সিরিজ ১৪তম খন্ড পেরিয়ে গেছে। অথচ আমার ধারণায় এমন লোক অনেক আছে যারা এ সিরিজ পড়া তো দূরের কথা এর নামও শুনে নি। তাই সর্বস্তরের পাঠকদের কাছে হৃদয় গলে সিরিজের সবগুলো বই পৌছে দিতে আমি কিছু পরামর্শ তুলে ধরলাম। সেই সঙ্গে লেখক ভাইয়ার কাছেও কয়েকটি অনুরোধ রাখলাম।

প্রথমতঃ পাঠক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে-

১। প্রথমে আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি হৃদয় গলে সিরিজকে কতটুকু ভালবাসেন। এই ভালবাসার মাপকাঠিতে ওজন করে আপনি এই সিরিজের জন্য কাজ করুন।

২। আপনার খুব কাছের ও ঘনিষ্ট বন্ধুদেরকে হৃদয় গলে সিরিজের একটি বই পড়তে দিন এবং এই সিরিজ পাঠের উপকারিতা আলোচনা করুন। আর যে কোনো বই বা পত্রিকার প্রাণ হলো পাঠক তা আপনি আপনার বন্ধুকে বুঝান।

৩। সুমিষ্ট ভাষী হওয়ার ও সবার সাথে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। সমাজে নিজেকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন। তারপর সমাজের ধার্মিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মাঝে হৃদয় গলে সিরিজ প্রচার করুন। পরে একটি বই হাতে ধরিয়ে দিন। দেখবেন খুশি মনে তা গ্রহণ করছে।

৪। আপনার আশপাশে খোঁজ করুন, কে ইসলামী মনীষী ও আকাবিরে দেওবন্দ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। কে অজানাকে জানতে চায়। তাদেরকে খুঁজে বের করে হৃদয় গলে সিরিজের বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

৫। আপনার বিশেষ আনন্দের দিনে প্রিয়জনদের হৃদয় গলে সিরিজের বই উপহার দিন। যে উপন্যাস পড়তে আগ্রহী তাকে এই সিরিজের উপন্যাস দিন, যে গল্প পড়তে আগ্রহী তাকে এই সিরিজের গল্পের বই হাদিয়া দিন।

৬। আপনার প্রিয়জন বইটি পাঠ করার পর তাকে বলুন লেখকের বরাবর তার মতামতটি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। আপনি তাকে লেখকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। প্রয়োজনে মোবাইল ফোনের সাহায্য নিতে পারেন। আমার বিশ্বাস

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

হৃদয় গলে সিরিজ প্রেমিকরা এভাবে কাজ করে গেলে এই সিরিজ আরো দ্রুত গতিতে বাংলার আনাচে-কানাচে সর্বস্তরের পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

৭। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার আরেকটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হলো, হৃদয় গলে সিরিজকে কেন্দ্র করে একটি **পাঠক সংঘ** গঠন করা। এই সংঘের নাম, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং গঠন প্রক্রিয়া আমি আমার ব্যক্তিগত মতানুযায়ী নিম্নে তুলে ধরলাম। আমি আশা করবো আমার এ মতামতকে সামনে রেখে অন্যান্য পাঠক-পাঠিকারা অতিদ্রুত লেখক ভাইয়াকে এ ব্যাপারে তাদের নিজ নিজ মতামত জানাবেন।

(ক) **প্রস্তাবিত নাম ঃ হৃদয় গলে পাঠক সংঘ** অথবা **হৃদয় গলে পাঠক পরিবার** অথবা **হৃদয় গলে পাঠক ফোরাম**।

(খ) **উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ** মুসলিম ভাই-বোনদেরকে চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠ থেকে বিরত রেখে চরিত্র গঠনমূলক বই-পুস্তক পাঠে উৎসাহিত করা। সেই সঙ্গে সমাজের প্রচলিত বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনার কবর রচনা করে সবাইকে দীনদার পরহেযগার আল্লাহওয়ালা ও আখেরাতমুখী করে তোলার চেষ্টা করা।

(গ) **গঠন প্রক্রিয়া ঃ** প্রথমে এই সংঘ জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে হবে। পরবর্তীতে হবে কেন্দ্রীয় ভাবে গোটা বাংলাদেশ নিয়ে। জেলা, থানা বা ইউনিয়ন পর্যায়ের সংঘগুলো কেন্দ্রীয় সংঘের শাখা হবে। এগুলোর নাম উদাহরণ স্বরূপ এমন হতে পারে "হৃদয় গলে পাঠক সংঘ, বি.বাড়ীয়া শাখা।" "হৃদয় গলে পাঠক সংঘ, মনোহরদী থানা, নরসিংদী শাখা।" "হৃদয় গলে পাঠক সংঘ, করিমপুর ইউনিয়ন, নরসিংদী শাখা" ইত্যাদি। প্রত্যেক সংঘের একজন সভাপতি, একজন সেক্রেটারী, একজন প্রচার সম্পাদক ও কয়েকজন সদস্য থাকবে। সদস্যের সংখ্যা কমবেশি হতে পারে। যারা এই সংঘ করতে আগ্রহী তাদের নাম লিষ্ট করে পরামর্শ অনুযায়ী উপরের পদগুলো বণ্টিত হবে।

(ঘ) **সংঘের কাজ ঃ** (১) এই সংঘের লোকজন প্রতি সপ্তাহে একদিন একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হয়ে এর উন্নতির জন্য কে কি করল এবং সামনে আরো কি করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করবেন। সবশেষে আগামী সপ্তাহের কাজ প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিয়ে দোয়ার মাধ্যমে শেষ করবেন।

(২) সংঘের সদস্যগণ এলাকার প্রতিটি ঘরে এই সিরিজের প্রতিটি বই পৌঁছানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

www.smfoundationbd.com

(৩) হৃদয় গলে সিরিজসহ আরও অন্যান্য ধর্মীয় পত্র-পত্রিকা ও বই পুস্তক পাঠের জন্য নতুন নতুন পাঠক-পাঠিকা তৈরি করবেন।

(৪) সিরিজ পাঠ শেষ হয়ে গেলে পাঠকদেরকে **মতামত বিভাগে** চিঠি লিখার জন্য উৎসাহিত করবেন।

(৫) মোবাইল কিংবা চিঠির মাধ্যমে সংঘের সদস্যগণ অবশ্যই লেখকের সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ নিবেন।

(৬) সংঘ তৈরির কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে এর একটি তালিকা লেখক বরাবর পাঠিয়ে দিবেন। এ পর্যায়ে লেখকের কাছে বিনীত আবেদন থাকবে, তিনি যেন এ তালিকাটি পরবর্তী সিরিজে ছাপিয়ে দেন। এতে অন্যান্য এলাকার লোকজনও এধরণের সংঘ তৈরি করতে অনুপ্রাণিত হবে।

(৭) সংঘের পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। কুইজের প্রশ্নগুলো হৃদয়গলে সিরিজকে কেন্দ্র করে তৈরি হবে। সদস্যরা মিলে প্রশ্ন তৈরি করার পর তা লেখকের নিকট পাঠিয়ে দিবেন। লেখক মহোদয় বিভিন্ন সংঘ থেকে আসা প্রশ্নগুলো থেকে বাছাই করে প্রয়োজনে আরো কিছু নতুন প্রশ্ন জুড়ে দিয়ে একটি চূড়ান্ত কুইজ সীট তৈরি করবেন। তারপর তিনি তা ছাপিয়ে কিংবা ফটোকপি করে দেশের বিভিন্ন জেলায় তাঁর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাঠক ও ভক্তবৃন্দের কাছে পাঠিয়ে দিবেন। উক্ত কুইজ সীটে তিনি উত্তর পাঠানোর সর্বশেষ তারিখ উল্লেখ করে দিবেন। (এ পর্যায়ে এসে লেখক ভাইয়ার কাছে আমার আরজ থাকবে তিনি যেন বিজয়ীদের মধ্য থেকে লটারীর মাধ্যমে প্রথম ২০জনকে নির্বাচন করে তাদের প্রত্যেককে ১টি করে সিরিজের বই উপহার দেন।)

(৮) আশে পাশের প্রতিটি লাইব্রেরীতে যেন এ সিরিজ রাখে এজন্য সদস্যগণ লাইব্রেরীর মালিকদের সাথে যোগাযোগ করবেন। লাইব্রেরী না থাকলে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে লেখকের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে তা বিক্রির ব্যবস্থা করবেন।

(৯) এই সংঘের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের প্রথম কাজ হবে নিয়তকে বিশুদ্ধ করা। অর্থাৎ প্রত্যেককে এ নিয়ত করতে হবে যে, আমি দীন প্রচারের লক্ষ্যে মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এই সংঘে যোগ দিচ্ছি। কোনো দুনিয়াবী স্বার্থে নয়। হ্যাঁ, এরূপ নিয়ত রাখার পরও যদি কোন সুবিধা পাওয়া যায় তবে উহাকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই।

www.smfoundationbd.com

পরিশেষে আবারো বলছি, এ সিরিজ গোটা পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে এক সেট করে থাকুক এ আমার ঐকান্তিক কামনা। আর এ কামনাকে বাস্তবে রূপ দানের জন্যই আমি আমার এ প্রস্তাবটি পেশ করলাম। সকল পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ থাকবে আপনারা অতি তাড়াতাড়ি আমার প্রস্তাবটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত লেখক ভাইয়াকে জানাবেন। যদি এ প্রস্তাবের কোনো পয়েন্টে আপনাদের ভিন্ন মত থাকে (আর থাকাটাই স্বাভাবিক) তবে তাও জানাবেন। আমি এটা কখনোই চাই না যে, আমি যেভাবে বলেছি ঠিক সেভাবেই পাঠক সংঘ তৈরি হোক। আমি চিন্তা করার একটি পথ দেখালাম মাত্র। আল্লাহ্ সবাইকে তাওফীক দান করুন।

এবার লেখক ভাইয়ার সমীপে-

১। দৈনিক ও ইসলামি মাসিক পত্রিকায় হৃদয়গলে সিরিজের বিজ্ঞাপন দিতে পারলে ভাল হবে।

২। আপনার সিরিজে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও আকাবিরে দেওবন্দের শিক্ষামূলক ঘটনাবলি তুলে ধরাতে খুবই ভাল হয়েছে। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার অনুরোধ রইল। বর্তমানে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের দিয়ে হৃদয় গলে সিরিজের দাওয়াত দেওয়াতে পারলে ভাল হবে।

৩। পাঠকের জন্য মতামত বিভাগটি রাখা খুবই প্রশংসনীয়। এই বিভাগটি সবসময় বহাল রাখার জন্য বিশেষ আবেদন রইল।

৪। মতামত বিভাগের চিঠিপত্র প্রেরণকারী ভাইবোনদের জন্য সৌজন্য কপি সব সময় রাখা ভাল হবে। লেখকের জবাব বিভাগটিও চালু রাখার আরজ করছি।

৫। আপনি "সোনালী সংসার" নামে যে উপন্যাসটি লিখেছেন তা খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে। এভাবে মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপন্যাস লিখে পাঠক পাঠিকা বিশেষ করে তরুণ তরুণীদের উপহার দিবেন। এ আমার শেষ অনুরোধ। পরিশেষে হৃদয় গলে সিরিজ ও সকলের সাফল্য কামনায় শেষ করছি।

নিবেদক

এইচ. এম. জাবেদ হোসাইন সুজন

ইমাম, দরিকান্দী শাহী ঈদগাহ জামে মসজিদ।

শিক্ষক, মাওলানা নোয়াবআলী কোরআনিয়া হাফিজিয়া ও ফোরকানিয়া মাদরাসা।

সাং দড়িকান্দি (দড়ি গাঁও), পোষ্ট ঃ জীবনগঞ্জ বাজার

থানা ঃ বাঞ্ছারামপুর, জিলা ঃ বি, বাড়ীয়া। মোবাইল ঃ ১৮৬১৪৮৭৯১

www.smfoundationbd.com

নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী/৯৯

আমার পরম শ্রদ্ধেয় লেখক! মানুষ যখন দুঃখে কষ্টে জর্জরিত থাকে তখন একটু সুখের জন্য হলেও কিছু একটা মাধ্যম তালাশ করে, ঠিক তেমনি আমিও দুঃখ কষ্টের সময় মনটাকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছি হৃদয়গলে সিরিজকে, সঙ্গী করেছি নিত্য দিনের। সত্যিই আপনার লেখার মান অতুলনীয় যেটা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভাবছিলাম এ বছর আর কোনো লেখা পাঠাবো না কারণ সারাক্ষণই ক্লাস চলে। সময় একদম কম। কিন্তু পারলাম না। আর পারার কথাও নয়। কারণ ১৫ ডিসেম্বর ২০০৫ইং বরিশাল কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বোমাবাজদের বিরুদ্ধে বিশাল এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশ শেষে যখন বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহণ করি তখন হঠাৎ পিছন থেকে হাত ধরে আমার একবন্ধু বলল, আসসালামু আলাইকুম, মিছবাহ ভাই! কেমন আছেন? আমি ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে বললাম, আরে মোস্তফা! কেমন আছিস্। কই থাকস? সে বললো, এইতো চরমোনাই মাদরাসায় জামাতে কাফিয়া পড়ি।

ঃ আচ্ছা মিছবাহ ভাই! আপনি কি হৃদয় গলে সিরিজের বই পড়েন?

ঃ ওমা পড়বো না মানে! ওতো আমার পড়ার জগতের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, তুই কি পড়িস?

ঃ হ্যাঁ, আর ১৩ তম সিরিজে আপনার লেখা পেয়েছি। গল্প ও চিঠি দুটোই। তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

ওর কথা শুনে যে কতখানি আনন্দ অনুভব করছিলাম তা আমার স্থানে অন্য কেউ না আসা পর্যন্ত বুঝবে না। আর এর চেয়েও বেশি অনুভব করেছিলাম তখন যখন মোস্তফা বললো, আমাদের চরমোনাই মাদরাসার এক হুজুর বলেছেন, যদি কারো ভাষার মধ্যে সমস্যা থাকে বা সহজ সরল ভাষা শিখতে হয় তাহলে মাওলানা মুফীজুল ইসলাম সাহেবের হৃদয় গলে সিরিজ পড়বে। তাছাড়া আমাদের মাদরাসার পক্ষ থেকে শুধু হৃদয় গলে সিরিজ পড়ার অনুমতি রয়েছে।

আমি মনে করি হৃদয় গলে সিরিজের চেয়ে বড় সফলতা আর কি হতে পারে? যে মাদরাসায় ক্লাসের বই/কিতাব পড়া ছাড়া অন্য কোনো বই পড়া সম্পূর্ণ নিষেধ, সে মাদরাসায় যখন হৃদয় গলে সিরিজ পড়ার অনুমতি রয়েছে তাহলে আমরা এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, এ সিরিজের নিশ্চয়ই কোনো তুলনা হয় না। তাই পাঠক/পাঠিকাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা হৃদয়গলে সিরিজ নিজে পড়ুন অপরকে উপহার দিন। সুন্দর জীবন গড়ুন এবং অপরকে সুন্দর জীবন গড়ে তোলতে উদ্বুদ্ধ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্দর জীবন গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাঃ হাবিবুর রহমান মিছবাহ

তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস), জামেয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া আরবি বিশ্ব বিদ্যালয়, বরিশাল। ফোন ঃ ০১৭৮৬২২৩৮২, ০১৮৮২৩৮৩৬৮

www.smfoundationbd.com

নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী/১০০

আমি একজন গৃহিনী। আমার স্বামী একজন মাওলানা এবং কওমী মাদরাসার শিক্ষক। আমি আল্লাহর রহমতে যথেষ্ট পর্দা করি। বাল্যকাল থেকেই আরবি পড়তে ভালবাসতাম। আমার ফুফু ছিলেন কোরআনের হাফেজা। তার কাছ থেকে আমি কোরআন শিখেছি এবং হাদীস সম্বন্ধেও অনেক কিছু জেনেছি। তখন থেকেই আমি পর্দা রক্ষা করে চলি। আর একটি বিষয়ে আমার খুবই মনোযোগ ছিল। সেটি হচ্ছে ধর্মীয় বই পুস্তক পাঠ করা। আমার এই ধর্মীয় বই পড়ার প্রতি মনোযোগ দেখে আমার স্বামী খুব আনন্দিত হন। তিনি বিভিন্ন রকম ধর্মীয় বই আমাকে সংগ্রহ করে দেন। সেগুলো পড়ে আমার ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমি আমার সাংসারিক জীবন সঠিকভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হই।

হঠাৎ একদিন আমার স্বামী একটি বই এনে দিলেন। বইটি হাতে নিয়ে আমি দেখতে লাগলাম। বইটির নাম দেখে পড়ার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সংসারের সব কাজ শেষ করে রাতে বই নিয়ে পড়তে বসলাম। প্রথম হতে শুরু করে অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত সবকটি গল্পই পড়ে শেষ করলাম। বইয়ের প্রতিটি গল্পই এত মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক তা কেউ না পড়লে বুঝতে পারবে না। এরপর একে একে লেখকের প্রকাশিত সবকটি বই আমি পড়েছি। যতই পড়ি ততই আরও বেশি পড়তে মন চায়। বইয়ের গল্পগুলি আমার মনের মধ্যে দারুনভাবে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তুলেছে। আল্লাহর দেওয়া বিধান মানলে এবং অমান্য করলে কি হয় তা এই বই পড়ে শিক্ষা পেয়েছি। আবার আল্লাহ তা'আলার রহমতের সমুদ্র কত গভীর হয় সেটাও বুঝতে পেরেছি হৃদয়স্পর্শী এ বই পড়ে। এই বই পড়ে আমার জীবনের যত ভুল ছিল, সব ভুলের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার নতুন করে ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলেছি। বইগুলির শ্রুতিমধুর ও হৃদয় কাড়া নাম দেখে লেখকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গিয়েছে। আমার বিশ্বাস এ ধরনের বই পুস্তক যারা পড়বেন তারা তাদের জীবনের সমস্ত ভুল ভ্রান্তি বুঝে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চেয়ে ইসলামি জীবন গড়ে তুলবেন। তাই আমার ইসলামদরদী ও সম্মানিত লেখকের নিকট আকুল আবেদন করছি, তিনি যেন এরকম আরো শ্রুতিমধুর কয়েক খণ্ড বই প্রকাশ করেন। সেগুলি পড়ে যেন সমস্ত মুসলিম নরনারীর অন্তরে আরো বেশি আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং সক্ষম হন সঠিক পথ বেছে নিতে। সবশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট দোয়া করি, তিনি যেন লেখককে আরও কয়েক খণ্ড বই প্রকাশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন

ইয়াছমিন আক্তার

মির্জাপুর, টাঙ্গাইল

নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী/১০১

আমি মির্জাপুর থানার উত্তর রোয়াইল দারুল উলূম মাদরাসার একজন শিক্ষক। আমি সব সময় ইসলামি বই পুস্তক পড়তে ভালবাসি। যে বইটি বেশি ভাল লাগতো সেটি বেশি বেশি পড়তাম। ১৪২৬ হিজরি সনে রমজান মাসে আমাদের মাদরাসা বন্ধ ছিল। তখন জানতে পারলাম মাদরাসায় আমাদের একজন শিক্ষক এসেছেন। আমি তার সাথে দেখা করতে মাদরাসায় গেলাম। ঢুকতেই লক্ষ্য করলাম একটি ছাত্র মনোযোগ সহকারে কি যেন পড়ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সে একটি ধর্মীয় বই পড়ছে। আরও জানলাম, বইটি আমাদের মাদরাসা পাঠাগারের। বইটি আমি চাওয়াতেই ছাত্রটি তাৎক্ষণিক আমার হাতে দিল। হাতে নিয়ে বইটি দেখতে লাগলাম। বইয়ের নাম ও লেখকের নাম দেখে পড়ার জন্য আমার মনের মধ্যে আকর্ষণ জন্মালো। ভাবলাম এই বই আমাকে পড়তেই হবে। ছাত্রটির হাতে বইটি দিয়ে শিক্ষক সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলাম। তার সাথে আমার অনেক কথা হলো। এক সময় আমি বইটির কথা তুললাম। বইয়ের কথা তুলতেই শিক্ষক সাহেব বললেন, বইটি আমিই পাঠাগারে উঠিয়েছি। আরও বললেন, আজ আমি পড়ার জন্য নিয়ে যাবো। এ কথাটি শ্রবণ করতেই আমার হৃদয়ের মধ্যে ভূকম্পন সৃষ্টি হলো। মনে মনে আফসোস করতে লাগলাম, আমার বুঝি এখন আর বই পড়া হবে না। তবুও বিনয়ী কণ্ঠে শিক্ষক সাহেবের কাছে বইটি চেয়ে অনুরোধ জানালাম। যদিও তিনি বইটি দিতে রাজি ছিলেন না তবুও আমার অনুরোধে দিলেন। বইটি পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। বাড়িতে নিয়ে পড়তে লাগলাম, যতই পড়ি ততই ভাল লাগে। এভাবে আস্তে আস্তে বইটির সমস্ত গল্প পড়ে শেষ করলাম। বইটি পড়ে এত ভাল লেগেছে যে, একই বই দু তিন বার পড়ার পর মনে হয়েছিল আরও পড়ি। পড়ার সময় আমার হৃদয়ে ঝড় উঠেছিল। মনের অজান্তেই গড়িয়ে পড়েছিল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

সত্যি কথা বলতে কি? বইয়ের প্রতিটি গল্পই আমার হৃদয় কেড়ে নিয়েছে। এই বই আমার জীবনের সমস্ত অশালীনতা দূর করে, আমার শিক্ষকতার জীবনকে করেছে আরো উজ্জ্বল। প্রতিটি ঘটনা আমার মনের মাঝে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আমার বিশ্বাস, সারা বিশ্বে হাজারো নর-নারীর হৃদয়ে এ ধরনের হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী বই স্থান পাবে। এ বই পড়ে তারা তাদের জীবন সুন্দর করতে পারবে। লেখকের কাছে হাজারো অনুরোধ তিনি যেন এ রকম শ্রুতিমধুর আরো কয়েক খণ্ড বই রচনা করেন। যাতে সমাজের নর-নারীরা অশ্লীলতা ছেড়ে দিয়ে শালীনতা বজায় রেখে ইসলামের বিধান মেনে চলে।

আমি আমার হৃদয়ের গভীর স্থান থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, মহান আল্লাহ তাআলা যেন ভবিষ্যতে লেখককে এ ধরনের হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী গ্রন্থ রচনা করার তাওফীক নসীব করেন। এবং সমস্ত উম্মতের হেদায়াতের জন্য কবুল করেন। আমীন।

মাওলানা আঃ রাজ্জাক

মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

সম্মানিত লেখক ভাইয়া! আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন কওমী মাদরাসার ছাত্র। নোয়াখালী ঐতিহ্যবাহী জামেয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় পড়ি। একদিন আমি আমার এক সহপাঠিকে একটি বই পড়তে দেখলাম। বইটি হলো হৃদয়গলে সিরিজের ৫ম খণ্ড। বইটি দেখে আমার খুব আগ্রহ জাগল বইটি পড়ার জন্য। কিন্তু বইটির প্রতি ছাত্রদের এতই আগ্রহ ছিল যে, একের পর এক বইটি পড়তে লাগল কিন্তু এভাবে আমি আর পড়তে পারলাম না। আমার মন প্রাণ ছিল বইটির মোহে আকুল। তাই অনতি বিলম্বে আমি প্রকাশনীতে গেলাম বইটি ক্রয় করার জন্য। আমার সৌভাগ্য যে, আমি একটি বই ক্রয় করতে গিয়ে হৃদয়গলে সিরিজের সবকয়টি বই দেখতে পেয়ে সাথে সাথে আনন্দ চিত্তে বইগুলো ক্রয় করে নিলাম। আমি এক এক করে বইগুলো পড়লাম। আমার কাছে সবকয়টি বই খুব ভাল লেগেছে। আমার মনে হলো বইগুলো পড়লে যে কোনো পাষাণ হৃদয় বরফের মতো গলে শীতল হয়ে যাবে। বাস্তবিক এমনই হলো। আমার পাথর হৃদয়ও বরফের মতো গলে শীতল হয়ে গেল। আমার ভিতর পরিবর্তনের ঝড় বইতে লাগলো। মাত্র কয়েক দিনে আমি বইগুলো যতই পড়ছি ততই বইয়ের প্রতি আগ্রহ বেড়ে গেল। ততই পরিবর্তনের মাত্রা বৃদ্ধি হতে লাগলো। এখন আমার ধ্যান ধারণা শুধু জীবনকে ইসলামের পরিপূর্ণ সুশীতল ছায়ায় সঁপে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আর এ জন্য স্রষ্টার দরবারে ফরিয়াদ জানাই তিনি যেন আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং লেখকের নিকট আবেদন জানাই তিনি যেন তার এই মহাগ্রন্থগুলো সিরিজ আকারে ১৫০ এর অধিক পর্যন্ত চালিয়ে যান। এতে অনেক পথভ্রষ্ট লোক সঠিক পথ দেখতে পাবে যেমন পেয়ে যাচ্ছে অনেক বদদীন মানুষ ইসলামের আসল পরিচয়।

পরিশেষে দোয়া করছি লেখক ভাইয়ার সাথে যেন আমি খোদার কৃপায় অনতি বিলম্বে সরাসরি দেখা করতে পারি। বিধাতা যেন আমাদের সাক্ষাতের সুযোগ করে দেন। এবং তাকে দুজাহানে সৌভাগ্যবানদের একজন করেন।

www.smfoundationbd.com

আরও দোয়া করি, আপনার অসিলায় যেন আরো লাখো মানুষ হেদায়াতের রাস্তা পায় এবং মৃত্যুর পর দু জাহানের বাদশা হুজুরপাক (সা.) এর সাথে জান্নাত নসীব হয়। আমীন ছুম্মা আমীন। আল্লাহ আপনার সহায় হোক।

মোঃ মোস্তফা রাহাত

জমাতে হাশতম, আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া

মাইজদী, নোয়াখালী।

হৃদয় গলে সিরিজের মতামত প্রকাশ করার জন্য কি লিখব সে ভাষা আমার কাছে নেই। এই বইগুলি পড়ে আমার ভিতরে যে আনন্দের ঢেউ উঠেছে উহা একটি উদাহরণের দ্বারাই বুঝাতে চাই। মনসুর যখন তার বোনের খোঁজে পাহাড়ের কাছে গেলো এবং তার বোনের পিছনে শরবতের দুই গ্লাস থেকে এক গ্লাস খেয়ে আল্লাহর নূর দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কে? জবাব এলো আমিই হক। এই জবাব তার এত পছন্দ হলো যে, সে বাজারের অলি গলিতে বলতে আরম্ভ করলো আমিই হক আমিই হক। মনসুর তো আল্লাহকে দেখে এত খুশি হয়েছিল যে, সে বলতে পারছে না। সে কি দেখছে....। আমরা যদিও আল্লাহকে দেখি নাই কিন্তু আল্লাহকে দেখতে হলে কি করতে হবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে হলে কি করতে হবে তারই নিয়ম কানুন খুঁজে পাচ্ছি হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলিতে। তাই আমি সমস্ত মুসলমান ভাই বোনদের নিকট বলতে চাই এই বইগুলি কুরআন হাদীস নিংড়ানো। এর মাঝে রয়েছে সাহিত্যের ছড়াছড়ি। যারা সাহিত্য শিক্ষার জন্য রবি ঠাকুরের বই পড়ছেন তারা হৃদয় গলে সিরিজের একটি মাত্র বই পড়ে দেখুন ইনশাআল্লাহ মনভরে উঠবে। অবশেষে দোয়া করি আল্লাহ যেন হযরতের এই পরিশ্রমটুকু কবুল করেন এবং নাজাতের জরিয়া করে দেন। সেই সঙ্গে এই বইয়ের দ্বারা অপসংস্কৃতির অন্ধকারে আবদ্ধ মানব জাতিকে হেদায়েতের পথ দেখান। আমীন ছুম্মা আমীন।

মোঃ জুবায়ের, বি বাড়ীয়া

জামাতে কাফিয়া, লালবাগ মাদ্রাসা।

মাননীয় হৃদয় গলে সিরিজের লেখক সাহেব! আমি একজন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র। আমার পাঠ্য বই ছাড়াও অন্য বই পড়ার তেমন আগ্রহ নেই। তবে হাসি খুশির গল্পের বই পেলে মাঝে মধ্যে পড়ে থাকি। আমার ভাইয়া হাফেজ মোঃ জাবেদ হোসাইন সুজন তিনি মাদরাসা থেকে বাড়ীতে আসলে দেখি বিভিন্ন

ইসলামি বই পড়ে থাকে। তিনি এইগুলি নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকায় আব্বু ভাইয়ার উপর ভীষণ রাগ করেন। ভাইয়া আব্বুর ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে এগুলো পড়ে। আব্বু শুধু বলেন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার জন্য। একদিন ভাইয়া টেবিলে বসে বই পড়ছে। কোথায় থেকে যেন আব্বু এসে দেখছে ভাইয়া শুধু কি জানি একটি বই পড়ছেই। আমিও আমার ছোট ভাই টেবিলের এক পাশে বসে ক্লাসের পড়া পড়ছি। হঠাৎ আব্বু বলে উঠল, কিরে জাবেদ! অনেক্ষণ ধরে কি পড়ছিস? ভাইয়া অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললো- ইসলামি গল্পের বই। হৃদয় গলে সিরিজের ১২ তম সিরিজ। প্রত্যেকটা সিরিজই খুব ভাল। তাহলে একটা গল্প পড় শুনি। ভাইয়া মাতার অভিশাপ শিরোনামে একটা গল্প পড়া শুরু করলো। এইটা শেষ হওয়ার পর আব্বু বললেন, আরেকটা পড়। এই ভাবে অনেকটি গল্প পড়া শেষ হলো। আমরাও পড়া বন্ধ করে ভাইয়ার বলা গল্প শুনলাম। শুনতে শুধু ভালই লাগছিল। তাই পড়া শেষ হওয়ার পর মুখ থেকে মনের অজান্তেই বের হলো- আহ! ভাইয়া পড়া বন্ধ করে দিল। আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। মনে চাইল ভাইয়া থেকে বইটি এনে পড়ে ফেলি। তবে এখানে মা বাবা ভাই বোন সবাই বসে শুনছিল। তাছাড়া ভাইয়াও আবার কি বলে সে ভয়ও ছিল। তাই এখানে কিছু না বলে লক্ষ্য করছি ভাইয়া বই কোথায় রাখে। যখন ভাইয়া ঘরে নেই এ সুযোগে বইটা পড়তে শুরু করি। পড়তে পড়তে শেষ করে ফেলি। বইটি এমন ভাল লেগেছে যে, লেখককে ধন্যবাদ জানানোর জন্য মনটা পেরেশান হয়ে উঠে। সেই সাথে পেয়ে ফেলি মতামত বিভাগটি তাই লেখককে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলাম।

নিবেদক

মুহাম্মদ নূর হোসাইন যেবু

পিতা মোঃ নান্নু মিয়া, পানিয়ারূপ উচ্চ বিদ্যালয়

পোস্ট ঃ পানিয়ারুপ, থানা ঃ কসবা, বি,বাড়ীয়া

প্রিয় লেখক ভাইয়া আমি একজন কওমী হেফজ বিভাগের শিক্ষক। বই পড়া কখনো আমার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু কালের পরিক্রমায় কিছু বইয়ের শুভাগমন দেখতে পেয়ে মনকে আর স্থির রাখতে পারি নি। আমি একের পর এক হৃদয় গলে সিরিজের দশম পযর্ন্ত মনযোগ সহকারে পাঠ করছি। এতে আমার জীবনের কিছু ত্রুটি দূরীভূত হয়েছে। আমি পাক দরবারে দোয়া করি যেন আল্লাহ তা'আলা মাওলানা মুফীজুল ইসলাম ভাইকে হায়াতে তায়্যিবাহ দান করেন।

আর একটি বিষয় না লিখে পারছি না সেটা হলো হৃদয় গলে সিরিজ ১-১০ পর্যন্ত এলাকার বিভিন্ন মহিলা ও বন্ধু মহলে দিয়ে ছিলাম এতে তাদের জীবনে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তারা প্রত্যেকে সবকটি বই লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করেছে এবং প্রচার প্রসারের জন্য চেষ্টা চালিয়েছে। আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই চেষ্টাকে সহজ করে দিবেন।

হে হৃদয় গলে সিরিজ! জানি না তোমার জীবন,
কত পবিত্র বারি,
যখন তোমায় প্রথম দেখি,
হৃদয় তুমি নিয়েছ কাড়ি।
ঘুম আসেনা তোমায় ছাড়া,
একলা জেগে থাকি।
কখন আবার হাতে আসবে
স্বপ্ন শুধুই আঁকি
হে হৃদয় গলে সিরিজ
বন্ধু আমার তুমি আমার সাথী।
তোমার কথা ভাবি আমি
প্রতি দিবস রাতি।

হাঃ মোহাম্মদ উল্লাহ
শিক্ষক, থানার হাট নূরানী তালীমুল কুরআন মাদরাসা
সদর, নোয়াখালী। ফোন ঃ ০১৮৮৭৬৪৭০৮

সমগ্র দুনিয়া ছেয়ে গেছে অন্ধকারে। গোটা মুসলিম জাতি অশান্তির অতল দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ অন্যায় অবিচার জুলুম নির্যাতনের হিংস্র থাবায় জর্জরিত। চতুর্দিকে অপসংস্কৃতির সয়লাব। বিভিন্ন কলা কৌশলে চলছে আলেম উলামাদের ঈমান আক্বিদা ধ্বংস করার বহুমুখী পরিকল্পনা। তম্মধ্যে অশ্লীল উপন্যাস ও পত্র পত্রিকা অন্যতম। যা পাঠ করে আমাদের জীবন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ মুহূর্তে আমাদেরকে সর্বদা এমন উপদেশমূলক বই পাঠ করা একান্ত উপরিহার্য যে বইগুলো আমাদের জীবনের গতি পাল্টে দিবে এবং সকল শ্রেণীর লোকদেরকে ইসলামের আদর্শে আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠার ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। সত্যিই আমি আপনার সোনালী সংসার (১৪ সিরিজ) উপন্যাসটি পড়ে ভীষণ পুলকিত হয়েছি। যা আমার পক্ষে ভাষায় ব্যক্ত

করা সম্ভব নয়। আমি আমার জীবনে এরকম উপন্যাস পড়েছি কিনা সন্দেহ রয়েছে। এই সমস্ত উপন্যাস পড়ে আমাদের জীবনে পরিবর্তন আসবে তা আমি হ্যান্ডেট পারসেন্ট সত্য বলে মনে করি। তার মধ্যে কিঞ্চিত পরিমাণ সন্দেহ নেই। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বইটি পড়ে মানুষ সুন্দর ও হেদায়েতের আলোকে পথ চলতে উদ্বুদ্ধ হবে। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে তাওফীক দান করুন। এই প্রত্যাশায় ইতি টানলাম।

এইচ. এম. আরিফুজ্জামান
গ্রাম ঃ বাহেরবালী, পোঃ হুমায়ুনপুর
থানা ঃ বাজিতপুর, জিলা ঃ কিশোরগঞ্জ।

কলামিষ্ট ভাইয়া, আমি মোঃ আব্দুল মতিন বর্তমানে হলদারপুর জামে মসজিদের ইমাম ও উক্ত গ্রামের মাদানীয়া আদর্শ মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছি। ২০০৪ সালে যখন আমি জামেয়া মাদানিয়া বিশ্বনাথ মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস পড়তাম তখন কিছু পাঠ্য কিতাব খরিদ করার জন্য সিলেট কুদরত উল্লাহ মার্কেটে গিয়ে সর্ব প্রথম যে বইটির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর পড়েছিল সেটি হল যে গল্পে হৃদয় গলে। তখন এক সাথে ৪ খন্ড খরিদ করে নিয়েছিলাম। উক্ত সিরিজের অনেকগুলো বই আমি পড়েছি। বইগুলো পাঠ করার পর যে তৃপ্তি পেয়েছি তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আপনার বইগুলো সত্যিই আমাকে সীমাহীন মুগ্ধ করেছে। আমার অনেক সাথী ও বন্ধুকে বইগুলো পড়তে দিয়েছি। আপনার বইগুলো প্রতিটি পাঠকের হৃদয়কে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করে। আমার থেকে নিয়ে যারাই সিরিজ গুলো পাঠ করেছে তারা কেহই উক্ত সিরিজকে ফেরত দিতে চায় নি। আপনার বইগুলো পড়ে পর্দাহীন মেয়ে পর্দানশীন হচ্ছে, অনেক পথহারা পথের দিশা পাচ্ছে। অনেক উপন্যাস পাঠক কল্প কাহিনীর উপন্যাস ছেড়ে সিরিজগুলো পড়তে মনোযোগী হয়েছে। বইগুলোর ভাষা সহজ, সরল ও অত্যন্ত ঝরঝরে যা পাঠ করতে যে কোনো পাঠকেরই ইচ্ছে হবে। পরিশেষে এই দোয়া করি আল্লাহ আপনার সহায় হোন এবং আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনি দীর্ঘজীবি হউন। আর হে হৃদয় গলে! তুমি প্রতিটি হৃদয়বান মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে থাক। আমীন।

মাওলানা আব্দুল মতিন
ইমাম, হলদারপুর দক্ষিণ পাড়া মসজিদ
পোঃ মান্দারকান্দি, থানা ঃ বানিয়াচং,হবিগঞ্জ

প্রিয় ভাইয়া, আমাদের উত্তর পাশে আঁখিতারা গ্রামে ইমদাদুল হক নামে এক ছাত্র ভাই ছিল। একদা বিকালে আমি তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, দেখতে পেলাম সে একটি বই পড়ছে। বইটির নাম যে গল্পে হৃদয় গলে। এই নামটি দেখে আমার লোভ লেগে যায়। অতঃপর ঐ দিনই ২/১ দিনের জন্য বইটি বাড়িতে নিয়ে আসি। ইশার নামাজ বাদ খাওয়া দাওয়ার কাজ সমাপ্ত করে বইটি নিয়ে পড়তে বসি। গভীর রজনীতে উহা পড়ে শেষ করি। পূর্বেও আমি আরো অনেক ইসলামি বই পত্র পত্রিকা ম্যাগাজিন উপন্যাস ইত্যাদি পড়েছি। কিন্তু কোনটিই আমার হৃদয়কে নরম করতে পারে নি বা চোখের এক ফোঁটা পানিও ঝরাতে পারে নি। তবে আপনার লিখিত যে গল্পে হৃদয় গলে বইটি সত্যিই আমার হৃদয় গলিয়ে চোখের পানি ঝরাতে পেরেছে। তথাপি আমি সুপ্রিয় লেখক এর নিকট আবেদন রাখব যে, আপনি আরো সুন্দর সুন্দর গল্প কাহিনী দ্বারা আরো রোমান্টিক রোমান্টিক নাম রেখে পাঠক বর্গকে উপহার দিবেন। পরিশেষে মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করি আল্লাহ তা'আলা যেন আপনার শ্রমকে কবুল করে পরকালে নাজাতের জরিয়া বানিয়ে দেন, আমিন। আপনার ভবিষ্যত আরো উজ্জ্বল হোক, সুন্দর, সমৃদ্ধি হোক- এই প্রত্যাশা করি।

মোঃ দ্বীন ইসলাম আনছারী

গ্রাম ঃ কাঠানিশার (মনছুর বাড়ী), পোঃ নোয়াগাও

সরাইল, বি,বাড়িয়া। ফোন ঃ ০১৭১৭১৭৩১৭

সুপ্রিয় লেখক! প্রথমে আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। পর কথা হলো এই যে, আমার একজন সাথী হৃদয়গলে সিরিজের বইগুলো কিনেছে শুনে তার থেকে আমি ১ম খণ্ড পাঠ করে যে উপকৃত হয়েছি তা প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা নেই। পরে আমি নিজেই হৃদয়গলে সিরিজের সমস্ত বইগুলো কিনে নিয়েছি এবং আমি বাড়ির সবাইকে পড়তে দিয়েছি। সবাই আপনার প্রশংসা করেছে। শুধু তাই নয়, যারা আমার কাছ থেকে বইটি নিয়ে পাঠ করেছে, তারা সবাই এই বইয়ের ব্যাপারে সুন্দর অভিমত ব্যক্ত করেছে। আমি আপনাকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাই হাজারো ধন্যবাদ। আশা করি, এরকম আরো ইসলামি কিতাব লিখে মুসলিম সমাজের উপকার সাধন করবেন। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।

মোঃ মোছলেহ উদ্দীন কুমিল্লা

জামাতে নুহুম, আল আমীন মাদরাসা, মাইজদী, নোয়াখালী।

নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী/১০৮

আসসালামু আলাইকুম

প্রিয় লেখক! আমি একজন ছাত্র। ছোট বেলা থেকেই ইসলামি গল্প এবং কাহিনী পড়া আমি পছন্দ করি। আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে অনেক ইসলামী বই পড়েছি। কিন্তু আপনার হৃদয় গলে সিরিজ গুলোর মতো এত সুন্দর বই খুব কমেই পড়েছি। আমি মনে করি আপনার এই বইগুলি বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের ঈমানী চেতনার খোরাক হিসেবে আত্ম প্রকাশ করলো। তাই লেখকের নিকট আমার অনুরোধ তিনি যেন মরণ পর্যন্ত এই কাজ চালিয়ে যান। দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা যেন লেখক কে দীর্ঘ হায়াত দান করেন। আমীন।

মোঃ সাদ্দাম হোসেন (রাসেল)
জমাতে হাফতম, আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া
মাইজদী, নোয়াখালী।

শ্রদ্ধেয় লেখক ভাইয়া! আসসালামু আলাইকুম। আপনার লেখা হৃদয় গলে সিরিজ গুলো অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। হৃদয় গলে সিরিজ গুলোর প্রতিটি গল্প বাস্তবধর্মী এবং সত্য ঘটনা। এ বইগুলো মানুষকে ইসলামের দিকে টানতে বাধ্য করবে বলে আমি বিশ্বাস করি, আপনার লেখা প্রতিটি সিরিজে ১৫ থেকে ২০টি পাঠকের মতামত পাওয়া যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আপনার বইয়ের পাঠক সংখ্যা প্রচুর। আপনার লেখা হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো এমন এক সময়ে বের হয়েছে যখন মুসলমানদের ঈমান যায় যায় অবস্থা। আমার বিশ্বাস ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান লেখকের এই বইগুলো অবশ্যই পাঠকের হৃদয়ে ঈমানের বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করবে এবং হৃদয়ে জ্বলে উঠবে হেদায়েতের অনির্বাণ চেরাগ। আসলে আপনি এতই প্রশংসার দাবিদার যা আমি এই অল্প কাগজের মধ্যে লিখে শেষ করতে পারবো না। এই বইগুলো বর্তমান যুগে এতটা উপযোগী ও এতটাই প্রয়োজনীয় যা বলা বাহুল্য। আল্লাহ তা'আলা যেন আপনাকে এই ধরনের আরও বহু গ্রন্থ রচনা করার তাওফীক দান করেন। আল্লাহ হাফেজ।

মোঃ ইমরান হোসাইন এমরান।
হারুন লাইব্রেরী, ৪৮ মোগলটুলী, কুমিল্লা
ফোন ঃ ০১৭৬৮৭৪৩৯৫

www.smfoundationbd.com

প্রিয় লেখক! আপনার হৃদয় গলে সিরিজ পড়ে অনেকেই লেখা পাঠায়, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষার মাধ্যমে ভাল লাগার কথাটি প্রকাশ করার চেষ্টা করে। হারানো দিনের সোনালী কাহিনী এই বইটি আমার এক খালাত ভাই (বর্তমানে আমার স্বামী) আমাকে উপহার দিয়েছেন। আমি এই বইটি একখণ্ড পড়ার পর থেকে আমার সব কয়টি বই পড়তে ইচ্ছা করছে। যারা আপনার পরবর্তী সিরিজগুলো পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে আমি তাদেরই একজন। আপনার এ বইটি আমার খুব ভাল লেগেছে। সবশেষে ইতির খোচায় আপনাকে আমার ছালাম জানিয়ে আজ এখানেই ..... ধন্যবাদ।

মিস রুমা আক্তার

কচুয়া, শোলোক, উজিরপুর, বরিশাল।

লেখকের জবাব

লালবাগ, ঢাকার ভাই কাউসার জামীল আশরাফী এবং বাঞ্ছারামপুর বি.বাড়ীয়ার ভাই এইচ.এম জাবেদ হোসাইন সুজন হৃদয় গলে সিরিজের ব্যাপক প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যে পাঠক ফোরাম গঠনের প্রস্তাব পেশ করেছেন। আমি বড়দের সাথে পরামর্শ করে সাদরে আপনাদের প্রস্তাব কবুল করেছি। তবে এর নাম, রূপরেখা ও গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অন্যান্য পাঠক-পাঠিকাদের মতামত জানতে পারলে কাজটি বাস্তবে রূপদান করা অনেক সহজ হয়ে যাবে বলে আশা করছি। ফোরাম বা সংঘ তৈরির ভূমিকা স্বরূপ কুইজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করণের যে প্রস্তাব ভাই কাউসার পেশ করেছেন তা আমাদের কাছে খুবই ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয়েছে। এজন্য আমি ৭ সদস্য বিশিষ্ট কুইজ প্রতিযোগিতা পরিষদ গঠন করে পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বইতেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের নিয়ম ও প্রশ্নাবলি ছেপে দিয়েছি। আশা করি সকলের অংশ গ্রহণে এ প্রতিযোগিতা প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে এবং অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় উপায়ে সমাপ্ত হবে। আল্লাহ চাহে তো, আগামী সিরিজগুলোতে প্রতিযোগিতার এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

মতামত বিভাগে আরো যারা লিখেছেন তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক মোবারকবাদ রইল। আশা করি সামনে আরও লিখবেন। পাঠক ফোরাম ও কুইজ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জানাবেন। সেই সঙ্গে ১৭ খণ্ডের জন্য পাঠাবেন অর্থবহ কবিতা। সকলের সুন্দর ও সর্বাঙ্গীন জীবন কামনা করে এখানেই শেষ করছি। -লেখক

www.smfoundationbd.com

হৃদয় গলে সিরিজ ঃ কুইজ প্রতিযোগিতা-১

১। মাল্টার বন্দী জীবনে শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) এর সঙ্গী কে ছিলেন?

২। "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে হবে" এটি কার উক্তি?

৩। আল্লামা জামী (রহ.) এর পূর্ণ নাম কি?

৪। কোন্ মনীষী এক হিন্দু ভদ্রলোকের জন্য স্বহস্তে বাথরুম সাফাই করে দিয়েছিলেন?

৫। বসনিয়া কত সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়?

৬। দাড়ি না রাখার ৮নং ক্ষতিটি কি?

৭। সুদূর কুয়েত থেকে **"পাঠকের মতামত"** বিভাগে এক পাঠক চিঠি পাঠিয়েছেন, তার নাম কি?

৮। সম্পদ নয় জ্ঞানই উত্তম- একথা কে, কয়টি কারণ উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন?

৯। সিরিজ-১৫ পর্যন্ত কতজন পুরুষ ও কতজন নারীর মতামত ছাপা হয়েছে?

১০। সাঈদা কে? তার বয়স কত?

১১। হৃদয় গলে সিরিজকে ১০০ খন্ড পর্যন্ত চালিয়ে নেওয়ার জন্য এক পাঠক অনুরোধ জানিয়েছেন। উক্ত পাঠকের মতামতটি কত নং সিরিজে ছাপা হয়েছে?

১২। **"হৃদয় গলে সিরিজ ঃ বড়দের মূল্যায়ন"** কততম সিরিজ থেকে ছাপানো শুরু হয়েছে? প্রথম মূল্যায়নটি কে করেছেন?

১৩। "জীবনের পিচ্ছিল পথে তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন" –এ কথাটি কে, কাকে সম্বোধন করে বলেছিল?

১৪। ইসালে ছাওয়াব ও কবর জিয়ারত সম্পর্কে কোন্ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে?

১৫। বাদশাহ হারুন অর রশিদ কত বছর বয়সে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহন করেন?

১৬। লেখক কর্তৃক অনুদিত দুটি বইয়ের নাম কি?

১৭। কোন্ সাহাবী কুখ্যাত ইয়াহুদি আবু রাফে'কে হত্যা করেছিলেন?

১৮। "আমি মনে করি এমন নিষ্ঠাবান ও ধর্মভীরু ছেলের সাথে আজীবন কুঁড়েঘরে কাটিয়ে দিলেও কোনো সমস্যা নেই" –উদ্ধৃত অংশটুকু কোন্ গল্পের?

১৯। লেখক কোন দুই মহান ব্যক্তির নির্দেশ ও পরামর্শে **"আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন?"** শিরোনামে লেখালেখি শুরু করেন?

২০। স্বামী যেমনই হোক না কেন স্ত্রীর জন্য .....। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

২১। এ বছর বিশ্ব ইজতেমার আখেরী মুনাজাত কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়?

২২। সম্প্রতি বোমা হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড এর উদ্যোগে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে আয়োজিত মহাসমাবেশের সভাপতি কে ছিলেন?

২৩। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়?

২৪। পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র কোন্‌টি?

২৫। মালয়েশিয়ার রাজধানী কোথায়?

নিয়মাবলী

১। ২৫টি প্রশ্ন থেকে যে কোনো ২০টির উত্তর দিতে হবে।

২। প্রতিযোগিতায় সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকা অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

৩। আগামী **৩১ মে ২০০৬**-এর মধ্যে পৃথক কাগজে পূর্ণ নাম ঠিকানাসহ স্পষ্টাক্ষরে নিম্নোক্ত যে কোনো একটি ঠিকানায় উত্তরপত্র পাঠাতে হবে।

৪। খামের উপর বাম দিকে **"হৃদয় গলে সিরিজঃ কুইজ প্রতিযোগিতা-১"** অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

৫। প্রতিযোগিতার যে কোনো বিষয়ে কুইজ পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৬। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারীর মাধ্যমে ২০জনকে নির্বাচন করে **প্রথম জনকে সিরিজের পূর্ণ ১সেট বই (১৫টি), দ্বিতীয়জনকে ১০টি, তৃতীয় জনকে ৭টি এবং বাকি ১৭ জনকে ২টি করে বই** পুরস্কার দেওয়া হবে। তাছাড়া বিজয়ী ২০জনের নাম-ঠিকানাসহ অন্যান্য বিজয়ীদের নামও পরবর্তী সিরিজে প্রকাশিত হবে এবং তাদেরই সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতায় আল্লাহ চাহে তো পরবর্তীতে পাঠক ফোরাম গঠিত হবে। দূরবর্তী বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার ডাকযোগে পাঠানো হবে। উল্লেখ্য যে, প্রথম ২০টি প্রশ্নের উত্তর ১ থেকে ১৫তম সিরিজের মধ্যে রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

১। পরবর্তী সিরিজগুলোতেও কুইজ প্রতিযোগিতার এ ধারা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ। তবে প্রতিযোগিতা কিংবা অন্য কোনো কারণে বইয়ের **"মূল লেখার পরিমান"** না কমানোর ব্যাপারে লেখক যথেষ্ট আন্তরিক।

২। কুইজ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আরও জানার জন্য **আদর্শ নারী এপ্রিল/২০০৬ সংখ্যা দেখুন।**

অথবা **লেখক বরাবর ০১৭২-৭৯২১৯৩ নম্বরে** ফোন করুন।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা (প্রকাশক)
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

বিনীত

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম (লেখক)
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা
দত্তপাড়া, নরসিংদী। ফোন ঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩

www.smfoundationbd.com

সিরিজের বইসমূহ পাওয়ার জন্য আপনি যা করতে পারেন

- ❑ আপনার নিকটস্থ লাইব্রেরীয়ানকে ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৪/নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা অথবা আল কাউসার প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে বই আনার জন্য অর্ডার দিন।
- ❑ অথবা, সম্ভব হলে একটু কষ্ট করে লেখকের বর্তমান ঠিকানায় চলে আসুন। এতে লেখকের সাথে পাঠকের দ্বীনি সম্পর্কও বৃদ্ধি পাবে।
- ❑ অথবা, পূর্ণ নাম ঠিকানাসহ বইয়ের নাম ও পরিমান উল্লেখ করে লেখক বরাবর চিঠি লিখুন কিংবা ফোন করুন। (মোবাইল নং-০১৭২-৭৯২১৯৩) অগ্রীম টাকা পাঠানোর প্রয়োজন নেই। ইনশাআল্লাহ, অল্প সময়ের মধ্যে ভি.পি যোগে আপনার ঠিকানায় বই পৌঁছে যাবে।
- ❑ অথবা, আপনার আশে পাশে কুরিয়ার সার্ভিসের কোন শাখা থাকলে এবং ২/১ দিনের মধ্যে বই পেতে চাইলে তাও চিঠি কিংবা ফোনের মাধ্যমে লেখককে জানিয়ে দিন। তবে এক্ষেত্রে প্রতি বইয়ের জন্য ৪০ টাকা হারে অগ্রিম টাকা পাঠাতে হবে।

বাংলার প্রতিটি পরিবারে হৃদয়গলে সিরিজের সবগুলো বই পৌঁছুক, সবলেই হয়ে উঠুক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে আদর্শবান— এই হোক আপনার, আমার সবলের আন্তরিক কামনা।

তাম্মাত বিল খাইর

www.smfoundationbd.com